



পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন



মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৭

আইআরজি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড

ডি-৫, হেলসিয়ন হাইটস, প্লট নং: ২/৩, ব্লক-এ, আসাদ গেইট,

মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭

ফোন: +880-2-9115871, ফ্যাক্স: +880-2-9115870

ই-মেইল: info@irgdsl.com

ওয়েবসাইট: www.irgdsl.com

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

আইআরজি পরামর্শকবৃন্দ

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রিয়াজুল হামিদ
টীম লিডার

ড. শাকের আহমেদ
আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ

সুজিত কুমার বিশ্বাস
ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

প্রফেসর এম এ জলিল
পরিসংখ্যানবিদ

মোস্তাক আহমেদ
প্রোগ্রামার/ডাটাএনালিস্ট

আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া
মহাপরিচালক

মাসুদ আকতার খান
পরিচালক

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপ-পরিচালক

মূল্যায়ন সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

সমীক্ষক

আইআরজি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড

জুন-২০১৭

সূচিপত্র

অধ্যায়		পৃষ্ঠা নম্বর
	নির্বাহী সার সংক্ষেপ	i-iii
প্রথম অধ্যায়	প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ	১
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য (ডিপিপি ও পিসিআর অনুযায়ী)	১
১.৩	প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন (পিসিআর অনুযায়ী)	২
১.৪	অর্থায়নের অবস্থা প্রাক্কলিত ও বাস্তব	২
১.৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় (ডিপিপি অনুযায়ী) প্রাক্কলিত ও বাস্তব	২
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি (Methodology)	৩
২.১	পরামর্শকের কর্মপরিধি (TOR)	৩
২.২	সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি	৪
২.৩	সমীক্ষা পরিচালনা ও কর্ম পরিকল্পনা	৮
২.৪	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	৯
২.৫	তথ্য উপাত্ত এডিটিং ও কোডিং	৯
২.৬	প্রতিবেদন উপস্থাপন	৯
২.৭	কর্ম পরিকল্পনা	৯
তৃতীয় অধ্যায়	প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	
৩.১	প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	১১
৩.২	বরাদ্দ চাহিদা ও অবমুক্তি	১৩
৩.৩	প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা	১৩
৩.৪	প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৩
চতুর্থ অধ্যায়	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	১৫
৪.১	পণ্য, নির্মাণ কাজ ও পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত বিষয়াদির পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	১৫
৪.২	মালামাল ও যন্ত্রাদি সরবরাহ, পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচনা	১৬
পঞ্চম অধ্যায়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	১৯
৫.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন পর্যালোচনা	১৯
৫.২	বিদ্যুতের লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা	১৯
৫.৩	সাব-স্টেশন স্থাপনরে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা	২০
৫.৪	বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	২০
৫.৫	নমুনা পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা	২০
ষষ্ঠ অধ্যায়	SWOT Analysis	২৫
৬.১	SWOT এনালাইসিস	২৫
৬.২	সবল দিক গুলো (Strength)	২৫
৬.৩	দুর্বল দিক গুলো (Weakness)	২৫
৬.৪	সুযোগ সুবিধা (Opportunity)	২৬

৬.৫	ঝুঁকি (Threat/Challenge)	২৬
সপ্তম অধ্যায়	সুফলভোগীদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	২৭
৭.১	আবাসিক গ্রাহকদের উপর প্রভাব	২৭
৭.২	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব	৩৬
৭.৩	বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব	৪০
৭.৪	বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিকদের উপর প্রভাব	৪৩
৭.৫	কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই) থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী	৪৫
৭.৬	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)	৪৭
৭.৭	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	৪৯
অষ্টম অধ্যায়	সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ	
	সুপারিশসমূহ	৫৫
	উপসংহার	৫৬

সংযুক্তি

সংযুক্তি-১ : অধ্যায় পঞ্চম থেকে সপ্তম এর ফলাফলের বিস্তারিত সারণি

সংযুক্তি-২ : জরিপ কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা ও চেক লিষ্ট

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা

বর্তমান সরকার দেশের সমগ্র অঞ্চলের বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত/পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনার অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ২০১০ সালে “পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে, যা ৩০ জুন ২০১৪ সালে শেষ হয়।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিদ্যমান ১৮টি পিবিএস এলাকায় নতুন বিতরণ লাইন স্থাপন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ। ৩,৪০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন (৩৩ কেভি ও তার নিম্নে) ও মোট ১৬৫ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৮টি নতুন সাবস্টেশন নির্মাণ। বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে চলতি অর্থবছরে (২০১৬-২০১৭) ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত কতিপয় প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। আলোচ্য প্রকল্পটি নির্বাচিত প্রকল্পগুলির অন্যতম। আলোচ্য প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে অংশ মেসার্স IRG Development Services Limited, এর সাথে ০১/০২/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করেছে।

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে ২টি বিভাগ থেকে মোট ৯টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) বাছাই করা হয়েছে। প্রতিটি পি.বি.এস থেকে ২টি করে উপজেলা অর্থাৎ মোট ১৮ উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি নমুনা উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণীর উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সাধারণ নমুনা চয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুইটি ইউনিয়ন এবং প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে একটি করে গ্রাম বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত গ্রাম থেকে সিস্টেমেটিক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১১৯৭ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক বাছাই করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০৪৬ জন আবাসিক গ্রাহক, ১০৫ জন বাণিজ্যিক গ্রাহক, ২৩ জন শিল্প গ্রাহক ও বাকী ২৩ জন সেচ পাম্প গ্রাহক। সমীক্ষা পদ্ধতি ছাড়াও দলীয় আলোচনা (এফজিডি), প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই) পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। কন্ট্রোল উত্তরদাতা হিসেবে এমন খানাকে বাছাই করা হয়েছে যে সমস্ত খানায় এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি। কন্ট্রোল হিসেবে ৫২৩টি খানা একই পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির বাস্তবায়নে ১ বছর সময় বেশী লেগেছিল। এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৩,৩৭৭.৬৮ কিলোমিটার নতুন লাইন নির্মিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৫%, ১৮টি ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নির্মিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০% এবং এই প্রকল্পের অধীনে হালনাগাদ ১,৬৭,২৯৬ নতুন গ্রাহক সংযোগ দেয়া হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১২৮%।

প্রকল্পটির বাস্তবায়নের নিমিত্তে মালামাল ও যন্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য ৮৮টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়। প্যাকেজগুলি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যয় সংক্রান্ত প্যাকেজ ও বিভিন্ন প্রকার মালামাল সংক্রান্ত প্যাকেজগুলি গুরুত্ব অনুযায়ী নির্বাচন করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে মালামাল ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।

আবাসিক গ্রাহকের উপর প্রভাবঃ বিদ্যুতায়িত খানার ও কন্ট্রোল খানার আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে পরিবারের লোকজনের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা প্রায় একই রকমের। কিন্তু খানার আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ে উল্লেখযোগ্য রকমের পার্থক্য দেখা যায়, যার অনেকটাই বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে হয়েছে। বিদ্যুতায়িত খানার গড় বাৎসরিক আয় ১,৩৫,১৮১ টাকা, অন্য দিকে কন্ট্রোল খানার আয় হল ১,১৭,২৯৪ টাকা। খানার আকার বিবেচনায় নিয়ে মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় বের করা হয়েছে, যা প্রকল্প এলাকায় যথাক্রমে ২৭,৫৮৮, ২২,৪৪২ ও ৪,৮৪৬ টাকা। কন্ট্রোল এলাকার মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় যথাক্রমে ২২,৯৯৯ টাকা, ১৯,৮৭৭ টাকা ও ৩,১২২ টাকা। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় এক থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতায়িত খানায় কন্ট্রোল খানার তুলনায় মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় যথাক্রমে ৪৫৮৯ টাকা, ২৮৬৫ টাকা ও ১৭২৪ টাকা বেশী। শতকরা হারে তা দাড়ায় ২০%, ১৪.৪% ও ৫৫.২% বেশী। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যুতায়িত খানা বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে তাদের আয় ব্যয় ও সঞ্চয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, এর ফলে তাঁদের জীবন ধারণের মান কন্ট্রোল এলাকার চেয়ে বেড়েছে।

আবাসিক গ্রাহকগণের বেশীর ভাগ ২০১১ এবং ২০১৪ সালে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে প্রায় ৫২% গ্রাহকের কোন অসুবিধা হয়নি। বাকী ৪৮% গ্রাহককে সংযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য গ্রাহককে দরখাস্ত করার পর গড়ে প্রায় ৬ মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। গ্রাহকগণ বিভিন্ন কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। যেমন বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার, মাড়াইকল, ভিসিডি চালানো হয় ও মোবাইল চার্জ দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ইন্টারনেট যোগাযোগ সহজ হয়েছে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রগতি হয়েছে। শতকরা ৮০ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক স্বীকার করেছেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে তাদের ইন্টারনেট ব্যবহার সহজ হয়েছে। প্রায় সব গ্রাহকই সহজে ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইন্টারনেট ব্যবহারের উপকারিতা হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন: বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যায়, গ্রাম থেকেই চাকুরীর আবেদন করা যায়, পরীক্ষার রগটিন ও ফলাফল পাওয়া যায় এবং বিদেশে লেখাপড়ার জন্য যোগাযোগ করা যায় ইত্যাদি।

সেচ পাম্প ব্যবহারকারী খানার প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বিদ্যুতায়িত সেচ যন্ত্রে সেচ খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কম। বিদ্যুতায়িত সেচ যন্ত্রে প্রতি শতক জমিতে গড় সেচ খরচ ৫৩ টাকা, অন্য দিকে ডিজেল চালিত পাম্পে গড় খরচ ৮২ টাকা। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বিদ্যুতায়িত পাম্পের তুলনায় ডিজেল চালিত সেচ পাম্পে জ্বালানির গড় খরচ ৫৪ ভাগ বেশী।

যদিও কন্ট্রোল এলাকার খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নাই, তবুও তাদের প্রায় ৫৫% খানার সেচ পাম্প বিদ্যুতায়িত এলাকায় অবস্থিত। ৪৫% ক্ষেত্রে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি ও তাদের সেচ পাম্প ডিজেল চালিত। তাঁদের দেওয়া উপাত্ত অনুযায়ী প্রতি শতক জমিতে বিদ্যুতায়িত পাম্পে গড় খরচ হয় ৫৭ টাকা, অন্যদিকে ডিজেল চালিত পাম্পে গড় খরচ হয় প্রায় ৮৭ টাকা, অর্থাৎ ডিজেল চালিত পাম্পে গড় খরচ প্রতি শতকে ৫৩% বেশী।

তাঁরা মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে তাঁদের এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাঁরা অধীর আগ্রহে বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছেন।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাবঃ নমুনা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মুদির দোকান, চায়ের দোকান, হোটেল/রেস্টুরেন্ট, ফার্মেসী/ডাক্তারখানা, সারের/কীটনাশকের দোকান, ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রীর দোকান, হার্ডওয়্যারের দোকান, ফার্নিচারের দোকান, গ্লাস হাউস, বইয়ের দোকান, টিনের/নির্মাণ সামগ্রীর দোকান ইত্যাদি। প্রতিটি দোকানে গড়ে ২ জন লোক কাজ করেন। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দোকানের বার্ষিক গড় আয় ২,২৮,৯১৪ টাকা। অন্য দিকে তাদের গড় ব্যয় প্রায় ১৫১,৪৭৭ টাকা। ফলে বার্ষিক গড় লাভ দাড়ায় প্রায় ৭৭,৪৩৭ টাকা অথবা মাসিক লাভ প্রায় ৬,৪৫৩ টাকা।

প্রকল্প এলাকার প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিল বিভিন্ন ধরনের। গড়ে মাসিক বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ৯২৯ টাকা। প্রায় সবাই সময়মত বিদ্যুৎ বিল পেয়ে থাকেন এবং সময়মত পরিশোধও করে থাকেন। দৈনিক প্রায় ১৩ ঘন্টা তাঁরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাঁদের এলাকায় লোড শেডিংয়ের পরিমাণ প্রতিদিন গড়ে ৪ঘন্টা।

ব্যবহারকারীদের প্রায় সবাই মনে করেন পেট্রোল ও ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুতে খরচ কম। তাঁরা মনে করেন পেট্রলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে তাঁদের খরচ সাশ্রয় হয়েছে। একদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খরচ কমেছে, অন্যদিকে বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে গেছে প্রায় ৩০%।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন পিবিএস এর অধীনে ২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে জরিপ করা হয়। এদের মধ্যে ধান/গম ও মসলা ভাঙ্গানোর কারখানা, লেদ মেশিন ও ওয়ার্কশপ, স' মিল, কামার (দা, বটি, কুড়াল তৈরির কারখানা), ফার্নিচারের কারখানা, লব্ধি, ইত্যাদি। কারখানাগুলিতে গড়ে ৫ জন লোক কাজ করে। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এদের গড় বার্ষিক আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৬,৪২,৩৪৭ টাকা ও ৪,৯৩,৭৩৯ টাকা। ফলে বার্ষিক লাভের পরিমাণ দাড়ায় ১,৪৮,৬০৮ টাকা।

সেচ পাম্প মালিকদের উপর প্রভাবঃ মোট ২৩টি সেচ পাম্প জরিপ করা হয়, যার মধ্যে ১৫টি গভীর ও ৮টি অগভীর নলকূপ। সংযোগ পেতে ১১ জনের তেমন অসুবিধা হয়নি। তবে ১২জন পাম্প মালিকদের মধ্যে ৮৩% কে সংযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আর ১৭% গ্রাহকের অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছিল, আবেদনের পর সংযোগ পেতে গড়ে ১৫৮ দিন সময় লেগেছিল। পাম্পের মালিকগণ সময়মত বিদ্যুৎ বিল পেয়ে থাকেন ও দুই এক জন ছাড়া সবাই সময় মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন। সেচ পাম্প পরিচালনা করা মোটামুটি একটা লাভজনক ব্যবসা: বার্ষিক গড় আয় ১,৩৬,৩৬৭ টাকা, গড় ব্যয় ৭৭,৩৪৭ টাকা ও গড় মুনাফা ৫৯,০২০ টাকা।

সুপারিশসমূহঃ

১. বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে যেন মানসম্মত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় সে জন্য বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি পল্লীবিদ্যুত সমিতিগুলির জনবল ও মেরামত কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও সরঞ্জামাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
২. পুরাতন গ্রীড লাইন আধুনিকায়ন, ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ করা।
৩. ক্রমবর্ধমান লোড বৃদ্ধির কারণে এবং এর ফলে উদ্ভূত সিস্টেম লস কমানোর জন্য ওভারলোডেড/আন্ডার লোডেড ১১/০.৪ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং বিতরণ লাইনকে আপগ্রেডেশন করা প্রয়োজন।
৪. বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমানো লক্ষ্যে আরো অধিক পরিমাণ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন ও ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন বসানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং চলমান সাব স্টেশন গুলোর অবকাঠামো মেরামত, নির্মাণের ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৫. বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার জন্য প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ কর্তন ও নিরোধের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করা।
৬. ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জী সেভিং বাব্দ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা।
৭. প্রকল্প শেষ হওয়ার ১ বৎসরের মধ্যে মূল্যায়ন সমীক্ষা করা হলে তথ্যাদি পেতে সুবিধা হয় এবং মূল্যায়ন অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে এলাকাভিত্তিক পল্লী বিদ্যুত সমিতি গঠনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের কার্যক্রম গৃহীত হয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক ৭৯টি পিবিএস স্থাপন ও চালু করে। বর্তমান সরকার দেশের সমগ্র অঞ্চলের বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত/পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনার লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাস্টার প্লান মোতাবেক ও সরকারের ভিশন এবং Mid Term Budgetary Framework (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) অনুযায়ী “পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্প” শীর্ষক আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৮টি পিবিএস এ এই কার্যক্রম চালু হয়। উল্লিখিত ৭৯টি পিবিএস এর মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ১৮টি পিবিএস উন্নীতকরণের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাস্টার প্লান অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে পিবিএস গুলোর অন্তর্ভুক্ত সম্ভাব্য এলাকার সকল গ্রাম বিদ্যুতায়নের আওতায় আনার লক্ষ্যে মোট ৩,৩০,৩২০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন স্থাপন করা প্রয়োজন। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এই লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,৯০,০০০ কিলোমিটার (তথ্যসূত্র: পরিকল্পনা বিভাগ, পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড)। এর মধ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ৮৪,১৫৩ কিলোমিটার বিতরণ লাইন স্থাপন করা জরুরী। ইতিপূর্বে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ৫৫,৯২৫ কিলোমিটার লাইন স্থাপিত হয়। অতএব ২০২০ সালের মধ্যে বাকী ২৮,২৮৮ কিলোমিটার বিতরণ লাইন বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপন করা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যে ৩,৩৭৮ কিলোমিটার সরবরাহ লাইন, ১৮টি নতুন সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে চলতি অর্থবছরে (২০১৬-২০১৭) ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত কতিপয় প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। আলোচ্য প্রকল্পটি নির্বাচিত প্রকল্পগুলির অন্যতম। আলোচ্য প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, মেসার্স IRG Development Services Limited, এর সাথে ০১/০২/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করেছে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (ডিপিপি ও পিসিআর অনুযায়ী)

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ছিল এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র দুরীকরণ এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিদ্যমান ১৮টি পিবিএস এর বিদ্যুৎ সুবিধা বহির্ভূত এলাকায় বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।
- ৩,৪০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন (৩৩ কেভি ও তার নিম্নে) ও মোট ১৬৫ এমডিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৮টি নতুন সাবস্টেশন নির্মাণ।

- বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাহক সংযোগ সুবিধা সংস্থান করা।

১.৩ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন (পিসিআর অনুযায়ী)

সারণি-১.১: প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন

মূল অনুমোদন	০৯/০৯/২০১০
সর্বশেষ সংশোধিত	২৬/০৯/২০১৩
প্রকল্পের সমাপ্তি	৩০/০৬/২০১৪

নিম্নোক্ত কারণে প্রকল্পের প্রস্তাব সংশোধিত হয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পায় (পিসিআর অনুযায়ী)

- ২০০৬ সাল হতে আগষ্ট ২০১০ সাল পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ডের কোন বিতরণ লাইন বর্ধিত করন প্রকল্প অনুমোদিত হয়নি। এ কারণে ২০০৬ সাল থেকে বিতরণ লাইন নির্মান কার্যক্রম ক্রমশ কমে আসতে থাকে। এর ফলে বহু দক্ষ শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে।
- মাঠ পর্যায়ের লোড পর্যালোচনার পরে ক্যাটাগরী ভিত্তিক লাইন পরিবর্তনের (৩৩ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া, নিম্ন ও উচ্চচাপ লাইনের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়া, এবং ডাবল সার্কিট লাইনের অন্তর্ভুক্তি) প্রস্তাব দেওয়া হয়।
- মূল ডিপিপি প্রস্তুতির পরবর্তীকালে লাইন সরঞ্জামাদির মূল্য বেড়ে যায়। এ সকল কারণে প্রাক্কলিত ব্যয়ে সকল সরঞ্জামাদি ক্রয় ও বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়নি।
- সংশোধিত কাজের দর প্রকল্প শুরু এক বছর পর অনুমোদিত হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে সকল নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি।

এ কারণে অবশিষ্ট লাইন সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংশোধিত কাজের পরিধি অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় কাল এক বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৪ অর্থায়নের অবস্থাঃ প্রাক্কলিত ও বাস্তব (পিসিআর অনুযায়ী)

সারণি-১.২: অর্থায়নের অবস্থা প্রাক্কলিত ও বাস্তব

(লক্ষ টাকায়)

	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তব
(ক) মোট	৪০৭০৭.৬৩	৪৮৭২৩.৭৪	৪৪৬০৮.৪০
(খ) টাকা (জি ও বি)	৩৪৬২৩.৬২ (ইকুইটি)	৪২৪৮১.৮৯	৪০১৬৫.০৯
(গ) পবিবোর নিজস্ব	৬০৮৪.০১	৬২৪১.৮৫	৪৪৪৩.৩১

১.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় প্রাক্কলিত ও বাস্তব (পিসিআর অনুযায়ী)

সারণি-১.৩: প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়

	আরম্ভ	সমাপ্তি
(ক) মূল	০১/০৭/২০১০	৩০/০৬/২০১৩
(খ) সর্বশেষ সংশোধিত	০১/০৭/২০১০	৩০/০৬/২০১৪
(গ) প্রকৃত	০১/০৭/২০১০	৩০/০৬/২০১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কর্মপদ্ধতি (Methodology)

২.১ পরামর্শকের কর্মপরিধি (TOR)

পরামর্শকের কর্মপরিধি/দায়িত্ব (TOR) তথা সমীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন, সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
২. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;
৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৮. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারীতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
৯. প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা;
১১. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন করা;
১২. প্রকল্পের শতকরা ৫০ভাগ সমীক্ষার এলাকা হিসেবে মূল্যায়ন করা;
১৩. উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;
১৪. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি: (ক) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, এফজিডি ও স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ এবং (খ) জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণসমূহ (Findings) অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ সংযুক্ত করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা এবং
১৫. চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করা।

২.২ সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে। প্রাইমারী তথ্যগুলি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সেকেন্ডারী তথ্যগুলি আইএমইডি, পিবিএস, আরইবি অফিস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যগুলি যাচাই বাছাই করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়।

“পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পরিমাণগত এবং গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক আবাসিক খানা, ক্ষুদ্র/মাঝারী বাণিজ্যিক গ্রাহক, সেচ পাম্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কি ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (KII) পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় পিবিএস কর্মকর্তা/প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) পরিচালনার সময় আবাসিক খানা, ক্ষুদ্র/মাঝারী বাণিজ্যিক গ্রাহক, সেচ পাম্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুরুষ ও মহিলা গ্রাহক এবং বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন সকল শ্রেণির গ্রাহকদের নিয়ে করা হয়।

২.২.১ সমীক্ষার নমুনা আকার নির্ধারণঃ

এক লক্ষ ত্রিশ হাজার গ্রাহক সংযোগ ১৮টি পিবিএস এ দেওয়া হয়েছে এর মধ্য থেকে আনুপাতিক হারে সাধারণ দৈব চয়নের মাধ্যমে ৯টি পিবিএস বাছাই করা হয়েছে। প্রকল্প পিবিএস এর আওতাধীন জেলা, উপজেলা এবং পিবিএস এর তালিকা সারণি-২.১ এ দেওয়া হলো।

২.২.২ প্রকল্প এলাকার নমুনাঃ

মোট ১৮টি পিবিএস এর মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ১০টি এবং রংপুর বিভাগে ৮টি পিবিএস অবস্থিত। যেহেতু প্রকল্পের শতকরা ৫০ভাগ সমীক্ষার এলাকা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে, সেহেতু রাজশাহী বিভাগ থেকে ৫টি এবং রংপুর বিভাগ থেকে ৪টি পিবিএস নমুনা হিসাবে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পিবিএস থেকে ২টি করে উপজেলা অর্থাৎ মোট ১৮টি উপজেলায় সমীক্ষার কার্যক্রম চালানো হয়েছে।

২.২.৩ কন্ট্রোল (বিদ্যুতবিহীন) এলাকার নমুনাঃ

বিদ্যুতবিহীন এলাকার নমুনা প্রকল্প এলাকার নমুনার অর্ধেক নেওয়া হবে। প্রকল্প এলাকার নমুনা উপজেলার মধ্যেই বিদ্যুতবিহীন এলাকায় উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়।

২.২.৪ পিবিএস এর নমুনা নির্বাচনঃ

যেহেতু প্রত্যেকটি পিবিএস এর গ্রাহক সংখ্যা জানা আছে সেই জন্য পিপিএস (Probability Proportionate to Size) পদ্ধতি প্রয়োগ করে নমুনা পিবিএস নির্বাচন করা হয়েছে যা সারণি ২.১ এ দেওয়া হল।

সারণী-২.১ঃ বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং পিবিএস অনুসারে নমুনাকৃত পিবিএস এর তালিকা এবং গ্রাহক সংখ্যা

ক্রমি নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	পিবিএস	গ্রাহক সংখ্যা
১	রাজশাহী	নাটোর	১. নাটোর সদর	নাটোর পিবিএস-১	৫৩৫৩
			২. সিংড়া		
২	রাজশাহী	পাবনা	১. আটঘরিয়া	পাবনা পিবিএস-১	৬৮৮২
			২. ভানুড়া		
৩	রাজশাহী	রাজশাহী	১. বোয়ালিয়া	রাজশাহী পিবিএস	৬১১৭
			২. পবা		
৪	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	১. উল্লাপাড়া	সিরাজগঞ্জ পিবিএস	৯৮৬৪
			২. সিরাজগঞ্জ সদর		
৫	রাজশাহী	বগুড়া	১. শেরপুর	বগুড়া পিবিএস	৯১০২
			২. গাবতলী		
৬	রংপুর	দিনাজপুর	১. বিরামপুর	দিনাজপুর পিবিএস-২	৬৮৮২
			২. নবাবগঞ্জ		
৭	রংপুর	কুড়িগ্রাম	১. ভুরঙ্গামারী	কুড়িগ্রাম পিবিএস	৮৫২৬
			২. হাতিবান্ধা		
৮	রংপুর	রংপুর	১. মিঠাপুকুর	রংপুর পিবিএস-১	৭৫৭০
			২. পীরগঞ্জ		
৯	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	১. ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও পিবিএস	৭০৭৩
			২. হরিপুর		
সর্বমোট নমুনা					৬৭৩৬৯

২.২.৫ সুবিধাভোগী আবাসিক উত্তরদাতার নমুনার আকার নির্ধারণঃ

“পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ শীর্ষক প্রকল্পটির আওতাধীন ১৮টি পিবিএস এ মোট ১,৩০,০০০ টি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। প্রতিটি পিবিএস এ গ্রাহক সংখ্যা সমান নয় কাজেই প্রতিটি নমুনা পিবিএস থেকে সমান সংখ্যক গ্রাহক নির্বাচন করা ঠিক হবে না। সেজন্যই সবগুলো পিবিএস থেকে নমুনা আকার নিম্নলিখিত ফর্মুলার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে। অনুপাতের জন্য সরলদৈব নমুনায়ন পদ্ধতির সূত্র প্রয়োগ করে নমুনা আকার হিসেব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যেহেতু নমুনা সংগ্রহে সরলদৈব নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ না করে বহুধাপীয় নমুনায়ন পদ্ধতিতে করা হয়েছে তাই ডিজাইন ইফেক্ট দুই দ্বারা গুন করা হয়েছে। মোট সংখ্যা নিরূপনের জন্য উক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

$$n_0 = \frac{z^2 q}{r^2 p}; [d = rp] \quad p = .60, q = .40, r = .07$$

$$n_0 = \frac{3.84 \times .40}{(.07)^2 \times .60} = \frac{1.536}{.002984} = 523$$

$$n = n_0 \times 2 (d.e) = 1046$$

n= is the desired sample size

Z= is the standard normal variate which is 1.96 at 5 level of significance with 95 confidence level

P= is 60 of the households having access to PBS electricity; p=60 i.e p=0.6

q=1-p; q=0.4

r= is the relative precision level at 7

de= is the design effect

উপরোক্ত মানসমূহ ফর্মুলায় বসিয়ে দিলে n=১০৪৬ পাওয়া যায়।

Reference: Sampling Technique (1997), Cochran, William G. Third Edition

২.২.৬ কন্ট্রোল উত্তরদাতার নমুনাকার নির্ধারণ

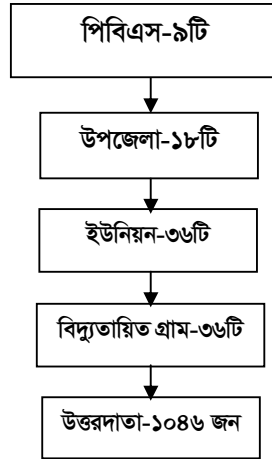
মোট সুবিধাভোগী নমুনার সংখ্যা ১০৪৬। সেই হিসেবে কন্ট্রোল নমুনা সংখ্যা অর্ধেক অর্থাৎ ৫২৩ জন কন্ট্রোল এলাকা থেকে নেওয়া হয়েছে।

অতএব, বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত আবাসিক গ্রাহক ও বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন (কন্ট্রোল) মোট নমুনার আকার হয়েছে $১০৪৬+৫২৩=১৫৬৯$ ।

২.২.৭ উত্তরদাতার এবং এলাকার নমুনা চয়ন পদ্ধতিঃ

প্রতিটি নমুনা পিবিএস থেকে ২টি উপজেলা উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বাছাই করা হয়েছে, যে উপজেলায় পিবিএস প্রধান অফিস অবস্থিত সে উপজেলাটি এবং অন্য নমুনা উপজেলাটি বাছাই করা হয় পিবিএস এর প্রধান অফিস থেকে দূরে অবস্থিত একটি উপজেলা। প্রতিটি নির্বাচিত উপজেলা থেকে সাধারণ দৈব চয়ন পদ্ধতি (SRS) প্রয়োগ করে দুইটি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে। আবার প্রতিটি নির্বাচিত ইউনিয়ন থেকে এসআরএস পদ্ধতির মাধ্যমে একটি গ্রাম বাছাই করা হয়েছে। চয়নকৃত পিবিএস থেকে গ্রাহকদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। বাছাইকৃত গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রাহক সিস্টেমটিক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে। তবে উল্লেখ থাকে যে, বাছাইকৃত গ্রামে কোন বিশেষ শ্রেণির সমান সংখ্যক গ্রাহক না পাওয়া যাওয়ায় পার্শ্ববর্তী বিদ্যুতায়িত গ্রাম থেকে নেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত নমুনা চয়ন পদ্ধতিটি নিম্নের ছকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো।

ছক: নমুনা বাছাই প্রক্রিয়া



নির্বাচিত উপজেলায় কন্ট্রোল গ্রাম হিসাবে এমন একটি গ্রাম বাছাই করা হয়েছে যেখানে প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায়নি। কন্ট্রোল উত্তরদাতা হিসেবে এমন খানাকে বাছাই করা হয়েছে যে সমস্ত খানায় এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি।

২.২.৮ উত্তরদাতার নমুনা বন্টনঃ

প্রতিটি পিবিএস এ বিভিন্ন ধরনের গ্রাহক যেমন, আবাসিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সেচপাম্প ও শিল্প কারখানা ইত্যাদি রয়েছে। মোট বিদ্যুৎ ব্যবহার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, মোট ব্যবহারকারীর প্রায় ৮৬% আবাসিক গ্রাহক, ১০% ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ২% শিল্প কারখানা ও অবশিষ্ট ২% সেচপাম্প ও অন্যান্য। পিবিএস অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের নমুনা আকারকে উপরোক্ত আনুপাতিক হারে বিভিন্ন শ্রেণিতে নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

সারণি ২.২: বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ও বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন নমুনা সংখ্যার পিবিএস ভিত্তিক বন্টন

ক্রমিক নং	পিবিএস এর নাম	নমুনা পিবিএস এর মোট গ্রাহক সংখ্যা	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী (Treatment)					বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন (Control)
			আবাসিক গ্রাহক	ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাণিজ্যিক গ্রাহক	শিল্প গ্রাহক	সেচপাম্প গ্রাহক	মোট	
১	নাটোর পিবিএস-১	৫০৫৩	৮৩	৮	২	২	৯৫	৪২
২	পাবনা পিবিএস-১	৬৮৮২	১০৭	১১	২	২	১২২	৫৩
৩	রাজশাহী পিবিএস	৬১১৭	৯৫	১০	২	২	১০৯	৪৮
৪	সিরাজগঞ্জ পিবিএস	৯৮৬৪	১৫৩	১৫	৩	৩	১৭৪	৭৬
৫	বগুড়া পিবিএস	৯১০২	১৪১	১৪	৩	৩	১৬১	৭০
৬	দিনাজপুর পিবিএস-২	৬৮৮২	১০৭	১০	২	২	১২১	৫৪
৭	কুড়িগ্রাম পিবিএস	৮৫২৬	১৩২	১৩	৩	৩	১৫১	৬৬
৮	রংপুর পিবিএস-১	৭৫৭০	১১৮	১২	৩	৩	১৩৬	৫৯
৯	ঠাকুরগাঁও পিবিএস	৭০৭৩	১১০	১২	২	২	১২৬	৫৫
	মোট	৬৭৩৬৯	১০৪৬	১০৫	২৩	২৩	১১৯৭	৫২৩

অতএব মোট উত্তরদাতার সংখ্যা হয়েছে $১০৪৬+৫২৩+১০৫+২৩+২৩=১৭২০$

কন্ট্রোল এর ক্ষেত্রে শুধু আবাসিক উত্তরদাতা নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীকে এফজিডিএর মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে।

উত্তরদাতা নির্বাচন :

সারণি ২.৩: উত্তরদাতা নির্বাচন

গ্রাহক	উত্তরদাতা
আবাসিক	খানা প্রধান
ক্ষুদ্র/মাঝারি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	মালিক/ম্যানেজার
শিল্প স্থাপনা	মালিক/ম্যানেজার
সেচপাম্প	মালিক/পাম্প অপারেটর

২.২.৯ গুণগত পদ্ধতির ব্যবহারঃ

সমীক্ষায় পরিমাণগত পদ্ধতি ছাড়াও গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, দলীয় আলোচনা (এফজিডি) এবং কেআইআই।

দলীয় আলোচনা(FGD)

প্রতিটি নমুনা পিবিএস এলাকায় একটি এফজিডি করা হয়েছে। মোট এফজিডির সংখ্যা হলো ৯টি। প্রতি এফজিডিতে ৮-১০ জন মহিলা ও পুরুষ ভোক্তা-গ্রাহক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কেআইআই

আরইবি এবং পিবিএস এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত/গুরুত্বপূর্ণ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিটি পিবিএস থেকে ৫টি অর্থাৎ ৫X৯=৪৫টি কেআইআই (KII) করা হয়েছে।

২.২.১০ প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্টঃ

নমুনা পিবিএস গুলির যন্ত্রপাতি, মালামাল সংগ্রহ, স্থাপন এবং সেবা গ্রহণের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আরইবি সদর দপ্তর অথবা নমুনা পিবিএস প্রধান অফিস হতে সহায়ক সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে চেকলিষ্ট সংযুক্তি করা হলো। যন্ত্রপাতি, মালামাল ও সেবা পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে। প্রাক্কলন, অনুমোদন, টেন্ডার প্রক্রিয়া ও তার মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন ও কার্যসম্পাদন ইত্যাদি সময়মত, গুণগত ও পরিমাণগতভাবে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। যথার্থতা যাচাই করার জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক শ্রেণির গ্রাহকদের (আবাসিক, বাণিজ্যিক, সেচপাম্প ও শিল্প স্থাপনা) জন্য ১টি করে মোট ৪টি খসড়া প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্নমালার ব্যাপারে আইএমইডির মতামত নেওয়া হয়েছে। এগুলি নারায়নগঞ্জ পিবিএস-২ এর এলাকায় প্রি-টেস্ট করা হয়েছে। আইএমইডি এর মতামত ও প্রি-টেস্ট থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক বিবেচনা করে প্রশ্নমালাসমূহ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

উপরন্তু সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কয়েকটি চেকলিষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এফজিডি ও কেআইআই এর জন্য এফজিডি চেকলিষ্ট ও কেআইআই প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে।

২.৩ কর্ম পদ্ধতি ও জরিপ পরিচালনা

২.৩.১ জরিপ পরিচালনাঃ

এই সমীক্ষা দলে ৪ জন পরামর্শক, ৬ জন সুপারভাইজার, ১৬ জন তথ্যসংগ্রহকারী, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন অফিস সহকারী কর্মরত ছিলেন।

২.৩.২ মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার প্রশিক্ষণঃ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার নিয়োগের পর তাঁদের ২(দুই) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে। পরামর্শকগণ ও আইআরজি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড এর সমন্বয়ক মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উক্ত কর্মসূচিতে আইএমইডি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

২.৩.৩ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা)

সমীক্ষার উদ্দেশ্য, পরিধি, ToR, অনুযায়ী কর্মপদ্ধতির আলোকে প্রয়োজনীয় ও প্রাথমিক প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্টসমূহ টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণসমূহ নিম্নরূপ।

- বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানার জন্য প্রশ্নমালা
- বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন (কন্ট্রোল গ্রুপ) খানার জন্য প্রশ্নমালা
- বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের জন্য প্রশ্নমালা
- বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকের জন্য প্রশ্নমালা
- বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিকের জন্য প্রশ্নমালা
- FGD সভা পরিচালনার জন্য চেক লিষ্ট
- কী ইনফরমেন্টদের সাক্ষাৎকার
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রধান অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেকলিষ্ট (ডকুমেন্ট রিভিউ)
- পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা
- সাব-স্টেশন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
- প্রকল্পে নিয়োজিত কারিগরী পরামর্শক (টিম লীডার ও রিটেইনার প্রকৌশলী)-দের অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেকলিষ্ট

২.৪ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

তথ্যসংগ্রহ চলাকালীন সময়ে পরামর্শকদল রংপুর পিবিএস-১ এর অধীনে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছেন। আনুমানিক ৫০ জন স্থানীয় বিভিন্ন পেশার বিদ্যুৎ গ্রাহক, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ, আরইবি এবং পিবিএস এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, শিক্ষক, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, গণ্যমাণ্য ব্যক্তির সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে যা প্রতিবেদনে দেয়া হলো।

২.৫ তথ্য উপাত্ত এডিটিং ও কোডিং :

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসে এডিটিং, কোডিং ও ফলস্বপ্নো প্রোগ্রামে ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

২.৫.১ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরী :

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

- (১) সংগৃহীত ডাটার যথার্থতা এবং গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে বিশ্লেষণের জন্য উন্নত ডাটা এন্ট্রির উপযোগী ও কার্যকরী সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে।
- (২) সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত এসপিএসএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ (Mean, Median, Minimum, Maximum etc) করা হয়েছে।

২.৬ প্রতিবেদন উপস্থাপন

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনঃ প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর গত ২২/০২/২০১৭ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সংশোধন করে স্টিয়ারিং কমিটির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ২১/০৩/২০১৭ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন অনুমোদিত হলে মাঠ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১ম খসড়া প্রতিবেদনঃ প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২ সপ্তাহের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে জেলা ভিত্তিক সংগৃহীত সকল তথ্য সম্বলিত ডাটা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ পূর্বক একটি খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মোট ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি হলো : (১) প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ, (২) প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology), (৩) প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন, (৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, (৫) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, (৬) SWOT Analysis, (৭) সুফলভোগীদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ও (৮) সুপারিশ মালা ও উপসংহার। খসড়া প্রতিবেদন

টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়। সকল অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে।

২.৭ কর্ম পরিকল্পনাঃ

০১/০২/২০১৭ খৃষ্টাব্দে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৮/০৬/২০১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হলো-

সারণী-২.৩: সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যাবলী	সময়
ক)	আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটির সাথে আলোচনা, খসড়া ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন ও দাখিল	২২/০২/২০১৭- ২৮/০২/২০১৭
খ)	স্টিয়ারিং কমিটির সাথে আলোচনা, চূড়ান্ত খসড়া ইনসেপশন রিপোর্ট দাখিল	১৫/০৩/২০১৭- ২০/০৩/২০১৭
গ)	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ/তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন	২১/০৩/২০১৭- ১৫/০৪/২০১৭
ঘ)	ডাটা এন্ট্রি, ডেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস	১৬/০৪/২০১৭- ৩০/০৪/২০১৭
ঙ)	টেকনিক্যাল /স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ১ম ও ২য় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	০৭/০৫/২০১৭- ২৫/০৫/২০১৭
চ)	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন	২৬/০৫/২০১৭- ০৮/০৬/২০১৭
ছ)	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ	৩১/০৫/২০১৭- ১৮/০৬/২০১৭

তৃতীয় অধ্যায়
প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ৪১১৫.৩৩ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করেছে। পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড মানব সম্পদ, সরবরাহ, যানবাহন ও সেবা খাতে সৃষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্বখাতে প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৯৭৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করেছে। ফলে রাজস্ব খাতে ৫২% ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

মূলধন খাতে যেমন যানবাহন ক্রয়, মালামাল ও যন্ত্রাদি ক্রয়, ভূমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ কাজে পবিবো প্রায় ২৬৯০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করেছে। অতএব, মূলধন খাতে ৫.৮২ % ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

প্রাইস কন্টিনজেন্সি বাবদ বরাদ্দকৃত ৪৫০ লক্ষ টাকা ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি। অতএব, রাজস্ব, মূলধন ও প্রাইস কন্টিনজেন্সি বাবদ মোট ৪১১৫.৩৩ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিম্নে প্রদান করা হলো:-

সারণি-৩.১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	কাজের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ (ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত পরিমাণ/একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা			প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন-২০১০-জুন-২০১৪)			
			ব্যয়			ব্যয়			
			জিওবি	আরইবি	মোট	ভৌত পরিমাণ/একক	জিওবি	আরইবি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) রাজস্ব									
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৩৭ জন	-	২৬.৮৮	২৬.৮৮	৩৭ জন	-	৭.২২	৭.২২
৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	৫৩ জন	-	১১৭.২৬	১১৭.২৬	৫৩ জন	-	৪৮.১৯	৪৮.১৯
৪৭০০ ভাতাদি									
৪৭০৫	বাড়ি ভাড়া	৯০ জন	-	৯০.৮৯	৯০.৮৯	৯০ জন	-	২৯.৭৭	২৯.৭৭
৪৭১৩	উৎসব ভাতা		-	২৪.০২	২৪.০২		-	৭.৬৪	৭.৬৪
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা		-	১৯.৯৯	১৯.৯৯		-	৮.০০	৮.০০
৪৭৫৫	নাস্তা ভাতা		-	৩.৭৪	৩.৭৪		-	১.৫৫	১.৫৫
৪৭৬৫	গাড়ি ভাড়া		-	৩.৭৪	৩.৭৪		-	০	০
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতাদি (গ্রাচুয়েন্টি, ডিপুটেশন এবং অন্যান্য ভাতাদি)	-	১১১.৪২	১১১.৪২	-	৪৩.৯৩	৪৩.৯৩		
৪৮০০ সরবরাহ ও সেবা									
৪৮০১	যাতায়াত ভাতা	থোক		৬০.০০	৬০.০০	থোক		৫৭.২৫	৫৭.২৫
৪৮০৬	অফিস ভাড়া	থোক		৩.০০	৩.০০	থোক		১.১৮	১.১৮
৪৮১৬	টেলিফোন	থোক		১১.৫২	১১.৫২	থোক		৭.২৪	৭.২৪
৪৮১৯	পানি এবং সুয়ারেজ	থোক		১.০০	১.০০	থোক		০.১১	০.১১
৪৮২১	বৈদ্যুতিক	থোক		৪.০০	৪.০০	থোক		৪.০০	৪.০০
৪৮২২	গ্যাস এবং লুব্রিকেন্ট	থোক		১.৭৩	১.৭৩	থোক		০.৩৯	০.৩৯
৪৮২৩	গাড়ির জন্য পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	জীপ-৩ পিকআপ-২ মোটরসাইকেল-২০		৭৫.০০	৭৫.০০	জীপ-৩ পিকআপ-২ মোটরসাইকেল-২০		৩২.৫৯	৩২.৫৯
৪৮২৭	প্রিন্টিং এবং পাবলিকেশন	থোক		২৫.০০	২৫.০০	থোক		১২.৬৯	১২.৬৯
৪৮২৮	স্টেশনারী সিল এবং স্ট্যাম্প	থোক		২৫.০০	২৫.০০	থোক		১৮.০০	১৮.০০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	থোক		১২.০০	১২.০০	থোক		০.৫৪	০.৫৪
৪৮৪৫	আপ্যায়ন	থোক		৮.০০	৮.০০	থোক		৫.৬১	৫.৬১
৪৮৪৬	যানবাহন ভাড়া চার্জ	২১৭ যন্ত্রপাতি খরচ		৯১৬.০০	৯১৬.০০			৩৪৯.৪৯	৩৪৯.৪৯
৪৮৭৪	সুপারভিশন এবং ডিজাইন	৩৪০০ কিগ্রমিঃ		৪৬০.০০	৪৬০.০০	৩৩৭৮		৪১৬.৫৮	৪১৬.৫৮

ক্রমিক	কাজের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ (ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত পরিমাণ/একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা			প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন-২০১০-জুন-২০১৪)				
			ব্যয়			ব্যয়				
			জিওবি	আরইবি	মোট	ভৌত পরিমাণ/একক	জিওবি	আরইবি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
	বাবদ পরামর্শক ইঞ্জিনিয়ার	লাইন বিতরণ এবং নতুন ১৮ সাব-স্টেশন				কিগ্রিমঃ লাইন বিতরণ এবং নতুন ১৮ সাব-স্টেশন				
৪৮৮৫	ইনসপেকশন এবং টেস্টিং ফি			১০.০০	১০.০০					
৪৯০০	রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসন									
৪৯০১	যানবাহন	জীপ-৩ পিকআপ-২ মোটরসাইকেল- ২০		২৮.০	২৮.০	জীপ-৩ পিকআপ-২ মোটরসাইকে ল-২০		১৫.৪৫	১৫.৪৫	
৪৯০৬	আসবাবপত্র			০.৫০	০.৫০			০.০৯	০.০৯	
৪৯১৬	কম্পিউটার এবং অফিসিয়াল যন্ত্রপাতি			১.৪৪	১.৪৪			১.০০	১.০০	
৪৯৯১	অন্যান্য			৪.০০	৪.০০			০.৫৯	০.৫৯	
উপ-মোট (রাজস্ব) :				২০৪৪.১৩	২০৪৪.১৩			১০৬৯.১০	১০৬৯.১০	
(খ) মূলধন										
৬৮০০	অফিস ইকুইপমেন্ট									
৬৮০৭	যানবাহন ক্রয়	জীপ-৩ পিকআপ-২ মোটরসাইকেল- ২০		৩১৩.৯৬		জীপ-৩ পিকআপ-২ মোটরসাইকে ল-২০		২৮৪.৯৬	২৮৪.৯৬	
৬৮১৩	সরঞ্জামাদি উপকরণ ক) লাইন নির্মাণ যন্ত্রপাতি খ) সাব-স্টেশন যন্ত্রাদি গ) স্ট্রিট লাইট, লাইন যন্ত্রাদি, টেস্ট যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য	লট	৩৪২০৩.১৩ ৬১৮০.০৩ ১৮৯৮.৭৩			লট	৪০১৬৫.০৯		৪০১৬৫.০৯	
৬৮১৫	অফিস ইকুইপমেন্ট, কম্পিউটার এবং আসবাবপত্র	১৬ সেট		১০.৫৫	১০.৫৫	১৪ সেট		৯.৪৭	৯.৪৭	
৬৮২১	আসবাবপত্র	খোক		২৪.০০	২৪.০০	খোক		১২.০৩	১২.০৩	
৬৮৫১	অন্যান্য (এয়ারকুলার, ফটোকপিয়ার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি)	এয়ারকুলার-১ এবং ফটোকপিয়ার-১		৮.০০	৮.০০	এয়ারকুলার-১ এবং ফটোকপিয়ার-		৩.১০	৩.১০	
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ এবং ক্রয়									
৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৫.৯৪ একর		১৮১.২০	১৮১.২০	৫.৬১ একর		১৪০.৯১	১৪০.৯১	
৭০০০	নির্মাণকাজ									
৭০০১	ভূমির কাজ									
৭০৫৬	ইলেকট্রিক লাইন এবং সাব- স্টেশন									
	ক) ইলেকট্রিক লাইন	৩৪০০ কিগ্রিমঃ		২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	৩৩৭৮ কিগ্রিমঃ লাইন বিতরণ নতুন		২২২৬.৫৪	২২২৬.৫৪	
	খ) সাব-স্টেশন	নতুন -১৮		৭৬০.০০	৭৬০.০০	১৮ সাব- স্টেশন		৬৯৫.২০	৬৯৫.২০	
উপ-মোট (মূলধন) :				৪২২৮১.৮৯	৩৯৪৭.৭১	৪৬২২৯.৬০		৪০১৬৫.০৯	৩৩৭৪.২১	৪৩৫৩৯.৩০
গ্রাইস কন্টিনজেন্সি				২০০.০০	২৫০.০০					
সর্বমোট :				৪২৪৮১.৮৯	৬২৪১.৮৪	৪৮৭২৩.৭৩		৪০১৬৫.০৯	৪৪৪৩.৩১	৪৪৬০৮.৪০

৩.২ বরাদ্দ চাহিদা ও অবমুক্তি

আলোচ্য প্রকল্পে বছর ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী অর্থের অবমুক্তি করা হয়েছে ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়নি এবং অতিরিক্ত ব্যয় ব্যাতিরেকে বর্ধিত ১ বছর সময়সীমার মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সারণি-৩.২: বরাদ্দ চাহিদা ও অর্থের অবমুক্তি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বৎসর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা		সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		চাহিদা অনুযায়ী অবমুক্তি	খরচ ও ভৌত অর্জন	
	টাকা	ভৌত%	টাকা	ভৌত %		বায় (টাকা)	ভৌত%
২০১০-১১	৩১৭৬.৬৮	৬.৫১	৩১৭৬.৬৮	৬.৮৮	৩০৪২.৩৭	৩১৭৬.৬৮	৭.১২
২০১১-১২	১০২৪৫.০২	২১.০২	১০২৪৫.০২	২২.১৯	৯২০০.০০	১০২৪৫.০২	২২.৯৬
২০১২-১৩	১৩৩১০.৪৩	২৭.৩১	১৩৩১০.৪৩	২৮.৮৩	১২০০০.০০	১৩৩১০.০৩	২৯.৮৩
২০১৩-১৪	২১৯৯১.৬২	৪৫.১৬	১৯৪২২.০০	৪২.১০	১৬৬২১.০০	১৭৮৭৬.২৬	৪০.০৭
মোট	৪৮৭২৩.৭৫	১০০	৪৬১৫৪.১৩	১০০	৪০৮৬৩.৩৭	৪৪৬০৮.৩৯	৯৯.৯৮

৩.৩ প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

প্রকল্প ছক অনুসারে ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাহক সংযোগ দেওয়ার সংস্থান থাকলেও বাস্তবে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৯৭ জন গ্রাহককে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সে অনুযায়ী গ্রাহক সংযোগে প্রকল্পটির ১১৮% অর্জন বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে মোট ৩,৩৭৮ কিলোমিটার নতুন লাইন নির্মিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৫। এই প্রকল্পের অধীনে ১৮টি ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নির্মিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০%। প্রকল্পটি সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৪১১৫.৩৩ লক্ষ টাকা কম খরচে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩.৪ প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি

আলোচ্য প্রকল্পে প্রথম প্রকল্প পরিচালক জনাব যতিন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ ২৬/০৯/২০১০ হতে ১২/০২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত একটানা প্রায় তিন বছর আট মাস দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম প্রকল্প পরিচালক পদলোভিত্তি পেয়ে অন্যত্র বদলি হওয়ায় পরবর্তীতে জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ ১২/০২/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত প্রায় শেষ চার মাস প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৪.১ পণ্য, নির্মাণ কাজ ও পরামর্শক সেবা ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদির পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

পণ্য ও যন্ত্রাদি ক্রয় ও সরবরাহঃ

আলোচ্য প্রকল্পে মালামাল ও যন্ত্রাদি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে ও তা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৮ এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিরীক্ষার প্রয়োজনে ৯টি প্যাকেজ বাছাই করা হয়েছে। প্যাকেজগুলি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যয় সংক্রান্ত প্যাকেজ ও বিভিন্ন প্রকার মালামাল সংক্রান্ত প্যাকেজগুলি গুরুত্ব অনুযায়ী নির্বাচন করা হয়েছে। মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্রগুলি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পণ্য ও যন্ত্রাদি ক্রয়ে প্রকল্প ব্যয়ের ৯১% ব্যবহার করা হয়েছে। মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৪.১ (পৃষ্ঠা ১৭) এ দেখানো হয়েছে।

ডিপিপিতে ৪০,০০০ ইলেক্ট্রনিক মিটার ক্রয়ের পরিকল্পনা ছিল। তবে দরপত্রে ভুলক্রমে ৪৮,০০০ সংখ্যা মুদ্রিত হওয়ায় ৪৮,০০০ মিটার ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে মিটারের মূল্য কমে যাওয়ার কারণে অতিরিক্ত ব্যয় হয়নি বিধায় ৪৮,০০০ মিটার ক্রয় করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক লাইন ও সাব-স্টেশন নির্মাণঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আঞ্চলিক দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের লাইন নির্মাণ ও সাব-স্টেশন স্থাপন কাজে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে কেবল সীমিত সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন সম্ভাব্য ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্ত সাধ্য বিধায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক লাইন ও সাব-স্টেশন নির্মাণে ক্রয়ে প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ৬.৫% খরচ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৪.২ (পৃষ্ঠা ১৮) দেখানো হয়েছে।

ডিজাইন ও তদারকীর জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পিবিএস ভিত্তিক স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগঃ

ডিজাইন ও তদারকীর জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পিবিএস ভিত্তিক স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দিয়ে থাকে। পরামর্শক সেবা গ্রহণ খাতে প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ০.৯৩% খরচ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা গ্রহণ করা হয়েছে (সারণি-৪.৩)।

সারণি-৪.৩: পিবিএস ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য

ক্রমিক নং	পবিস এর নাম	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম	পরামর্শকের ফি (টাকা)
১	নীলফামারী পবিস	প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটিং ইঞ্জিয়ার্স লিঃ	১৯,৬১,২৯৩.০০
২	দিনাজপুর পবিস-১	ইঞ্জিনিয়ার এন্ড কনসালটেন্ট বাংলাদেশ লিঃ	২৭,৬৭,২১৩.০০
৩	দিনাজপুর পবিস-২	টেকনোলোজিক্যাল সার্ভিসেস লিঃ	২২,৮৬,৬৪৭.০০
৪	রংপুর পবিস-১	নিয়াজ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ	২৪,৩০,৭৪৯.০০
৫	রংপুর পবিস-২	প্রকৌশলী উপদেষ্টা লিঃ	১৯,৮৯,৫৯৬.০০
৬	ঠাকুরগাঁও পবিস	নিয়াজ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ	২১,৭৫,৮৪২.০০
৭	বুড়ি-লাল পবিস	ইঞ্জিনিয়ার এন্ড কনসালটেন্ট বাংলাদেশ লিঃ	২৭,৫০,০১৬.০০
৮	গাইবান্ধা পবিস	কনসোলটিয়াম অফ এমএইচকে এন্ড আরইএ	১৮,৭৪,৫৬০.০০
৯	বগুড়া পবিস	প্রকৌশলী উপদেষ্টা লিঃ	২৮,৩৫,৮৫০.০০
১০	নওগাঁ পবিস	প্রকৌশলী উপদেষ্টা লিঃ	২১,৩৯,৬৬৪.০০
১১	জয়পুরহাট পবিস	ওয়াল্ড ওয়াইড ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ	১৬,৯৬,০১৪.০০
১২	সিরাজগঞ্জ পবিস	নিয়াজ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ	৩১,১৯,০১৭.০০

১৩	পাবনা পবিস-১	নিয়াজ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ	২৩,৩৪,৫৪৪.০০
১৪	পাবনা পবিস-২	নিয়াজ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ	২১,৬৯,০১৮.০০
১৫	নাটোর পবিস-২	সিইএম ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ	২৪,০০,৭৭৯.০০
১৬	রাজশাহী পবিস	সিইএম ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ	১৯,৮১,৪৬৯.০০
১৭	নাটোর পবিস-১	সিইএম ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ	১৭,৪৪,৫৮৩.০০
১৮	নবাবগঞ্জ পবিস	বিসিএল এসোসিয়েট লিঃ	৩০,৫৫,৯৫৩.০০

৪.২ মালামাল ও যন্ত্রাদি সরবরাহ, পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচনা

আলোচ্য প্রকল্পে ক্রয়কৃত মালামাল যথাযথভাবে প্রি ডেলিভারী ও পোস্ট ল্যান্ডিং পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা হয়েছে। কিছু কিছু যন্ত্রাদি বিদেশ থেকে আমদানী করে সরবরাহ করা হয়েছে। সেগুলির ফ্যাক্টরী টেস্ট সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু যন্ত্রাদির জন্য ওয়ারেন্টি নেওয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণি ৪.৪ এ মালামাল ও যন্ত্রাদি সরবরাহ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সারণি ৪.৪ : মালামাল ও যন্ত্রাদি সরবরাহ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিবরণ

প্যাকেজ নং	আইটেম	প্রি-ডেলিভারী ইন্সপেকশন রিপোর্টের তারিখ	প্রি-ডেলিভারী ইন্সপেকশন রিপোর্ট	পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন রিপোর্ট	পোস্ট ল্যান্ডিং পরিদর্শনের তারিখ	পোস্ট ল্যান্ডিং রিপোর্টের তারিখ	পোস্ট ল্যান্ডিং টেস্টের ফলাফল
REER-09/1-014/1	Barc Conductor	১১-০৩-১৩	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	২৮-০৩-১৩	০১-০৪-১৩	সন্তোষজনক
REER-09/1-015/1	Insulated Conductor	২৩-৫-১৩ ও ১-৬-১৩	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	৮-৬-১৩	৯-৬-১৩	সন্তোষজনক
REER-14-029	SPC Pole	৭-৩-১২	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	৭-৩-১২	৭-৩-১২	সন্তোষজনক
REER-19-040	Power Transformer	১৯-২-১২	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	১৯-২-১২	২০-২-১২	সন্তোষজনক
REER-25-053	Distribution Transformer	১২-৫-১৩ ও ১৩-৫-১৩	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	২৭-৫-১৩	২৭-৫-১৩	সন্তোষজনক
REER-31-070	33KV VCB	২২-৩-১৩	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	২৪-৪-১৩ ও ৬-৫-১৩	১২-৫-১৩	সন্তোষজনক
REER-31-071	AVR	১০-৬-১৩	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	১০-৬-১৩	১০-৬-১৩	সন্তোষজনক
REER-33-074	Single Phase Electric Meter	৩০-৬-১৩	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	৩০-৬-১৩	৩০-৬-১৩	সন্তোষজনক
10-RAJ-	9/6/2012	২৩-১-১৪ ও ২৩-২-১৪	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	৩-২-১৪ ও ১০-৩-১৪	৩-২-১৪ ও ১০-৩-১৪	সন্তোষজনক

পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সরঞ্জামাদি যথাসময়ে অথবা ডেলিভারীর সময়সীমার পূর্বে সরবরাহ করা হয়েছে। কিছু আইটেম যেমন কানেকটর, এসপিসি পোল, সাব-স্টেশন সুইচ, কনডাকটর, ক্রশ আর্ম সরবরাহে কিছুটা (অনধিক চার মাস) বিলম্ব হয়। তবে সিঙ্গেল ফেজ ইলেক্ট্রনিক মিটার সরবরাহে প্রায় সাড়ে সাত মাস বিলম্ব হয়েছে।

সারণি-৪.১ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল ক্রয় ও দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলী

প্যাকেজ নং	আইটেম	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	দরপত্র বিক্রয় শেষ তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	কার্যাবরণী অনুমোদনের তারিখ	Award প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
REER-09/1-014/1	Bare Conductor	১৬৯২.৪৭	The Independent ও দৈনিক যুগান্তর	১৪/৬/১২	১৫/৭/১২	১৬/৭/১২	০৩	৩১/৭/১২	৬/৯/১২	২৬/১১/১২	২৪/১২/১২	২৬/১১/১২	২৪/১২/১২	২৮/৩/১৩
REER-09/1-015/1	Insulated Conductor	৯৭৫.৯৬	The Independent ও দৈনিক যুগান্তর	১৪/৬/১২	১৫/৭/১২	১৬/৭/১২	০৩	৩১/৭/১২	৬/৯/১২	২৬/১১/১২	২৩/১২/১২	২৬/১১/১২	২৩/১২/১২	৮/৬/১৩
REER-14-029	SPC Pole	১৩৫০.২৮	The Independent ও দৈনিক সমকাল	৯/৬/১১	১২/৭/১১	১৪/৭/১১	০৩	১০/৮/১১	২৩/৮/১১	১৩/১২/১১	১৮/১২/১১	১৩/১২/১১	১৮/১২/১১	৭/৩/১২
REER-19-040	Power Transformer	৭০৩.২০	The Independent ও দৈনিক সমকাল	৯/৬/১১	১২/৭/১১	১৪/৭/১১	০২	১০/৮/১১	২৩/৮/১১	৬/৯/১১	২৬/৯/১১	৬/৯/১১	২৬/৯/১১	১৯/২/১২
REER-25-053	Distribution Transformer	১০৯২.৪২	The Independent ও দৈনিক সমকাল	৩/২/১৩	৪/৩/১৩	৫/৩/১৩	০২	২৪/৩/১৩	৩০/৪/১৩	৫/৫/১৩	৯/৫/১৩	৫/৫/১৩	৯/৫/১৩	২৭/৫/১৩
REER-31-070	33KV ACR	৩০৫.৯৭	The Financial Express ও দৈনিক যুগান্তর	৩/১০/১২	৪/১১/১২	৫/১১/১২	০২	২৬/১১/১২	২৭/১২/১২	৬/১/১৩	৩১/১/১৩	৬/১/১৩	৩১/১/১৩	৬/৫/১৩
REER-31-071	33KV VCB	২১৬.০০	The Financial Express ও দৈনিক যুগান্তর	৩/১০/১২	৪/১১/১২	৫/১১/১২	০২	২৬/১১/১২	২৭/১২/১২	৬/১/১৩	২৮/১/১৩	৬/১/১৩	২৮/১/১৩	১০/৬/১৩
REER-33-074	AVR	৬২৬.৮৪	The Financial Express ও দৈনিক যুগান্তর	৩/১০/১২	৪/১১/১২	৫/১১/১২	০২	২৭/১১/১২	২৭/১২/১২	৬/১/১৩	৩১/১/১৩	৬/১/১৩	৩১/১/১৩	৩০/৬/১৩
REER-41-088	Single Phase Electric Meter	৬৯০.২৪	The Independent ও দৈনিক সমকাল	৩/৬/১৩	৪/৭/১৩	৮/৭/১৩	০৪	১৮/৭/১৩ ও ২৯/৮/১৩	২৪/৯/১৩	৩/১০/১৩	২৯/১০/১৩	৩/১০/১৩	২৯/১০/১৩	২৩/২/১৪

সারণি-৪.২ নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত দরপত্রের তথ্যাবলী

ক্র: নং	কার্যদেশ নং	(Notificatio n of award) প্রদানের তারিখ	মোট চুক্তি মূল্য	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কার্যদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	সময় বৃদ্ধি থকলে কতদিন বৃদ্ধি এবং কারণ	কার্যদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ		চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও বিলের পরিমাণ		দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম
									তারিখ	পরিমাণ	তারিখ	পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	09-RAJ-20110608-001N M/S Bengal Builders	৮/৬/২০১১	৪৩৫৬৬২.৩৯	৮/৬/২০১১	৮/৬/২০১১	১৯/১১/২০১১	হয়নি	১৮/০৮/২০১ ২	৮/৮/২০১২	৪৯০০৯২.০৮	১৮/৮/১২	৪৯০০৯২.০৮	ভোরের কাগজ, The Independent
২	09-RAJ-20110320-002N M/S The Alamin Cons:	২০/০৩/২০১১	৫৪৮০৪৪.৫৮	২০/০৩/২০১ ১	২০/০৩/২০১ ১	২৫/০৪/২০১১	হয়নি	২৪/১০/২০১ ১	১৩/১১/২০১১	৫৩০০৮০.৮৮	৩০/১১/২০১১	৫৩০০৮০.৮৮	ভোরের কাগজ, The Independent
৩	09-RAJ-20110608-003N M/S Padma Jamuna & Cong	৮/৬/২০১১	৫৪৯১৮২.৯৭	৮/৬/২০১১	৮/৬/২০১১	১৭/০৭/২০১১	হয়নি	১৬/০১/২০১ ২	২/২/২০১২	৫২৯১২৩.৩৯	১২/২/২০১২	৫২৯১২৩.৩৯	ভোরের কাগজ, The Independent
৪	09-RAJ-20110608-004N M/S Titas International	৮/৬/২০১১	৮৮৯৬৫৫.২৪	৮/৬/২০১১	৮/৬/২০১১	২৭/৭/২০১১	হয়নি	২৭/০২/২০১ ২	১১/৩/২০১২	৭৭৬৮৯৪.০৬	২২/৩/১২	৭৭৬৮৯৪.০৬	ভোরের কাগজ, The Independent
৫	09-RAJ-20120227-005N M/S Modern Elec: & Eng	৯/২/২০১২	১৩১৪৩১০.৩	২৭/০২/২০১ ২	২৭/০২/২০১ ২	২৫/০৩/২০১২	হয়নি	১৯/১২/২০১২	৭/১/২০১৩	১২৪৫৬৪৯.৬৫	২১/০১/২০১৩	১২৪৫৬৪৯.৬৫	ভোরের কাগজ, The Independent
৬	09-RAJ-20120220-006N M/S Habib Brothers	৯/২/২০১২	১২৮৬২৯০.৫৩	২০/০২/২০১ ২	২০/০২/২০১ ২	১১/৩/২০১২	হয়নি	৫/১২/২০১২	৭/১২/২০১২	১২৪০৪০৬.৯০	২৭/১২/২০১২	১২৪০৪০৬.৯০	ইনকিলাব, The Independent
৭	09-RAJ-20120409-007N M/S Moinul Houq & Broth:	২২/০৩/২০১২	১৪৭০০৯৫.৬৮	৯/৪/২০১২	৯/৫/২০১২	১৬/০৪/২০১২	হয়নি	১০/১/২০১৩	২৪/০১/২০১৩	১৩৩৮০৭৭.৫৬	২০/০২/২০১৩	১৩৩৮০৭৭.৫৬	জনকন্ঠ, The New Age
৮	09-RAJ-20130330-008N M/S the Power	১৯/০৩/২০১৩	১৯২৫২৪৫.৫৩	৩০/০৩/২০১ ৩	৩০/০৩/২০১ ৩	২১/০৪/২০১৩	৫৪ দিন (ঘাটতি মালামাল)	১৫/০১/২০১ ৪	৬/৫/২০১৪	১৮৮২৫০৭.৮৬	১৪/০৫/২০১৪	১৮৮২৫০৭.৮৬	জনকন্ঠ, The News Today
৯	09-RAJ-20130805-009N M/S DeshEngg: & Dev: A.	২২/০৭/২০১৩	১৭০৮৫৯৩.৮	৫/৮/২০১৩	৫/৯/২০১৩	২৯/০৮/২০১৩	৩০ দিন (ঘাটতি মালামাল)	২৫/০৫/২০১ ৪	২৮/০৬/২০১৪	১৫৮৯৬৩৮.১৭	২৯/০৬/২০১৪	১৫৮৯৬৩৮.১৭ ১৭১৬৪ ৯৭৮৩.০১	জনকন্ঠ, The News Today
১০	09-RAJ-20131027-010N M/S Azgor Ali & Cong	১০/১০/২০১৩	১৫৫৪৭৮৭.৬৪	২৭/১০/২০১ ৩	২৭/১০/২০১ ৩	৪/১২/২০১৩	হয়নি	৩০/০৮/২০১ ৩	২৯/০৬/২০১৪	১৬৪৯৭৮৩.০১	২৯/০৬/২০১৪	১৬৪৯৭৮৩.০১	জনকন্ঠ, The News Today
১১	10-RAJ-20120627-040S M/S Moinul Houq & Broth: (Sub- Station)	৯/৬/২০১২	৩৪৯১৫৪৮.৪১	২৭/০৭/২০১ ২	২৭/০৬/২০১ ২	১০/৭/২০১২	৪০৪ দিন জমির মূল্য সঠিক সময়ে না পাওয়ায় কাজে বাধা।	১৬/০১/২০১ ৩ ২৪/০২/২০১ ৪	২৩/০৩/২০১৪	৩১২৭১৪৯.১৮	২৭/০৩/২০১৪	৫৪৬১৪৯.১৮	জনকন্ঠ, The Independen t

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন পর্যালোচনা

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র দুরীকরণ। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৮টি পিবিএস এর আওতায় বিদ্যুৎ সুবিধা বহির্ভূত এলাকায় নতুন বিতরণ লাইন স্থাপন, ৩,৪০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন (৩৩ কেভি ও তার নিম্নে), মোট ১৬৫ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৮টি নতুন সাবস্টেশন নির্মাণ, ও বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

উদ্দেশ্য-১ঃ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র দুরীকরণ

সমীক্ষার উদ্দেশ্য, পরিধি, ToR, অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র দুরীকরণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য চার ধরনের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকদের নিকট থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে যেমন (১) বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানা, (২) বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, (৩) বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও (৪) বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিক তাঁদের তথ্যমতে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র দুরীকরণ হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত সপ্তম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য-২ঃ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা

৫.২ বিদ্যুতের লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের রংপুর ও রাজশাহী জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে রাজশাহী জোনে লক্ষ্যমাত্রা ১৯১৩ কিলোমিটারের বিপরীতে ১৯০৯.৬৮ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে মাত্র ৩.৩২ কিলোমিটার কম। অপরদিকে রংপুর জোনে ১৪৮১ কিলোমিটার এর স্থলে ১৪৬৮ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। লাইন নির্মাণ কাজে অর্জন প্রায় ৯৯.৫% সারণি-৫.১।

সারণি-৫.১: বিদ্যুতের লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক নং	পবিস এর নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
১	দিনাজপুর পবিস-১	২২৯	২২৫	৯৮.৩
২	দিনাজপুর পবিস-২	১৮০	১৮২	১০১.১
৩	গাইবান্ধা পবিস	১৫০	১৫০	১০০.০
৪	জয়পুরহাট পবিস	১৪২	১৩৯.১০	৯৮.০
৫	কুড়িগ্রাম পবিস	২২২	২২১	৯৯.৫
৬	নাটোর পবিস-১	১৪০	১৪০	১০০.০
৭	নাটোর পবিস-২	১৯০	১৯০.৪৭	১০০.২
৮	নওগাঁ পবিস	১৮০	১৮৫.৭১	১০৩.২
৯	নবাবগঞ্জ পবিস	২৫০	২৪৩.৬০	৯৭.৪
১০	নীলফামারী পবিস	১৫৭	১৫১	৯৬.২
১১	পাবনা পবিস-১	১৮০	১৮০.১৯	১০০.১
১২	পাবনা পবিস-২	১৭৫	১৭৭.৩৮	১০১.৪
১৩	রাজশাহী পবিস	১৬০	১৫৯.৬০	৯৯.৮
১৪	রংপুর পবিস-১	১৯৮	১৯৫	৯৮.৫
১৫	রংপুর পবিস-২	১৬৫	১৬৫	১০০.০
১৬	সিরাজগঞ্জ পবিস	২৫৮	২৫৭.৮০	৯৯.৯
১৭	ঠাকুরগাঁও পবিস	১৮০	১৭৯	৯৯.৪
১৮	বগুড়া পবিস	২৩৮	২৩৫.৮৩	৯৯.১
		৩৩৯৪	৩৩৭৭.৬৮	৯৯.৫

উদ্দেশ্য-৩ঃ সাব-স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

৫.৩ সাব-স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

প্রকল্পের অধীনে মোট ১৬৫ এমডিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৮টি নতুন সাবস্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন।

সারণি-৫.২: সাব-স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক নং	পবিস এর নাম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		শতকরা হার
		সংখ্যা	ক্ষমতা (এমডিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমডিএ)	
১	দিনাজপুর পবিস-১	১	১০	১	১০	১০০
২	দিনাজপুর পবিস-২	১	১০	১	১০	১০০
৩	গাইবান্ধা পবিস	১	৫	১	৫	১০০
৪	জয়পুরহাট পবিস	১	১০	১	১০	১০০
৫	কুড়িগ্রাম পবিস	১	৫	১	৫	১০০
৬	নাটোর পবিস-১	১	১০	১	১০	১০০
৭	নাটোর পবিস-২	১	১০	১	১০	১০০
৮	নওগাঁ পবিস	১	১০	১	১০	১০০
৯	নবাবগঞ্জ পবিস	১	১০	১	১০	১০০
১০	নীলফামারী পবিস	১	৫	১	৫	১০০
১১	পাবনা পবিস-১	১	১০	১	১০	১০০
১২	পাবনা পবিস-২	১	১০	১	১০	১০০
১৩	রাজশাহী পবিস	১	১০	১	১০	১০০
১৪	রংপুর পবিস-১	১	১০	১	১০	১০০
১৫	রংপুর পবিস-২	১	১০	১	১০	১০০

১৬	সিরাজগঞ্জ পবিস	১	১০	১	১০	১০০
১৭	ঠাকুরগাঁও পবিস	১	১০	১	১০	১০০
১৮	বগুড়া পবিস	১	১০	১	১০	১০০
		১৮	১৬৫	১৮	১৬৫	১০০

উদ্দেশ্য-৪ঃ বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

৫.৪ বিভিন্ন ক্যাটাগরীর নতুন গ্রাহক সংযোগ সংস্থান সৃষ্টি (Facility created) ও হালনাগাদ গ্রাহক সংযোগ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে মোট ১,৬২,০৫৮ টি নতুন গ্রাহক সংযোগ সংস্থান করা হলেও আলোচ্য প্রকল্পে হালনাগাদ মোট ১,৬৭,২৯৬ জন গ্রাহককে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সে অনুযায়ী ১০৩% অর্জন বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য যে পিসিআর অনুযায়ী গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ১,৩০,০০০ থাকায় সে অনুযায়ী ১২৮% গ্রাহক সংযোগ অর্জিত হয়েছে। শুধুমাত্র নাটোর পবিস-১ ব্যতিত সকল পিবিএস এর গ্রাহক সংযোগ সৃষ্টির বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সন্তোষজনক (সারণি-৫.৩)।

সারণি-৫.৩ পিবিএস ভিত্তিক গ্রাহক সংযোগের সংস্থান এবং প্রকৃত অর্জন:

ক্রমিক নং	পবিস এর নাম	গ্রাহক সংযোগ সংস্থান	সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা	অর্জন (%)
১	দিনাজপুর পবিস-১	৬০২৯	৫৯৮৪	৯৯.৩
২	দিনাজপুর পবিস-২	১১৭৬৯	১১৭৫০	৯৯.৮
৩	গাইবান্ধা পবিস	৯৩৭৩	৯৩৭৩	১০০.০
৪	জয়পুরহাট পবিস	৬০৯৪	৬৮৬৪	১১২.৬
৫	কুড়িগ্রাম পবিস	৯৭৭২	৯১১০	৯৩.২
৬	নাটোর পবিস-১	৮৯১৬	৬৩৭৬	৭১.৫
৭	নাটোর পবিস-২	১০৭৬৫	১০৭৬৫	১০০.০
৮	নওগাঁ পবিস	১০০২৩	১০০২৩	১০০.০
৯	নবাবগঞ্জ পবিস	১০৫৭৬	১০৫৭৬	১০০.০
১০	নীলফামারী পবিস	৫০০৩	৪৮৫৩	৯৭.০
১১	পাবনা পবিস-১	৯৩৩৩	৯৩৩৩	১০০.০
১২	পাবনা পবিস-২	৮৭৩২	৯২৭৫	১০৬.২
১৩	রাজশাহী পবিস	৯৩৭৭	৯৩৪৫	৯৯.৭
১৪	রংপুর পবিস-১	১২৩৯২	১২৬৬৮	১০২.২
১৫	রংপুর পবিস-২	৭৭৬২	৭৭৬২	১০০.০
১৬	সিরাজগঞ্জ পবিস	১১৪৩৭	১৮৫৫১	১৬২.২
১৭	ঠাকুরগাঁও পবিস	৩৮১৬	৩৭৯৯	৯৯.৬
১৮	বগুড়া পবিস	১০৮৮৯	১০৮৮৯	১০০.০
	মোট	১,৬২,০৫৮	১,৬৭,২৯৬	১০৩.২

উৎস: পবিবো জানাল অফিস ও পল্লীবিদ্যুৎ সমিতিগুলি হতে প্রাপ্ত তথ্য

শুধুমাত্র নাটোর পবিস-১, কম সংযোগ দিয়েছে যা ৭১%। এ প্রসঙ্গে নাটোর পবিস-১ এর জেনারেল ম্যানেজার এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ: ১. স্টেক ভুক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন স্টেকিং শীট প্রস্তুত করা হয় তখন একই পরিবারের অনেকের নামই অন্তর্ভুক্ত করে সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সংযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবে একজন মাত্র সংযোগ নেন। ২. স্টেক ভুক্ত গ্রাহক অনেক সময়ই নিয়মানুযায়ী হাউজ ওয়্যারিং করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করেন। সে ক্ষেত্রে

শতভাগ স্টেক ভুক্ত গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না। ৩. প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের লোকজনের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় সংযোগ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে বিধায় সে ক্ষেত্রে শতভাগ স্টেক ভুক্ত গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না, ৪. সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি গ্রাহকের সংখ্যা এবং সংযোগ প্রদানকারী গ্রাহকের সংখ্যা উক্ত প্রকল্প শেষে যা প্রদান করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট কোন পরিবর্তন করা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে ঐ সব সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা থাকায় গ্রাহক সংযোগ প্রদান চলমান রয়েছে।

৫.৫ নমুনা পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ এর প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য ১৮টি পিবিএস থেকে ৯টি নমুনা পিবিএস বাছাই করা হয়েছে ও জেনারেল ম্যানেজারদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি নমুনা পিবিএস থেকে গড়ে ৮,৯০২টি সংযোগ স্থাপন করা হয়। (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.৩)।

জরিপ পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিরূপন করা। উত্তরদাতাদের জবাবে জানা যায় যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা (১০০%) অর্জিত হয়েছে (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.৪) গ্রাহক সংযোগ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়েছে সুতরাং বলা যায় যে লক্ষ্যমাত্রা ১০০% এর বেশি অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতিটি জরিপকৃত পি.বি.এস কার্যালয়ে সিটিজেন চার্টার বুলানো ছিল যাতে জনসাধারণ সহজে দেখতে পারে।

বিদ্যুতের সেবা জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ৬ টি নমুনা পিবিএস এ। এমনকি দুটিতে শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে এবং বাকী ১টিতে ২০১২ সালে। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সব পিবিএস এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছিল ২০১৪ সালে (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.৫ ও ৫.৬)।

সিস্টেম লস ১০% এর বেশী সম্পর্কে ৪০% জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেছেন যে, গ্রীড অনেক দূরে হওয়ায় এবং নিকটবর্তী ৩৩ কেভি সোর্স গ্রীড লোড সেন্টারে না থাকায় লাইন লস বেশী হওয়ার কারণে সিস্টেম লস বেশী হয়েছে (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.৭)। পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারদের মতে অধিকাংশ পিবিএস এ সিস্টেম লস ক্রমাগতভাবে কমে আসছে।

সিস্টেম লস কমানোর জন্য পরামর্শ চাওয়া হলে উত্তর দাতারা বলেন যে, ফিডারগুলো স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করা, বিদ্যমান লাইনসমূহ আপগ্রেড করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ করতে পারলে সিস্টেম লস কমেতে পারে (সারণি-৫.৮)। জরিপে জানা যায় যে, পূর্বের চেয়ে বর্তমানে সিস্টেম লস কমেছে (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.৯) এবং ব্যবহারকারীগণ বর্তমানে সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করছেন (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১০)। অধিকন্তু বিল আদায়ের অবস্থাও পূর্বের চেয়ে ভাল (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১১)। বিল পরিশোধের জন্য গড়ে ২১ দিন সময় দেওয়া হয় (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১২)।

সারণি-৫.৮ সিস্টেম লস কমানোর উপায়

কিভাবে	সংখ্যা	%
বিদ্যমান লাইনসমূহ আপগ্রেড করা	৩	৬০.০
ফিডারগুলি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরী করা	৪	৮০.০
গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ এবং ডিজিটাল মিটার স্থাপন করা	৩	৬০.০
অবৈধ ব্যবহার রোধ, রাইট অব ওয়ে ক্রিয়ার এর মাধ্যমে	১	২০.০
একাধিক উত্তর		৫

সংযোগ স্থাপনে কোন সমস্যা ছিল কিনা তা জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাগণ (৬৭%) বলেন যে কোন সমস্যা ছিল না। তবে কিছু উত্তরদাতা (৩৩%) বলেন যে কিছু স্থানীয় বাঁধা বা পরস্পর বিরোধের কারণে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যা সময়মত নিষ্পত্তি হয়ে যায় (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১৩)।

সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১৪)। প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষা কার্য পরিচালনায় জানা যায় যে বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাপ কমাতে হলে পিক আওয়ারে সেচ পাম্প চালনা বন্ধ করতে হবে। জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ট্রান্সফরমার গুলোর আপগ্রেডিং করতে হবে (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১৫)।

সমীক্ষায় আরও জানা যায় যে প্রায় সব সমিতির অফিসেই অভিযোগ বক্স আছে, যেখানে গড়ে প্রতিমাসে ৩৫টির মত অভিযোগ জমা হয়। জেনারেল ম্যানেজারদের মতে অভিযোগ প্রাপ্তির সাথে সাথে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত লাইনম্যানদের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিরসন করা হয় (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১৬)

সারণি-৫.১৬: অভিযোগ ও তার নিরসনের উপায়

	সংখ্যা	%	n
অভিযোগ বক্স আছে এমন সমিতির সংখ্যা	৯	১০০.০	৯
মাসিক গড় অভিযোগের সংখ্যা	২৫		৭
অভিযোগ নিরসনের উপায়:			
লাইনম্যানদের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ মিটানো	৭	১০০.০	৭

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা টেকসই করার জন্য প্রায় ৫৬% জেনারেল ম্যানেজারগণ জানান যে বৈদ্যুতিক লাইন নিরবিচ্ছিন্ন ও ঝুঁকিমুক্ত এবং মালামালের গুণগত মান উন্নয়ন ঠিক রাখতে হবে; আরও ৪৪% বলেন যে ডিজিটাল গ্রীড ও রিং সার্কিটের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এছাড়াও অনেকের মতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সহ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালা কর্তনের মাধ্যমে পথস্বত্ব ঠিক রাখা ও আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করা যেতে পারে (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১৭)।

সারণি-৫.১৭: বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার ব্যবস্থাসমূহ

ব্যবস্থা	সংখ্যা	%
বৈদ্যুতিক লাইন নিরবিচ্ছিন্ন ও ঝুঁকিমুক্ত রাখা এবং মালামালের গুণগত মান উন্নয়ন করা	৫	৫৫.৬
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সহ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	৩	৩৩.৩
ডিজিটাল গ্রীড ও রিং সার্কিটের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা	৪	৪৪.৪
বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালা কর্তনের মাধ্যমে পথস্বত্ব ঠিক রাখা	২	২২.২
আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করা	১	১১.১
একাধিক উত্তর		৯

বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ করার উপায় সম্পর্কে ৭৮% জেনারেল ম্যানেজারগণ জানান যে গ্রাহক মোটিভেশন মিটিং এর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে; আরও ৪৪% বলেন যে নৈশ অভিযান, দিবা অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা। এছাড়াও অনেকের মতে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে এবং অবৈধ সংযোগ বন্ধ করা (সংযুক্তি-১, সারণি-৫.১৮)। ব্যাটরীচালিত ইজিবাইক চার্জ দেওয়া সম্পর্কে প্রায় ৯০% জেনারেল ম্যানেজারগণ জানান যে গড়ে প্রায় ৩৬৭টি ইজিবাইক চার্জ দেওয়া হয়।

সারণি-৫.১৮ বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ করার উপায়সমূহ

রোধ করার উপায়	সংখ্যা	%
গ্রাহক মোটিভেশন মিটিং এর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	৭	৭৭.৮
প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে	৩	৩৩.৩
নৈশ অভিযান, দিবা অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা	৪	৪৪.৪
অবৈধ সংযোগ বন্ধ করা	২	২২.২
<i>n</i>		৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

SWOT Analysis

৬.১ SWOT এনালাইসিস

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ সংযোগ শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নমুনা পিবিএস এর আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও সেচ পাম্প মালিকদের জরিপ করা হয়েছে। গ্রাহকদের সাথে দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সমীক্ষার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬.২ সবল দিক গুলো (Strength)

সবলদিকসমূহ

- আলোচ্য প্রকল্পে ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি হয়নি। একই প্রকল্প পরিচালক দীর্ঘ দিন কাজ চালানোর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুবিধা হয়েছে। প্রথম প্রকল্প পরিচালক পদমোতি পেয়ে অন্যত্র বদলি হওয়ায় পরবর্তীতে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রাপ্ত হন।
- আলোচ্য প্রকল্পে ডিজাইন ও তদারকী কাজে নিয়োজিত পরামর্শক ফার্মের টিম লিডার ও রিটেইনার প্রকৌশলী পরিবর্তন হয় নাই। প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত হয়েছে
- আরইবি কর্তৃক নিয়োজিত প্রকল্পের পরামর্শক ফার্মের লোকবল প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নিয়োজিত ছিল।
- প্রকল্পে ডিটেইল স্টেকিংয়ের মাধ্যমে লাইন রুট নির্ধারণ করা হয়েছে ও সম্ভাব্য গ্রাহক চিহ্নিত করা হয়েছিল।
- প্রকল্পের মালামাল ক্রয় ও সরবরাহ পরিকল্পনা মাফিক যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্ত হয়েছে।
- প্রকল্পে স্থাপিত মালামাল ও যন্ত্রাদি যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।
- প্রকল্পের চাহিদা মাফিক বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ যথাসময়ে অবমুক্ত হয়েছে।

৬.৩ দুর্বলদিকসমূহ (Weakness)

- প্রকল্প বাস্তবায়নকাল দীর্ঘ চার বৎসর (জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত) হওয়ায় যে সকল গ্রাহক প্রকল্পের শুরুতে সংযোগ পান নাই, তাহারা অনিশ্চয়তায় ভোগেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় অসাধু চক্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আর্থিক হয়রানির শিকার হন। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে গ্রাহকের দোরগোড়ায় প্রকল্পের আওতা ও পরিধি সম্পর্কে প্রচারনা চালালে অধিকাংশ গ্রাহক প্রতারণার শিকার হতেন না।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ঠিকাদার কিছু কিছু স্থানে স্থানীয় অধিবাসি কর্তৃক বাঁধার সম্মুখীন হন। ফলে লাইন ও খুটির অ্যালাইমেন্ট সরাতে হয়। এতে প্রকল্পের গতি ব্যাহত হয়। স্টেকিং করার সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করে খুটির স্থান নির্ধারণ করলে এ রকম বাধার সংখ্যা কমানো যেত।
- প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ সমাপ্ত হবার পরেও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপে লাইন চালু করতে অযথা বিলম্ব হয়।
- প্রকল্পের সময়কাল পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির অতিরিক্ত ১(এক) বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কনসালটেন্সি চুক্তিতে কোন নির্দিষ্ট প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রম-মাস ভিত্তিতে নিয়োগের সুযোগ ছিল না। প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির কারণে বর্ধিত সময়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে লোকবল নিয়োজিত রাখতে হয়েছে ও বেতন ভাতাও দিতে হয়েছে। এর ফলে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

৬.৪ সুযোগ সুবিধা (Opportunity)

- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ব্যাপক উন্নতির পথ সুগম হয়েছে
- বিপুল সংখ্যক সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে কৃষিতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। ফসল উৎপাদন বেড়েছে।
- কৃষিতে সেচ যন্ত্রের মালিকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে।
- শিল্প স্থাপনের ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে।
- ১৮টি সাবস্টেশন নির্মাণ করায় ভবিষ্যতে আরও এলাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা সম্ভব হবে।
- নতুন ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ ও কিছু কিছু ১১ কেভি লাইনকে আপগ্রেড করে লাইনে অধিক বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে সিস্টেম লস কমে যাবে

৬.৫ ঝুঁকি (Threat/Challenge)

- আলোচ্য প্রকল্পের গ্রাহক প্রতি সাধারণত গড় ৫০০ওয়াট চাহিদা ধরা হয়েছে। বর্তমান জীবনযাত্রায় এই চাহিদা যথেষ্ট হলেও তা নিকট ভবিষ্যতে অপ্রতুল বলে গণ্য হতে পারে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমান হারে বর্ধিত হতে থাকলে গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা ও শিল্প সম্প্রসারণ হলে বর্তমান অবকাঠামো বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় আরো সাব-স্টেশনের প্রয়োজন পড়বে। বিদ্যুতায়ন ১১ কেভি লাইন গুলিকে আপগ্রেড করতে হবে এ জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন পড়বে।
- ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে জ্বালানী তেল অথবা গ্যাসের প্রাপ্তি সংকটাপন্ন হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হবে এবং তখন পিবিএস গুলোতে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

সপ্তম অধ্যায়

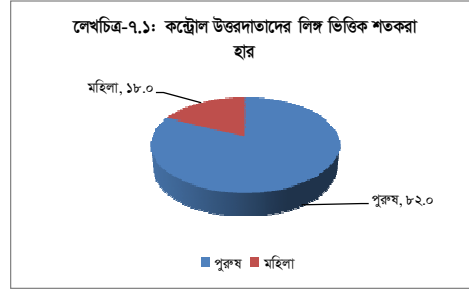
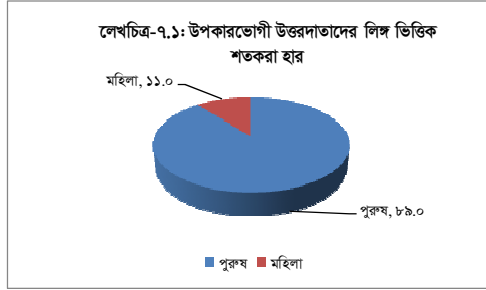
সুফলভোগীদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৯টি পিবিএস থেকে বহুধাপ বিশিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১১৯৭ বিদ্যুৎ গ্রাহক বাছাই করা হয়। এদের মধ্যে ১০৪৬ জন আবাসিক গ্রাহক, ১০৫ জন বাণিজ্যিক গ্রাহক, ২৩ জন শিল্প গ্রাহক ও বাকী ২৩ জন সেচ পাম্প গ্রাহক (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.১)। সমীক্ষা পদ্ধতি ছাড়াও দলীয় আলোচনা (এফ.জি.ডি) ও কে.আই.আই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কন্ট্রোল হিসাবে নমুনা পি.বি.এস এর এলাকা থেকে যেখানে বিদ্যুৎ নেই, এমন এলাকা থেকে ৫২৩টি খানা একই পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়েছে। নিম্নে মূল্যায়নের ফলাফল (Findings) ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল।

৭.১ আবাসিক গ্রাহকদের উপর প্রভাব

৭.১.১ খানার বৈশিষ্ট্য

প্রকল্প এলাকায়, বেশীরভাগ খানা প্রধানই সাধারণত পুরুষ। মোট উত্তরদাতাদের ৮৯% পুরুষ ও ১১% মহিলা। কন্ট্রোল এলাকায় পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা ৮২% এবং মহিলা ১৮%। অন্যান্য জেলার তুলনায় পাবনা জেলায় মহিলা উত্তরদাতার সংখ্যা কম (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.২)।



প্রকল্প এলাকায় উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৪৫.৪ বছর। কন্ট্রোল এলাকায় গড় বয়সও প্রায় একই রকম (৩৮.৪ বছর)। উত্তরদাতাদের বয়সের বন্টন থেকে দেখা যায় যে ৫৪% এর বয়স ৩০-৪৯ বছর। প্রায় ৩৮% উত্তরদাতাদের বয়স ৫০ বছর বা তার বেশী এবং বাকী ৮% এর বয়স ৩০ বছরের কম। কন্ট্রোল এলাকার উত্তরদাতাদের বয়সের বন্টনেও দেখা যায় যে ৫৯% এর বয়স ৩০-৪৯ বছর। প্রায় ২৭% উত্তরদাতাদের বয়স ৫০ বছর বা তার বেশী এবং বাকী ১৬% এর বয়স ৩০ বছরের কম (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৩)।

প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলক ভাবে কিছুটা ভাল (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৪)। প্রকল্প এলাকায় উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি বা তার বেশী (১০%)। কন্ট্রোল এলাকায় মাত্র ৭%। অন্যদিকে প্রকল্প এলাকায় স্কুলে যায়নি এমন উত্তরদাতাদের সংখ্যা ২%, যা কন্ট্রোল এলাকায় কিছুটা বেশী (৬%)। প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার জেলা ওয়ারী বন্টনে দেখা যায় যে রংপুর ও কুড়িগ্রামে সবচেয়ে বেশী।

খানা প্রধানগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কৃষি কাজ হল প্রধান পেশা, যেখানে প্রায় ৪৯% খানা প্রধান নিয়োজিত। কন্ট্রোল এলাকায় কৃষিকাজে আরও বেশী খানা প্রধান নিয়োজিত (৫৩%)। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পেশা হল ব্যবসা (৯%), চাকুরী সরকারি ও বেসরকারি (৭%), দিনমজুর (১০%)। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খানা প্রধান বিশেষ করে, পাবনা, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রবাসী আছে (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৫)।

প্রকল্প ও কন্ট্রোল উভয় এলাকায় প্রতি খানায় গড়ে ৫ জন লোক বাস করে। প্রকল্প এলাকায় প্রতি খানায় গড়ে ২.৫ জন পুরুষ ও ২.৪ জন মহিলা, অন্য দিকে কন্ট্রোল এলাকায় গড়ে ২.৬ জন পুরুষ ও ২.৪ জন মহিলা বাস করে। পাবনা জেলার পরিবারের আকার সবচেয়ে বড়, অন্যদিকে রংপুর ও রাজশাহী জেলায় পরিবারের আকার সবচেয়ে ছোট। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তুলনায় পরিবারের আকার আলোচ্য গবেষণায় একটু বেশী পাওয়া গিয়েছে। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় খানার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিলে তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না (সারণি-৭.৬)।

সারণি -৭.৬: উত্তরদাতাদের খানার আকারের জেলাওয়ারি তথ্য (শতকরা হার)

খানার আকার	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক (%)										কন্ট্রোল (%)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
১-২	৮.৪	৩.৭		৩.৯	৪.৩	৩.৭	.৮	১২.৭	১.৮	৪.৩	৩.৭
৩-৪	৪২.২	৩২.৭	৬৪.২	৩৯.৯	৫০.৪	৪২.১	৪৩.২	৫৩.৪	২৩.৬	৪৩.৪	৪২.২
৫-৬	২৭.৭	৩৭.৪	৩১.৬	৪১.২	৩৬.৯	৩৯.৩	৩৬.৪	২৭.১	৪৬.৪	৩৬.৪	৩৭.৭
৭ বা তার বেশী	২১.৭	২৬.২	৪.২	১৫.০	৮.৫	১৫.০	১৯.৭	৬.৮	২৮.২	১৫.৯	১৬.৪
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৫২৩
মোট গড়	৫.০	৫.৪	৪.৩	৫.০	৪.৫	৫.১	৫.৩	৪.২	৫.৬	৪.৯	৫.২
গড় সংখ্যা: পুরুষ	২.৬	২.৮	২.১	২.৫	২.৪	২.৭	২.৬	২.২	২.৮	২.৫	২.৬২
গড় সংখ্যা: মহিলা	২.৪	২.৬	২.২	২.৫	২.২	২.৪	২.৭	২.১	২.৭	২.৪	২.৩৯

ছয় থেকে ১১ বৎসর বয়সের ছেলে মেয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত ৮৪১টি খানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে আছে। আলোচিত খানা থেকে গড়ে ১.৮ জন ছেলে মেয়ে বিদ্যালয়ে যায় কন্ট্রোল এলাকায় গড়ে ১.৬ জন ছেলে মেয়ে বিদ্যালয়ে যায়। জেলা ওয়ারী বন্টন থেকে দেখা যায় যে, পাবনা ও ঠাকুরগাঁও জেলায় গড়ে স্কুলে যাওয়া ছেলে মেয়ের সংখ্যা বেশী (সংযুক্তি ১, সারণি ৭.৭)।

৭.১.২ খানার আয় ও ব্যয়

প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৬৪% খানার আয় প্রধানত: কৃষি থেকে আসে অন্যদিকে কন্ট্রোল খানার ৬০% খানার আয় আসে কৃষি থেকে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হলো ব্যবসা, যেখান থেকে ২০% খানা তাদের আয় পেয়ে থাকে। চাকুরী থেকে আয় পেয়ে থাকে প্রায় ১২.৮% খানা। অন্যান্য উৎসের মধ্যে প্রবাসী, মাছের ব্যবসা, দিন মজুর, রাজ মিস্ত্রি, মাঝি, জেলে, বাইক চালক ইত্যাদি কাজ রয়েছে যেখান থেকে ২৮% খানা তাদের আয় পেয়ে থাকে। জেলা ওয়ারী আয়ের উৎসের তথ্য থেকে বলা যায় যে সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার যথাক্রমে ৪১% ও ৩৫% খানায় তাদের আয় ব্যবসা থেকে পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে দিনাজপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার প্রায় ২০% এর বেশী খানা তাদের আয় সরকারি ও বেসরকারি চাকুরী থেকে পেয়ে থাকেন (সংযুক্তি ১, সারণি-৭.৮) তবে কন্ট্রোল এলাকায় চাকুরী থেকে আয় তুলনামূলকভাবে কম।

খানা সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে প্রকল্প এলাকায় খানার গড় বাৎসরিক আয় প্রায় ১,৩৫,১৮১ টাকা। প্রকল্প এলাকার তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় খানার গড় বাৎসরিক আয় প্রায় ১৩% কম, যা প্রায় ১,১৭,২৯৪ টাকা। জেলা ওয়ারী পারিবারিক আয়ের বন্টন থেকে দেখা যায় যে, সিরাজগঞ্জ জেলার খানার গড় বাৎসরিক আয় সবচেয়ে বেশী যা, ১,৮৩,৪৫৬ টাকা। পাবনা ও বগুড়া জেলা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। এখানকার খানার বাৎসরিক আয় যথাক্রমে ১,৬৮,৫৭০ টাকা ও ১,৩৪,৮৯৪ টাকা। অন্যদিকে নাটোর, কুড়িগ্রাম ও রংপুর জেলার গড় বাৎসরিক আয় সবচেয়ে কম:

৯৯,৯৮৮ টাকা, ১,১৯,০১৫ ও ১,০৯৪৫৫ টাকা (সারণি ৭.৯)। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুতায়িত খানার গড় মাসিক আয় ১১,২৬৫ টাকা।

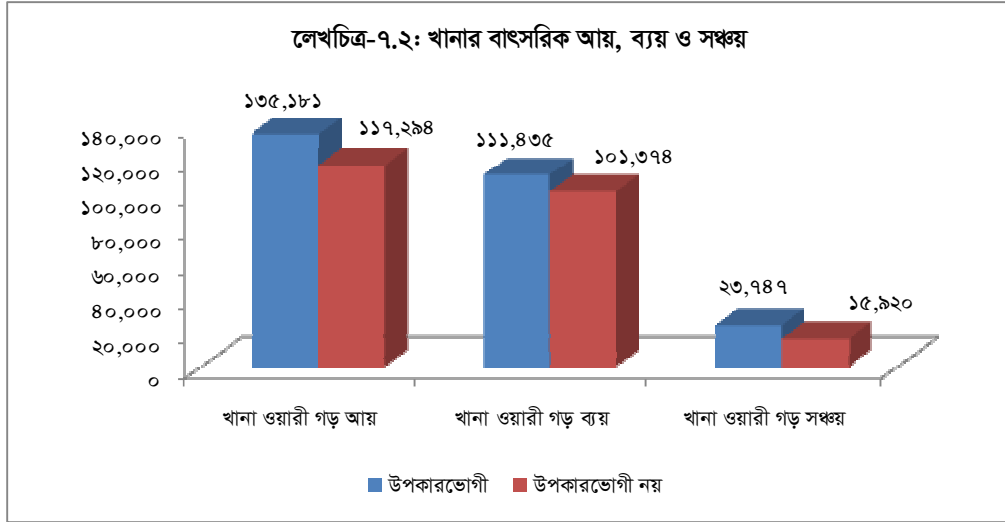
সারণি -৭.৯: খানার বাৎসরিক মোট আয়ের জেলা ওয়ারি শতকরা বন্টন

বাৎসরিক আয় (টাকা)	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কন্ট্রোল
	নাদৌর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
৩৬০০০ টাকা পর্যন্ত	০	০	০	০	০	০.৯	০	১.৩	০	০.৭	০.৭
৩৬০০১-৬০০০০	৩.৬	২.৮	১৭.৯	৩.৯	০.৭	৫.৬	৭.৬	৭.১	১৪.৫	৬.৩	৮.৫
৬০০০১-৯০০০০	৪৯.৪	১৮.৭	২৬.৩	১৫.৭	১৪.৯	৩৩.৬	৩৫.৬	৩৫.৬	২৯.১	২৭.৫	২৫.৪
৯০০০১-১২০০০০	৩১.৩	২৬.২	২০.০	২৬.৮	৪৪.০	২৯.৯	২৫.৮	৩২.২	৩৩.৬	৩০.৩	৩৩.৭
১২০০০০ এর উপরে	১৫.৭	৫২.৩	৩৫.৮	৫৩.৬	৪০.৪	২৯.৯	৩১.১	২৩.৭	২২.৭	৩৫.২	৩১.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৬২৩
গড় আয়	৯৯৯৮৮	১৬৮৫৭০	১২৬০২১	১৮৩৪৫৬	১৩৪৮৯৪	১৩১৮৬০	১১৯০১৫	১১৯৮৬৪	১০৯৪৫৫	১৩৫১৮১	১১৭২৯৪

সারণি -৭.১০: খানার বাৎসরিক মোট ব্যয়ের জেলা ওয়ারি শতকরা বন্টন

বাৎসরিক আয় (টাকা)	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কন্ট্রোল
	নাদৌর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
৩৬০০০ টাকা পর্যন্ত	০	০	০	০	.৭	.৯	০	১.৬	.৯	.৫	১.৩
৩৬০০১-৬০০০০	৭.২	৬.৫	২৫.৩	৫.৯	৩.৫	১২.১	২২.৭	৯.৩	১৫.৫	১১.৭	১৩.৬
৬০০০১-৯০০০০	৪৮.২	২৩.৪	৪৮.৪	২৭.৫	৩৩.৩	৩২.৭	৩৬.৪	৫০.০	২৯.১	৩৫.৮	৪১.৫
৯০০০১-১২০০০০	৪১.০	৩২.৭	১১.৬	২৭.৫	৩৮.৩	৩৫.৫	৩০.৩	২১.২	৩৫.৫	৩০.৪	২৬.২
১২০০০০ এর উপরে	৩.৬	৩৭.৪	১৪.৭	৩৯.২	২৪.১	১৮.৭	১০.৬	১৭.৮	১৯.১	২১.৭	১৭.৪
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৬২৩
গড় খরচ	৯২৬৭৫	১৪২১১২	৯০৬৮৪	১৩৭৫২৮	১১৫৯২৯	১১৪৬৭৩	৮৯১৩৬	১০৪৯০৭	১০২২২৭	১,১১,৪৩৫	১,০১,৩৭৪

অন্যদিকে প্রকল্প এলাকায় ও কন্ট্রোল এলাকায় খানার গড় বাৎসরিক ব্যয় যথাক্রমে ১,১১,৪৩৫ টাকা ও ১,০১,৩৭৪ টাকা। এর অর্থ হলো প্রকল্প এলাকায় মানুষের আয় যেমন বেশী, ব্যয়ও তেমনি বেশী। ব্যয়ের জেলাওয়ারী বন্টনও অনেকটা আয়ের বন্টনের মত। পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ও বগুড়া জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় খানার গড় ব্যয় বেশী (সংযুক্তি ১, সারণি-৭.১০)।



পারিবারিক আয় ও ব্যয় এর হিসাব হতে পারিবারিক সঞ্চয় হিসাব করা হয়েছে, যা সংযুক্তি-১, সারণি-৭.১১ তে দেখানো হয়েছে। কন্ট্রোল এলাকার চেয়ে প্রকল্প এলাকায় পারিবারিক সঞ্চয় বেশী। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানার বাৎসরিক সঞ্চয় ২৩,৭৪৭ টাকা, যা কন্ট্রোল এলাকায় ১৫,৯২০ টাকা। জেলাওয়ারী বন্টন থেকে দেখা যায় যে সিরাজগঞ্জের পারিবারিক সঞ্চয় অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক বেশী। সিরাজগঞ্জ জেলার খানার বাৎসরিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪৫,৯২৮ টাকা। রাজশাহী, কুড়িগ্রাম ও পাবনা জেলা যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে, যেখানে গড় পারিবারিক সঞ্চয় যথাক্রমে ৩৫,৩৭৭ টাকা, ২৯,৮৭৯ টাকা ও ২৬,৪৫৮ টাকা। অন্যান্য জেলার গড়ে সঞ্চয় ২০,০০০ টাকার কম।

সারণি-৭.১০ক: বিদ্যুতায়িত খানা ও কন্ট্রোল খানার আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়	বিদ্যুতায়িত খানার আয়	কন্ট্রোল খানার আয়	পার্থক্য	
			টাকা	%
খানা ওয়ারী গড় আয়	১৩৫,১৮১	১১৭,২৯৪	১৭,৮৮৭	১৫.২
খানা ওয়ারী গড় ব্যয়	১১১,৪৩৫	১০১,৩৭৪	১০,০৬১	৯.৯
খানা ওয়ারী গড় সঞ্চয়	২৩,৭৪৭	১৫,৯২০	৭,৮২৭	৪৯.৩
মাথা পিছু আয়	২৭,৫৮৮	২২,৯৯৯	৪,৫৮৯	২০.০
মাথা পিছু ব্যয়	২২,৭৪২	১৯,৮৭৭	২,৮৬৫	১৪.৪
মাথা পিছু সঞ্চয়	৪,৮৪৬	৩,১২২	১,৭২৪	৫৫.২

খানার আকার বিবেচনায় নিয়ে মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় বের করা হয়েছে, যা প্রকল্প এলাকায় যথাক্রমে ২৭,৫৮৮, ২২,৪৪২ ও ৪,৮৪৬ টাকা। কন্ট্রোল এলাকার মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় যথাক্রমে ২২,৯৯৯ টাকা, ১৯,৮৭৭ টাকা ও ৩,১২২ টাকা। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় এক থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতায়িত খানায় কন্ট্রোল খানার তুলনায় মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় যথাক্রমে ৪৫৮৯ টাকা, ২৮৬৫ টাকা ও ১৭২৪ টাকা বেশী। শতকরা হারে তা দাঁড়ায় ২০%, ১৪.৪% ও ৫৫.২% বেশী। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যুতায়িত খানা বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে তাদের আয় ব্যয় ও সঞ্চয় বাড়তে সক্ষম হয়েছে, এর ফলে তাঁদের জীবন ধারণের মান কন্ট্রোল এলাকার চেয়ে বেড়েছে।

৭.১.৪ বিদ্যুতের ব্যবহার

বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে ৪৮% গ্রাহকের কোন অসুবিধা হয়নি। বাকী ৫২% গ্রাহক যাদের অসুবিধা হয়েছিল তাদের প্রায় (৮৫%) বলেছেন যে তাঁদের সংযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রায় ১৮% গ্রাহক জানান যে সংযোগ পেতে তাঁদের টাকা দিতে হয়েছিল (সংযুক্তি-১,

সারণি-৭.১২)। টাকা ব্যয় করেছেন এমন গ্রাহকের সংখ্যা দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুড়িগ্রাম জেলায় বেশী (৪০%)। বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য গ্রাহককে দরখাস্ত করার পর গড়ে ৬ মাস সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বন্টনকৃত তথ্য থেকে দেখা যায় প্রায় ৫৪% গ্রাহক ৬-১২ মাস অপেক্ষা করেছিলেন, ১৬% গ্রাহক ৩-৬ মাস ও ২৯% গ্রাহক ১-২ মাস সময় অপেক্ষা করেছিলেন (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.১৩)।

গ্রাহকগণ বৈদ্যুতিক বাতি ছাড়াও বিভিন্ন কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। যেমন বৈদ্যুতিক পাখা, টিভি, ফ্রিজ চালানো, মোবাইল চার্জ দেয়া ইত্যাদি। প্রায় সবাই বৈদ্যুতিক পাখা চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। ৭০% গ্রাহক যথাক্রমে টিভি ও ফ্রিজ চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। কম্পিউটার, মাড়াইকল, ভিসিডি চালানোর জন্য কিছু সংখ্যক গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.১৪)।

আবাসিক গ্রাহকগণ মাসে গড়ে ২৬৮ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়ে থাকেন। জেলাওয়ারী বন্টন থেকে দেখা যায় যে পাবনা জেলার গ্রাহকগণ সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন, যার জন্য তাঁদেরকে গড়ে মাসিক ৩৭২ টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়। রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ জেলার আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীগণ ৩৫২ ও ৩৩১ টাকা বিদ্যুৎ বিল দেন। নাটোর, বগুড়া ও ঠাকুরগাঁ জেলার ভোক্তাগণ বিদ্যুৎ বিল (প্রায় ২০০-২৫০ টাকা) দিয়ে থাকেন, সবচেয়ে কম বিদ্যুৎ বিল দেন রংপুর জেলার ভোক্তাগণ (সারণি-৭.১৫)। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ বিল শুধুমাত্র ৫% বিদ্যুৎ ব্যবহারকারি দিয়ে থাকেন। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আবাসিক ভোক্তা ১২১-৩০০ টাকা মাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। অবশিষ্ট প্রায় ৩০% ভোক্তা ৩০০ টাকারও বেশী বিদ্যুৎ বিল দিয়ে থাকেন।

সারণি -৭.১৫: বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী খানার মাসিক বিদ্যুৎ বিলের জেলাওয়ারী বন্টন (%)

মাসিক বিল (টাকা)	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
১১০ টাকা পর্যন্ত	-	৩.৭	-	২.০	৪.৩	৫.৬	১২.৯	৭.৬	৯.১	৫.৩
১১১-২০০	৪৮.২	১৭.৮	২২.১	২৮.৮	৪১.৮	৪৪.৯	৫৬.১	৭৪.৬	৫৬.৪	৪৩.৫
২০১-৩০০	৩৪.৯	২৮.০	৩১.৬	৩০.১	৩৭.৬	৩২.৭	১২.১	১৫.৩	২৩.৬	২৭.১
৩০১-৪০০	১৩.৩	২০.৬	২৭.৪	১৬.৩	১২.১	৮.৪	১১.৪	-	৭.৩	১২.৭
৪০১-৫০০	১.২	৭.৫	৪.২	৯.২	১.৪	২.৮	৪.৫	১.৭	১.৮	৪.০
৫০০ টাকার বেশী	২.৪	২২.৪	১৪.৭	১৩.৭	২.৮	৫.৬	৩.০	.৮	১.৮	৭.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
গড় (মাসে)										
গড়	২৪০	৩৭২	৩৫২	৩৩১	২৪৫	২৫৬	২২০	১৮১	২১৭	২৬৮
সর্বোচ্চ	৮০০	৯০০	৮০০	১২০০	৯০০	৯০০	১০০০	৯০০	৮০০	১২০০
সর্বনিম্ন	১২০	১০৫	১৫০	১০৫	১০৫	১০৫	১০০	১০০	৯০	৯০

কন্ট্রোল গ্রুপের লোকজন বিদ্যুতের বিকল্প হিসাবে কেরোসিন তেল ব্যবহার বাবদ গড়ে মাসিক ২৫৪ টাকা খরচ করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ ব্যবহারকারি খানা গড়ে মাসিক ২৬৮ টাকা বিদ্যুৎ বিল দেয়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী খানা মাসিক ১৪ টাকা (২৬৮-২৫৪) বেশী ব্যয় করে থাকেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীগণ বৈদ্যুতিক বাতি ছাড়াও বিদ্যুৎ দিয়ে বৈদ্যুতিক পাখা, মোবাইল চার্জ, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি চালান। তাছাড়াও বিদ্যুতের আলো কেরোসিনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘক্ষণ জ্বালানো হয়। কাজেই আর্থিক সামর্থবান সব গ্রাহকই বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে চান।

প্রায় সব গ্রাহক সময়মত বিদ্যুৎ বিল পেয়ে থাকেন। তবে কুড়িগ্রাম জেলার ২% আবাসিক গ্রাহক বলেছেন যে তাঁরা সময়মত বিদ্যুৎ বিল পান না। ব্যাপারটি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের খতিয়ে দেখা উচিত। ৮৫% ভোক্তা জানিয়েছেন যে, তাঁরা সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন। বাকী ১৫% বলেছেন যে তাঁদের মাঝে মাঝে দেরী হয়। যারা সময়মত পরিশোধ

করেন না, তারা সবাই রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার। বোঝা যাচ্ছে যে রংপুর ও কুড়িগ্রাম পিবিএস এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রাহক সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন না, কারণ তাঁরা সময়মত বিদ্যুৎ বিল পান না (সংযুক্তি ১, সারণি-৭.১৬)।

গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়া সত্ত্বেও এখনো বিদ্যুৎ সরবরাহ চাহিদার সাথে তাল মিলাতে পারছে না। ফলে লোড শেডিং থেকে সহজে মুক্তি মিলছে না। সব জায়গায়ই লোড শেডিং আছে। গড়ে ৩.৫ ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলায় লোড শেডিং সবচেয়ে বেশী, গড়ে দৈনিক প্রায় ৬ ঘন্টা। নাটোর ও বগুড়া জেলায় লোড শেডিং বেশী, ৪ ঘন্টা। তবে রাজশাহী জেলায় সবচেয়ে কম (১.৭ ঘন্টা)। পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রংপুর জেলায় লোড শেডিং এর স্থায়িত্ব ৩ ঘন্টা। লোড শেডিং এর বন্টন থেকে দেখা যায় যে প্রায় ৪৬ ব্যবহারকারী বলেছেন তাঁদের এলাকায় ৩-৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না, ২৮% গ্রাহক ১-২ ঘন্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকার কথা বলেছেন। ২৬% গ্রাহক বলেছেন যে তাঁদের এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ৫ ঘন্টার অধিক সময় বিদ্যুৎ থাকে না (সংযুক্তি ১, সারণি-৭.১৭)।

৭.১.৫ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে এলাকার মানুষ লাভবান হয়েছেন কিনা এরকম প্রশ্নের জবাবে সবাই স্বীকার করেছেন যে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে তাঁদের এলাকা লাভবান হয়েছে। বিভিন্নভাবে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা লাভবান হচ্ছেন। প্রায় সবাই বলেছেন যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ছেলে মেয়েরা বেশি সময় পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারে। রাতে কাজের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৬২%), হাট-বাজারের উন্নতি হয়েছে (৬০%), চুরি ডাকাতি সহ অন্যান্য অপরাধ আগের চেয়ে কমেছে (৫৯%) ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৫৪%), যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে (৪৮%), সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে (৪৭%), চিকিৎসা সেবার (বিশেষ করে অনেক রাত পর্যন্ত ফার্মেসীগুলো ঔষধ বিক্রয় করতে পারছে) সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে (৩৪%), কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৪৭%), মহিলাদের কাজের সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে (৪৬%)। হাঁস-মুরগীর খামারগুলিতে বিশেষত শীতকালে শীত হতে মুরগীগুলিকে রক্ষা করা জন্য বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে শীতল রাখার জন্য বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়ার কারণে হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে এবং হাঁস-মুরগী পালন ৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং মৎস্য চাষ ২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ৩৯% ঘটেছে, (সারণি-৭.১৮)।

সারণি -৭.১৮: বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুবিধাসমূহ

উত্তর	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে সুবিধা পেয়েছেন কি না										
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
না	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (N)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
সুবিধা সমূহ										
ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে	১০০.০	৯৯.১	১০০.০	৯৮.৭	১০০.০	৬২.৬	৯৮.৫	৯৪.১	১০০.০	৯৫.০
চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৮.৬	২৩.৪	৯৭.৯	২৫.৫	১৯.১	৭০.১	১৮.৯	১৭.৮	১০.৯	৩৩.৪
এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে	৩.৬	১৪.০	৫৭.৯	১৪.৪	০.০	৬৯.২	৪.৫	২৯.৭	০.০	২০.১
স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	২.৪	২৮.০	১১.৬	২২.৯	১.৪	৬৭.৩	৩.৮	৩১.৪	০.০	১৮.৫
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে	১৪.৫	৪৭.৭	৩৬.৮	৩৯.২	২৭.০	৭৬.৬	৩৮.৬	৫৭.৬	৯২.৭	৪৭.৭
কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৭২.৩	১৫.৯	৯২.৬	৩৮.৬	১৮.৪	৫৮.৯	৯.৮	৪৮.৩	৯৯.১	৪৭.০
স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৫.৪	৩৪.৬	৪৮.৪	৭১.৯	৭৯.৪	৬০.৭	১০.৬	২৫.৪	৯৬.৪	৫৪.১
হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে	১৩.৩	৫৩.৩	৬৯.৫	৪১.২	৯৭.২	৮২.২	৩৭.৯	৩৪.৭	১০০.০	৫৯.৬

হাঁস-মুরগির পালন বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৮.৬	৩২.৭	৭১.৬	৫৮.২	২৫.৫	৭৪.৮	২০.৫	২৯.৭	২৪.৫	৪১.০
মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	১.২	১২.১	৬১.১	২২.৯	১৪.৯	৫৩.৩	৩৩.৩	১৬.১	০.০	২৩.৭
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে	২৫.৩	২৫.২	৮১.১	৬৯.৯	৪৭.৫	৩৭.৪	১৫.২	৪৫.৮	১.৮	৩৯.৭
চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে	৪১.০	৩২.৭	৯৬.৮	৩০.১	৮০.১	৭৬.৬	৫৭.৬	২৭.১	১০০.০	৫৯.৩
রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৫.৮	৫৭.০	৯৩.৭	৬০.১	৯৫.০	৬৬.৪	২৭.৩	১৫.৩	৯৯.১	৬২.০
সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	২৭.৭	৫৭.৯	৯৫.৮	৩৪.৬	৮৭.২	৫৩.৩	৫৭.৬	৪.২	১.৮	৪৭.০
মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৩.৪	৪২.১	৭২.৬	৫২.৩	৭৯.৪	২২.৪	৩.৮	৩.৪	৯২.৭	৪৫.৬
n	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬

বি: দ্র: : একাধিক উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে গ্রাহকদের খানা উপকৃত হয়েছে কিনা এরকম একটি প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেছেন যে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে তাঁদের খানা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার সুযোগ হয়েছে বলেছেন (৯৩%), ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজতর হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা রাতে আগের তুলনায় অধিক সময় লেখাপড়া করতে পারে বলেছেন (৮৩%) গ্রাহক। টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলেছেন (৬৯%)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপকার সমূহ হল : খানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে (৬৬%), খানার সার্বিক আয় বেড়েছে (৪৮%), সেচ পাম্প ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে (৩৩%), ফ্রিজ ব্যবহারের ফলে খাবার সংরক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে (২১%), ফলে অপচয় কমেছে অনেক, ইলেক্ট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহারের সুযোগ হয়েছে (৮%) ইত্যাদি (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.১৯)।

মোট কথা, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে গ্রামীণ জনপদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নত হয়েছে ও আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.১.৬ সেচের উপর প্রভাব

মোট নমুনা গ্রাহকদের মধ্যে ৭২% বিদ্যুৎ গ্রাহকের সেচের আওতায় জমি আছে। বগুড়া, কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ জেলায় সেচের আওতাভুক্ত গ্রাহকের জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম (৫৫, ৫৪ ও ৪৬ ভাগ)। পাবনা জেলায় সেচের আওতাভুক্ত গ্রাহকের শতকরা হার (৬০%)। সেচের আওতাভুক্ত গ্রাহকের শতকরা হার নাটোর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও রাজশাহীতে সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৯৫ ভাগ এর বেশী)। সব সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়িত নয়। প্রায় ৬৭ ভাগ সেচ যন্ত্র ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে তাদের সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়িত। সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার রাজশাহীতে সবচেয়ে বেশি (১০০ ভাগ)। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহারও বেশি, যথাক্রমে ৯৮, ৮৬, ৮৫ ও ৭৯ ভাগ। অত্র জরিপে দেখা যায় ঠাকুরগাঁও জেলায় সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়িত গ্রাহক সংখ্যা সবচেয়ে কম।

বিদ্যুতচালিত সেচ যন্ত্রে সেচ খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কম। বিদ্যুতচালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারকারীদের তথ্য অনুযায়ী প্রতি শতক জমিতে গড় সেচ খরচ ৫৩ টাকা। ঠাকুরগাঁও ও পাবনা জেলায় সেচ খরচ সবচেয়ে বেশি, প্রতি শতকে যথাক্রমে ৮০ টাকা ও ৭৩ টাকা। অপর দিকে নাটোর ও দিনাজপুর জেলায় সবচেয়ে কম, প্রতি শতকে ৪০ টাকা। অন্য দিকে ডিজেস চালিত পাম্প প্রতি শতকে গড় খরচ ৮২ টাকা। কুড়িগ্রাম ও পাবনা জেলায় ডিজেস চালিত পাম্প গড় খরচ প্রতি শতাংশে ১২০ টাকা ও ৮৭ টাকা। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলায় কম, যথাক্রমে ৭৬ টাকা, ৭৪ টাকা ও ৭৩ টাকা। এখানে অধিকাংশ সেচ পাম্প দিয়ে উপরি ভাগের (নদী, খাল ও বিল) পানি তোলা হয়। অতএব প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ডিজেস চালিত সেচ পাম্প বিদ্যুতায়িত পাম্পের তুলনায় গড় খরচ ৩৫ ভাগ বেশি (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.২০)।

অন্যকথায় বলা যায় বিদ্যুতায়িত পাম্প ব্যবহার করে কৃষকরা সেচ খরচ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমাতে সমর্থ হয়েছে; ফলে তাঁরা লাভবান হচ্ছেন।

৭.১.৭ ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর প্রভাব

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ইন্টারনেট যোগাযোগ সহজ হয়েছে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রগতি হয়েছে। শতকরা ৮০ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক বলেছেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে তাদের ইন্টারনেট ব্যবহার সহজ হয়েছে। প্রায় সব গ্রাহকই সহজে ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইন্টারনেট ব্যবহারের উপকার হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন : বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যায় (৯০.৪%), গ্রাম থেকেই চাকুরীর আবেদন করা যায় (৪৬%), পরীক্ষার রুটিন ও ফলাফল পাওয়া যায় এবং বিদেশে লেখাপড়ার জন্য যোগাযোগ করা যায় (৩১%) ইত্যাদি (সারণি-৭.২১)।

সারণি -৭.২১: ইন্টারনেট ব্যবহার

উত্তর	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
দেশ ব্যাপি ইন্টারনেট ব্যবহার সহজ হয়েছে কি না										
হ্যাঁ	৯২.৮	৬৪.২	১০০.০	৮৩.০	৩৪.০	৭৯.২	৮১.৬	১০০.০	১০০.০	৭৯.৮
না	৭.২	৩৫.৮		১৭.০	৬৬.০	২০.৮	১৮.৪	-	-	২০.২
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
উপকারসমূহ										
গ্রাম থেকেই চাকুরীর আবেদন করা যায়	৩০.৮	৪৬.০	২০.৭	৪০.৩	৪৭.৮	৩১.৩	২৯.০	৬০.৩	৪৩.৬	৪৫.৫
বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যায়	৮৯.২	৮৮.০	১০০.০	৯৫.৩	৮২.৬	৮৬.৬	৭৪.১	৮৫.৭	৯৯.১	৯০.৪
পরীক্ষার রুটিন ও ফলাফল পাওয়া যায় বিদেশে লেখাপড়ার জন্য যোগাযোগ করা যায়	৬.৮	৪০.০	৬৭.০	৪০.২	৮.৭	২৯.৩	৪৮.৩	১২.৫	২২.৭	৩০.৬
মোট	৭৪	৫০	৯১	১০৭	৪৬	৮২	৫৮	১১২	১১০	৭৩০

বি: দ্র: ৪ একাধিক উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭.১.৮ বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি এমন খানার (কন্ট্রোল) বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ

বর্তমানে যে সমস্ত খানা বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি, এমন ৫২৩টি খানাকে কন্ট্রোল হিসেবে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তাদের সবাই মনে করেন যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে তাদের এলাকার উন্নয়ন হবে (সংযুক্ত-১, সারণি-৭.২২)। এ প্রসঙ্গে তাঁরা জানান যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে এলাকার ছেলে মেয়েরা বেশি সময় পড়াশুনা করতে পারবে (৯৫%), হাট বাজারের উন্নতি হবে (৭৫%), সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে (৭৪%), হাঁস-মুরগী পালন বৃদ্ধি পাবে (৭৩%), রাতে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে (৭০%), চুরি ডাকাতি সহ অন্যান্য অপরাধ কমে যাবে (৬৮%), চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে (৬৫%), এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে (৫৯%), স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে (৫৬%), কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে (৫৩%), মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পাবে (৫৫%), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটবে (৫৪%), নতুন নতুন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে (৫৬%), ইত্যাদি (সংযুক্ত-১, সারণি-৭.২৩)।

বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে তাদের খানা কিভাবে উপকৃত হবে এমন প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেছেন মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়া সহজ হবে (৯৫%), টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হবে (৯০%), রাতে তাঁদের ছেলে মেয়েরা বেশি সময় লেখা পড়া করতে পারবে (৮৪%), গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা যাবে (৭৩%), সেচ পাম্প বিদ্যুৎ ব্যবহার করে খরচ কমানো যাবে (৫৯%), ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করা যাবে (৫৬%), ইলেক্ট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার সম্ভব হবে (৫৪%), ইত্যাদি (সারণি-৭.২৪)।

সারণি-৭.২৪ বিদ্যুৎ সংযোগে খানার উপকার

উপকার সমূহ	সংখ্যা	%
রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় ধরে করতে পারতো	৪৩৭	৮৩.৬
টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখা যেত	৪৭২	৯০.২
ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করা যেত	২৮৪	৫৪.৩
ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করা যেত	২৯১	৫৫.৬
গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেত	৩৮৫	৭৩.৬
সেচ পাম্প ব্যবহার করা যেত	৩০৭	৫৮.৭
মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়া যেত	৪৯৫	৯৪.৬
সার্বিক আয় বৃদ্ধি পায়	১২০	২২.৯
অন্যান্য	৫১	৯.৮
n	৫২৩	

বি: দ্র: : একাধিক উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বিদ্যুৎ উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে



রংপুর পিবিএস এর মিঠাপুকুর উপজেলার বিদ্যুৎ উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে

যদিও তাঁদের খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, তবুও সেচ প্রদানকারি কৃষকদের ৫৫% এর কৃষি জমিতে বিদ্যুতায়িত পাম্প দ্বারা সেচ দেওয়া হয়। এই সমস্ত কৃষকের জমি বিদ্যুতায়িত এলাকায় অবস্থিত। বাকী ৪৫ ভাগকে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.২৫)। তাঁদের দেওয়া উপাত্ত অনুযায়ী প্রতি শতক জমিতে বিদ্যুতচালিত পাম্পে গড় খরচ হয় ৫৭ টাকা, অন্যদিকে ডিজেল চালিত পাম্পে গড় খরচ হয় প্রায় ৮৭ টাকা, অর্থাৎ ডিজেল চালিত পাম্পে গড় খরচ প্রতি শতকে ৫২ ভাগ বেশি (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.২৬)।

উত্তরদাতাদের ৯৭ ভাগ মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে তাঁদের এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, ৯৩ ভাগ মনে করেন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ৯২ ভাগ মনে করেন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ৮৪ ভাগ মনে করেন তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে। অতএব বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হলে সবাই সানন্দে বিদ্যুৎ সংযোগ নেবেন (সারণি-৭.২৭)।

সারণি-৭.২৭ কন্ট্রোল এলাকার উত্তরদাতাদের মতামত

মতামত	সংখ্যা	
বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে আয় বৃদ্ধি পাবে	৪৪১	৮৪.৩
বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	৪৮৭	৯৩.১
বিদ্যুৎ সংযোগের পেলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে	৪৮১	৯২.০
বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে	৫০৯	৯৭.৩
এলাকায় বিদ্যুৎ এলে, সংযোগ নিবে	৫২৩	১০০.০
n	৫২৩	

৭.২ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ৯টি পি.বি.এস এর অধিনে ১৮টি উপজেলা থেকে দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ১০৫টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়। বিদ্যুতের ব্যবহার ও তার প্রভাব সম্পর্কিত একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ৯৭ জন মালিক ও বাকী ৮ জন ম্যানেজারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.২৮)। নিম্নে তাঁদের তথ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

৭.২.১ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

উত্তরদাতাদের ৯৬% পুরুষ ও বাকী ৪% মহিলা। তাঁদের মধ্যে ১৯% এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি বা তার বেশী, ৩৪% ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ করেছেন। বাকী ৪৭% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। বিস্তারিত তথ্য (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.২৯) এ বিধৃত হ'ল।

৭.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরণ

সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৪৫% মুদির দোকান, ২০% চায়ের দোকান ও হোটেল/রেস্টুরেন্ট। প্রায় ৩% ফার্মেসী/ডাক্তারখানা। অন্যান্য দোকানের মধ্যে সারের ও কীটনাশকের দোকান, ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রীর দোকান, হার্ডওয়্যারের দোকান, ফার্নিচারের দোকান, গ্লাস হাউস, বইয়ের দোকান, টিনের/নির্মাণ সামগ্রীর দোকান ইত্যাদি। বিস্তারিত তথ্য সারণি-৭.৩০।

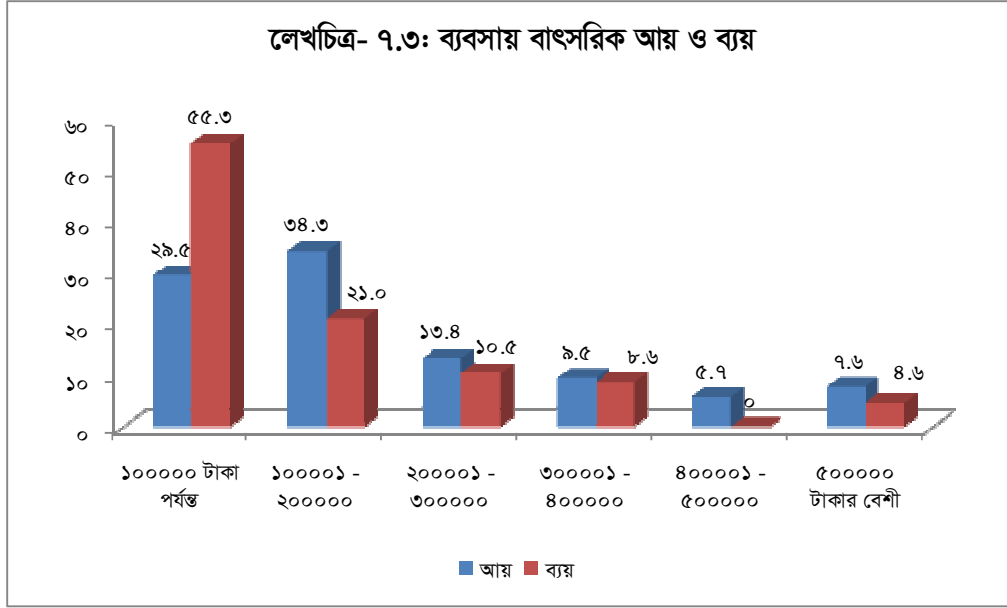
সারণি-৭.৩০ প্রতিষ্ঠানের ধরণ

ধরণ	সংখ্যা	%
মুদী দোকান	৪৭	৪৪.৮
চায়ের দোকান	১৬	১৫.২
রেস্টুরেন্ট/হোটেল	৫	৪.৮
কাপড়ের দোকান	৫	৪.৮
কাপড় সেলাই	১	১.০
ডাক্তার খানা/ঔষধের দোকান	৩	২.৯
সারের/কীটনাশক/পশুপাখির খাবারের দোকান	৪	৩.৮
অন্যান্য (ইলেকট্রিক দোকান, হাডওয়্যার, ফার্নিচার, গ্লাস হাউজ, বইয়ের দোকান, টিনের দোকান ও আড়ৎ ইত্যাদি)	২৪	২২.৯
মোট	১০৫	১০০.০

৭.২.৩ প্রতিষ্ঠানের জনবল ও আয়-ব্যয়

সমীক্ষা এলাকার দোকানে বিভিন্ন সংখ্যক জনবল কাজ করেন। তথ্যে দেখা যায় যে, প্রায় ৪৯% দোকানে কাজ করেন ২-৩ জন লোক, ৪২% এর দোকানে কাজ করেন মাত্র ১ জন লোক, প্রায় ৬% দোকানে কাজ করেন ৫ জনের বেশী লোক। প্রতিটি দোকানে গড়ে ২ জন লোক কাজ করেন (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৩১)। উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি দোকানের বার্ষিক আয় ২২৮,৯১৪ টাকা। আয়ের তথ্য থেকে দেখা যায় যে পাঁচ লক্ষ টাকা বা তার বেশী আয় সম্পন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার প্রায় ৮% ও ২০০,০০০- ৫০০,০০০ টাকা আয় করেন ২৮.৬% ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাকী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিটিতে ২ লক্ষ টাকার নিচে আয় হয়ে থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত আয় সম্পর্কিত তথ্য সব সময়ই কম বলা হয়। এরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, তাদের

আয় আরও বেশী। অন্য দিকে তাদের গড় ব্যয় প্রায় ১,৫১,৪৭৭ টাকা (লেখচিত্র-৭.৩)। ফলে বার্ষিক গড় সঞ্চয় দাঁড়ায় প্রায় ৭৭,৪৩৭ টাকা অথবা মাসিক সঞ্চয় প্রায় ৬,৪৫৩ টাকা (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৩২)।

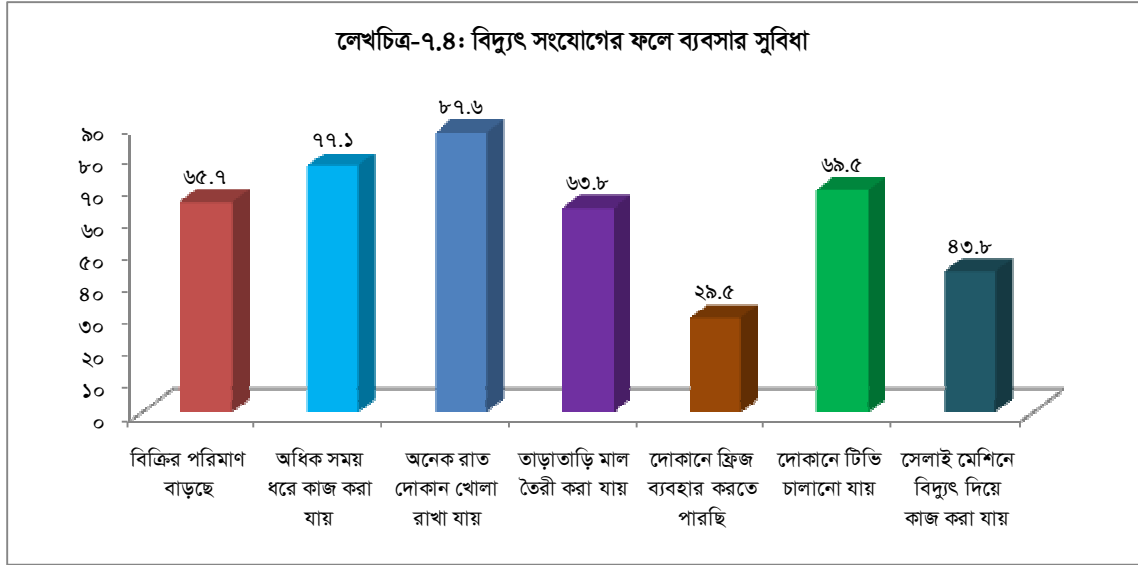


৭.২.৪ বিদ্যুৎ সংযোগ

সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্প চলাকালিন বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন। সংযোগ পেতে বেশীর ভাগ (৫৮%) গ্রাহকের কোন অসুবিধা হয়নি। তবে ৪২% গ্রাহকের কিছু অসুবিধা হয়েছিল। অসুবিধা হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন: অপেক্ষা করতে হয়েছিল (৮৮%) ও অতিরিক্ত টাকা লেগেছিল ২৭%। আবেদনের পর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে প্রায় গড়ে ৯২ দিন বা ৩ মাস সময় লেগেছিল। সংযোগ পেতে সর্বোচ্চ ২৪০ দিন ও সর্বনিম্ন ২৫ দিন সময় লেগেছিল (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৩৩)।

৭.২.৫ বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা

বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে তাদের ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখা সম্ভব হচ্ছে (৮৭%)। ফলে তাদের বিক্রির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে; ক্রেতা আকর্ষণ করার জন্য অনেক দোকানে বিশেষ করে খাবার দোকানে টিভি চালানো হয় (৭০%)। দোকানে বিদ্যুৎ থাকার জন্য মালামাল সহজে তৈরী করা যায় (৬৪%), দোকানে ফ্রিজ ব্যবহার করা হচ্ছে (৩০%), ফলে খাদদ্রব্য পচন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ফার্মেসী ও সরকারী এবং বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সহজে প্রয়োজনীয় ঔষধ, টীকা ও ইনজেকশন সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। (লেখচিত্র-৭.৪ এবং সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৩৪)। এই সমস্ত সুবিধার ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গড়ে ৩০% এর বেশী আয় বেড়েছে। আয় বৃদ্ধির বন্টন থেকে দেখা যায় যে ৬৫% এর ব্যবসায়ের আয় ১১-৪০% বেড়েছে। আর আয় ৪১-৫০% এর বেশী বেড়ে গিয়াছে ২৫%। এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও বেড়েছে, গড়ে ২৪% (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৩৫ এবং ৭.৩৬)।



৭.২.৬ বিদ্যুৎ বিল

প্রকল্প এলাকায় জরিপ থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল বিভিন্ন ধরনের। গড়ে মাসিক বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ৯২৯ টাকা, আবার কেহ কেহ সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত বিল পরিশোধ করে থাকেন (সারণি-৭.৩৭)। এখানে দেখা যায় যে, প্রায় সবাই সময়মত বিদ্যুৎ বিল পেয়ে থাকেন এবং সময়মত পরিশোধও করে থাকেন (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৩৮)। দৈনিক প্রায় ১৩ ঘন্টা তাঁরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন: সর্বোচ্চ ২২ ঘন্টা ও সর্বনিম্ন ৬ ঘন্টা (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৩৯)।

সারণি- ৭.৩৭: মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিল টাকায়

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৯২৯	৫০০০	২৫০

৭.২.৭ ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে খরচ

ব্যবহারকারীদের ৯৫% মনে করেন বিদ্যুতে ডিজেলের তুলনায় খরচ কম। তাঁরা মনে করেন ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে তাদের খরচ প্রায় ৩১% সাশ্রয় হয়েছে। সাশ্রয়ের তথ্য বন্টন থেকে দেখা যায় যে ৩৮% গ্রাহক মনে করেন তাঁদের সংশ্লিষ্ট খরচ ২০% এর বেশী কমে গিয়েছে, ৪২% মনে করেন তাদের সাশ্রয়ের পরিমাণ ২১-৪০% এবং বাকী ২০% গ্রাহক মনে করেন যে, তাদের সাশ্রয়ের পরিমাণ ২০% ভাগ। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, একদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খরচ কমে গিয়েছে অন্যদিকে বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৪০)।

৭.২.৮ বিদ্যুতের লোডশেডিং

বাণিজ্যিক গ্রাহকদের সবাই বলেছেন যে তাঁদের এলাকায় লোড শেডিং হয়। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দৈনিক লোড শেডিং এর পরিমাণ ৪ ঘন্টা, সর্বোচ্চ ৮ ঘন্টা ও সর্বনিম্ন ১ ঘন্টা। প্রায় ৬৬% গ্রাহক বলেছেন যে, লোড শেডিং এর ফলে তাদের বিক্রয় কমে যায়। প্রায় ৩৭% মনে করেন বিদ্যুৎ না থাকলে মালামাল নষ্ট হয়ে যায়, প্রায় ২৯% মনে করেন সময়মত বিক্রয় করা যায় না, ও ১৬% মনে করেন বিকল্প হিসাবে ডিজেল ব্যবহারে তাঁদের খরচ বেড়ে যায় (সারণি-৭.৪১ এবং ৭.৪২)।

সারণি-৭.৪১ লোডশেডিং এর কারণে ব্যবসার ক্ষতি

ক্ষতি	সংখ্যা	%
বিক্রয় কম হয়	৬৮	৬৬.০
সময় মত বিক্রয় করা যায় না	৩০	২৯.১
বিদ্যুৎ না থাকলে মালামাল নষ্ট হয়	৩৮	৩৬.৯
ডিজেল ব্যবহার করলে খরচ বেশী হয়	১৬	১৫.৫
<i>n</i>	১০৫	

সারণি-৭.৪২ এলাকায় গড় লোড শেডিংয়ের পরিমাণ (ঘন্টায়)

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৪.০	৮	১

৭.২.৯ বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ এবং অপচয় রোধ

একদিকে বিদ্যুতের লোড শেডিং অন্যদিকে এর অপচয় ও অবৈধ সংযোগ হয়। ৯৩% মনে করেন যে এর জন্য জনগণকে সচেতন হতে হবে গ্রাহক পর্যায়ে সতর্ক হলে অপচয় রোধ করা যায়। ৯০% বাণিজ্যিক গ্রাহক মনে করেন এনার্জি সেভিং বাব্ব ব্যবহার করলে অপচয় কমে যাবে, ৭৯% মনে করেন প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বন্ধ করার জন্য রাতের বেলা পিবিএস এর মনিটরিং ব্যবস্থা বাড়াতে ও শক্তিশালী করতে হবে (৬৩%), ও হকিং করে ইজিবাইক চার্জ করলে বেশী করে জরিমানা করতে হবে (৪৭%) (সারণি-৭.৪৩)।

সারণি-৭.৪৩ বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ

মতামত	সংখ্যা	%
জনগণকে সচেতন হতে হবে	৯৬	৯৩.২
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লোকদের রাতের বেলা মনিটরিং করতে হবে	৬৫	৬৩.১
হকিং করে ইজিবাইক চার্জ করলে বেশী করে জরিমানা করতে হবে	৪৮	৪৬.৬
প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে	৮১	৭৮.৬
এনার্জি সেভিং বাব্ব ব্যবহার করতে হবে	৯৩	৯০.৩
<i>n</i>	১০৩	



বগুড়া পিবিএর এলাকায় একজন ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে



নাটোরের সিংড়া উপজেলার বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী একজন পোস্ত্রী ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে

৭.৩ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী মোট বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ২% হল শিল্প প্রতিষ্ঠান। অত্র সমীক্ষায় আনুপাতিক হারে ২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৯জন মালিক ও ৪ জন ম্যানেজার। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা সবাই পুরুষ। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি- ৯ম শ্রেণি পাশ করেছেন (৩৯%), বাকী সবাই এস.এস.সি বা তার বেশী (সংযুক্তি- ১, সারণি-৭.৪৪)। সমীক্ষা এলাকার শিল্প কারখানা হলো ধান/গম ও মসলা ভাঙ্গানোর মেশিন (২৬%), লেদ মেশিন, ফার্নিচারের দোকান, কামার (১৩.০%), ওয়ার্কশপ, ঘড়ি/চশমার দোকান এবং স' মিল প্রায় (৯%), বরফ কল, লড্রি ইত্যাদি (সারণি ৭.৪৫)।

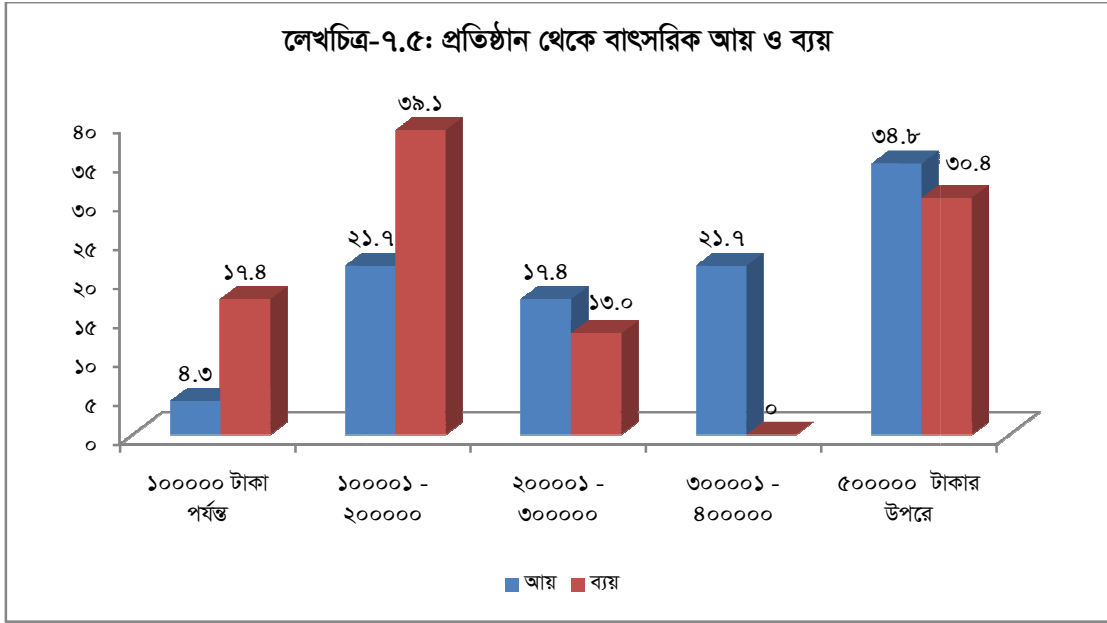
সারণি-৭.১৮: শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরণ

ধরণ	সংখ্যা	%
ধান,গম এবং মসলা ইত্যাদি ভাঙ্গানো মেশিন	৬	২৬.১
স-মিল	২	৮.৭
লেদ মেশিন ও ওয়ার্কশপ	৩	১৩.০
কামার (দা, বটি, কড়াল তৈরির কারখানা)	৩	১৩.০
চশমা/ঘড়ির দোকান	২	৮.৭
ফার্নিচারের দোকান	৩	১৩.০
আইস কারখানা	১	৪.৩
লড্রি	১	৪.৩
রিফ্রা/টেল্লির মেরামত	২	৮.৭
মোট	২৩	১০০.০

৭.৩.১ অর্থনৈতিক তথ্য

মোট ২৩টি কারখানায় ১৩০ জনের বেশী লোক কাজ করে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি কারখানাতে ৬জন লোক কাজ করে। প্রায় (৪০%) কারখানায় ৫ বা তার বেশী লোক কাজ করে এবং বাকী গুলোতে ৪জন বা তার কম লোক কাজ করে (সংযুক্তি- ১, সারণি-৭.৪৬)। তথ্য অনুযায়ী কারখানাগুলির বাৎসরিক গড় আয় ৬,৪২,৩৪৭ টাকা বা মাসিক ৫৩,৫২৯ টাকা। আয়ের বন্টন থেকে দেখা যায় যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ কারখানার আয় ২,০০,০০০ টাকা বা তার কম, ৩৯% কারখানার আয় প্রতিটিতে দুই লক্ষ টাকা থেকে চার লক্ষ টাকা এবং বাকী ৩৫% কারখানার আয় পাঁচ লক্ষ টাকা বা তার বেশী। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী কারখানাগুলির বাৎসরিক গড় ব্যয় ৪,৯৩,৭৩৯ টাকা বা গড় মাসিক ৪১,১৪৫ টাকা। কারখানার

মালিকদের বার্ষিক গড় মুনাফার পরিমাণ ১,৪৮,৬০৮ টাকা বা মাসিক ১২,৩৮৪ টাকা লেখচিত্র-৭.৫। (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৪৭)।



৭.৩.২ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে তেমন একটা অসুবিধা হয়নি। ৮৭% শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক জানিয়েছেন যে, তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে কোন অসুবিধা হয়নি আর বাকী ১৩% কে অপেক্ষা করতে হয়েছিল কিংবা অতিরিক্ত টাকা পয়সা খরচ করতে হয়েছিল। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আবেদন করার পর নমুনা কারখানাগুলিকে গড়ে ৫৬ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সর্বোচ্চ অপেক্ষার সময় ৬ মাস ও সর্বনিম্ন ২৫ দিন (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৪৮)। আলোচিত শিল্প কারখানাগুলি গড়ে দৈনিক ১২ ঘন্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে, সর্বোচ্চ ১৬ ঘন্টা ও সর্বনিম্ন ৭ ঘন্টা। তাদের গড়ে মাসিক বিদ্যুৎ বিল হয় ৫,৭৩৯ টাকা, সর্বোচ্চ ৩২,০০০ টাকা ও সর্বনিম্ন ৭০০ টাকা। উত্তরদাতাদের সবাই বলেছেন যে তাঁরা বিদ্যুৎ বিল সময়মত পান এবং প্রায় সবসময়ই সময়মত পরিশোধ করেন। বিদ্যুতের সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে ৭৮% শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/ম্যানেজার জানান যে, বিদ্যুৎ থাকার ফলে অধিক সময় ধরে ব্যবসা করা যায়, ৬৫% বলেছেন রাতের বেলায় বেশী সময় কাজ করা যায় ও প্রায় ৪৯% বলেছেন বিদ্যুতের ফলে তুলনামূলক কম খরচে ধান ও গম ভাঙ্গানো যায়। ৩০% বলেছেন তাদের খাবারের দোকানে ফ্রিজ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা খাবার বেশীক্ষণ সংরক্ষণ করতে পারেন ও ফার্নিচারের নকশা করা যায় (১৭%) (সারণি-৭.৪৯)। বিদ্যুৎ না থাকলে ডিজেল কিংবা পেট্রোল ব্যবহার করতে হত। সবাই স্বীকার করেছেন যে ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুতে খরচ কম। তাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ডিজেলের চেয়ে বিদ্যুৎ খরচ গড়ে ৪৩% কম। এই তথ্যের বন্টন থেকে দেখা যায় যে প্রায় ৩৫% শিল্প-কারখানায় ২০% পর্যন্ত খরচ কম, ২৬% শিল্প-কারখানায় ২১-৪০% কম এবং ২৬% শিল্প-কারখানায় ৪১-৬০% কম। তাদের মতে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে শিল্প কারখানার আয় গড়ে ৩৪% বেড়ে গিয়েছে (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৫০-৭.৫১)।

সারণি-৭.৪৯ সুবিধা সমূহ

সুবিধা সমূহ	সংখ্যা	%
অধিক সময় ধরে ব্যবসা করা যায়, তাই ব্যবসা বেশী হয়	১৮	৭৮.৩
রাতের বেলা বেশী সময় কাজ করা যায়	১৫	৬৫.২
কম খরচে ধান, গম ভাঙ্গানো যায়	১১	৪৭.৮
দোকানে ফ্রিজ ব্যবহার করতে পারছে	৭	৩০.৮
ফার্নিচারে বিভিন্ন নকশা করা যায়	৪	১৭.৮
একাধিক উত্তর		২৩

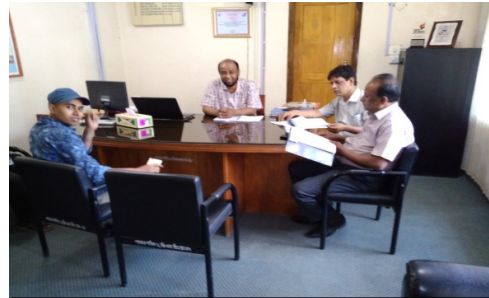
মোট ২৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯ জন জানিয়েছেন যে তাঁদের এলাকায় দৈনিক গড়ে ৪ ঘন্টা লোড শেডিং হয় (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৫২)। সর্বনিম্ন লোড শেডিং এর পরিমাণ ২ ঘন্টা এবং সর্বোচ্চ ৮ ঘন্টা। বিদ্যুৎ না থাকার ফলে উৎপাদন কম হয় (৭৪%) , সময়মত উৎপাদন করা যায় না (৫৭%), বিকল্প হিসাবে ডিজেল ব্যবহার করলে খরচ বেশী হয় ৩০% (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৫৩)। বিদ্যুৎ এর অবৈধ সংযোগ ও অপচয় রোধ করার জন্য শিল্প মালিকদের পরামর্শ হল: সকলকে সচেতন হতে হবে, প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা (৮৭%) , রাতের বেলা মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার (৬৯%), ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ সশরয়ী এনার্জি বাব্দ ব্যবহার (৭৮%) ও প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা (৩০%) (সারণি-৭.৫৪)।

সারণি -৭.৫৪ বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ কিভাবে কমানো যায়

মতামত	সংখ্যা	%
সকলকে সচেতন হতে হবে	২০	৮৬.৯
রাতের বেলা মনিটরিং করতে হবে	১৬	৬৯.৫
প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে	৭	৩০.৮
এনার্জি সেভিং বাব্দ ব্যবহার করা	১৮	৭৮.২
n		২৩



টিম লিডার প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রিয়াজুল হামিদ রাজশাহী পবিস এর আওতাভুক্ত এলাকায় তথ্যসংগ্রহের কাজ তদারকি করছেন



টিম লিডার প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রিয়াজুল হামিদ ও আইএমইডর মূল্যায়ন কর্মকর্তা পাবনা পিবিএস-১ এর জিএম ও নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছেন



বগুড়া পিবিএস এর গাড়ির গ্যারেজ মালিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে



টিম লিডার প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রিয়াজুল হামিদ রাজশাহী পবিস এর আওতাভুক্ত কানপাড়া দূগাপুর-২ ৩৩/১ কেভি সাব-স্টেশন পরিদর্শন করছেন

৭.৪ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিকদের উপর প্রভাব

বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সেচ পাম্প ব্যবহারে বিদ্যুতের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য মোট ২৩ টি পাম্পের মালিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

৭.৪.১ উত্তরদাতার তথ্য

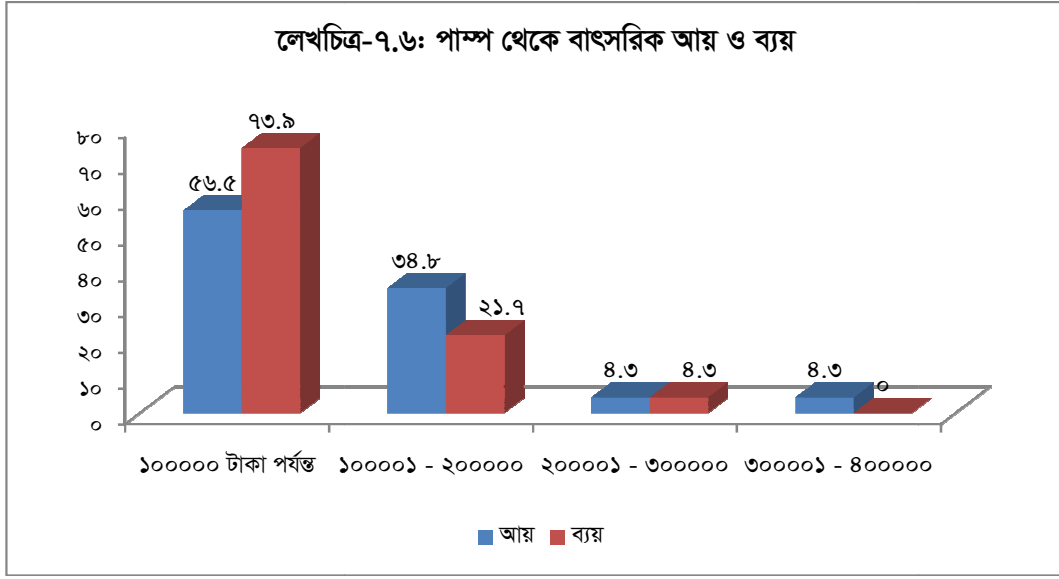
সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই মালিক যা ৯১% (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৫৫)। মালিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রায় ৭০% হল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং এসএসসি বা তার উর্দ্বৈ বাকী ৩০% পাশ করেছেন। দুই ধরনের সেচ পাম্প ব্যবহার করা হয় ৬৫% গভীর নলকূপ, ৩৫% অগভীর নলকূপ। সেচ পাম্প এর সাহায্যে সেচকৃত জমির পরিমাণ গড়ে ২৯ একর, সর্বোচ্চ ৭৫ একর ও সর্বনিম্ন ৫ একর। (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৫৬)

৭.৪.২ বিদ্যুৎ সংযোগ

বেশির ভাগ পাম্পের মালিক ২০১৪ সালে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন। গড়ে ৩৮ মাস ধরে পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ৪৮% গ্রাহকের সংযোগ পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। তবে বাকি ৫২ ভাগ দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেনঃ অপেক্ষা করতে হয়েছিল ও অতিরিক্ত টাকা পরিস্রা দিতে হয়েছিল। আবেদন করার পর পাম্প গ্রাহকদের গড়ে ১৫৮ দিন সময় লেগেছিল, সর্বোচ্চ ৩৬৫ দিন ও সর্বনিম্ন ৩০ দিন। বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার আগে ৫৭ ভাগ পাম্প মালিক প্রধানত: ডিজেল পাম্প ব্যবহার করতেন; অবশিষ্ট ৪৩ ভাগ মালিক বিদ্যুৎ সংযোগ আসার পর পাম্প ব্যবহার শুরু করেছেন। গড় মাসিক বিদ্যুৎ খরচ ৬,৬২৯ টাকা, সর্বোচ্চ ১৮,০০০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১,০০০ টাকা। সবাই সময়মত বিদ্যুৎ বিল পেয়ে থাকেন ও দুই একজন ছাড়া সবাই সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৫৭ থেকে ৭.৬২)।

৭.৪.৩ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত পাম্পের আয় ও ব্যয়

পাম্প মালিকদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সেচ পাম্পের বার্ষিক গড় আয় ১,৩৬,৩৬৭ টাকা। আয়ের বন্টন থেকে জানা যায় যে, বেশির ভাগ পাম্প থেকে প্রাপ্ত গড় বাৎসরিক আয় ১০০,০০০-২০০,০০০ টাকা। প্রায় ৯ ভাগ পাম্পের আয় ২০০,০০০-৪০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। পাম্প পরিচালনার জন্য গড়ে বাৎসরিক ৭৭,৩৪৭ টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ প্রতিটি পাম্প থেকে গড়ে মালিকের মোট মুনাফা হয় ৫৯,০২০ টাকা লেখচিত্র-৭.৬। (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৬৪)।



৭.৪.৪ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনে সুবিধা

বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন। সবাই বলেছেন যে, কম মূল্যে অধিক জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে; পূর্বে ডিজেল দিয়ে পাম্প চালিয়ে কম লাভ করা হতো, বর্তমানে বেশী লাভ করা যাচ্ছে। খরচ কমার জন্য কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন ও কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। চার-পঞ্চমাংশের বেশি পাম্প মালিকরা মনে করেন যে, এতে সেচের গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছে (সারণি-৭.৬৪)। সেচ পাম্পের মালিকগণ আরও উল্লেখ করেন যে পূর্বে তাদের ডিজেল ও কেরোসিন বাবদ মাসিক গড় খরচ ছিল ২৩,২৩৯ টাকা। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে তাদের সাশ্রয় হচ্ছে গড়ে ১৬,৬১০ টাকা। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে পাম্প মালিকরা জানায় যে তাদের গড় আয় ৩৮ ভাগ বেড়েছে। আয় বৃদ্ধিও বন্টন থেকে দেখা যায় যে ১৮ ভাগের বেশি পাম্প মালিকের আয় ৬০ ভাগের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, ২৭ ভাগ মালিকরা বলেছেন তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১-৬০ ভাগ এবং অবশিষ্ট ১৪ ভাগ মালিক বলেছেন তাদেরও আয় বেড়েছে ২০ ভাগ পর্যন্ত (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৬৫ থেকে ৭.৬৬)।

সারণি-৭.৬৪ বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুবিধাসমূহ

সুবিধাসমূহ	সংখ্যা	%
কম মূল্যে অধিক জমিতে সেচ দেওয়া যায়	২৩	১০০.০
গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছে	১৭	৭৪.০
ডিজেল দিয়ে চালিয়ে লাভ করা যেত না	২৩	১০০.০
আয় বাড়ছে খরচ কমছে	২০	৮৬.৯
কৃষকরা লাভবান হয়েছে/উৎপাদন বাড়ছে	২৩	১০০.০
একাধিক উত্তর	২৩	

পাম্প লাভজনক হওয়াতে সেচ পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গড়ে প্রতিটি এলাকায় ৪ টি করে পাম্পের সংখ্যা বেড়েছে। লোড শেডিং বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হয়। গ্রীষ্মে সবচেয়ে বেশী (৪ ঘন্টা); বর্ষা ও শীতে কমে যায় প্রায় ২.৫ ঘন্টার মত। প্রায় ৬০% সেচ পাম্প মালিক মনে করেন যে লোড শেডিং এর ফলে ফসল উৎপাদন কমে যায়, মিটার নষ্ট হয়ে যায় (৫০ ভাগ) ও গ্রাহক কমে যায় (৪১ ভাগ)। অবশ্য এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী

পাম্প মালিক মনে করেন যে, লোড শেডিং এ তাদের তেমন অসুবিধা হয়না (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৬৭ থেকে ৭.৬৯)। অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ও অপচয় রোধ করার জন্য পাম্প মালিকদের পরামর্শ হলঃ জনগণকে সচেতন করতে হবে (১০০%), জরিমানা করতে হবে (৮২%) মনিটরিং ব্যবস্থা বাড়াতে হবে (৭৮%), ও অবৈধ সংযোগ বন্ধ করতে হবে (৬৫%) সারণি- ৭.৭০।

সারণি-৭.৭০ বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ কিভাবে কমানো যায়

মতামত	সংখ্যা	%
জনগণকে সচেতন হতে হবে	২৩	১০০.০
মনিটরিং ব্যবস্থা বাড়াতে হবে	১৮	৭৮.২
অবৈধ লাইন বন্ধ করতে হবে	১৫	৬৫.২
জরিমানা করতে হবে	১৯	৮২.৬
<i>n</i>	২৩	



দিনাজপুর পিবিএস এর সেচ পাম্প মালিকের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে

৭.৫ কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই) এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী

কী ইনফরমেন্টস হিসাবে পিবিএস এর অফিসিয়াল এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ যারা এলাকার উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন, এমন লোকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ৯টি পিবিএস থেকে ৪৫টি কেআইআই করা হয়েছে।

নির্বাচিত কী ইনফরমেন্টসদের অধিকাংশ (৮৯%) পুরুষ, তবে প্রায় ১১% নারী আছেন। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খানা প্রধানের তুলনায় অনেক বেশী। কী ইনফরমেন্টসদের বেশীরভাগ এস এস সি, এইচ এসসি অথবা গ্রাজুয়েট পাশ করেছেন। নির্বাচিত কী ইনফরমেন্টসগণকে বিভিন্ন পেশা থেকে বাছাই করা হয়েছে। এক চতুর্থাংশের বেশী হলেন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মীয় নেতা ও অন্যান্য পেশাজীবী (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৭২)।

৭.৫.১ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা

কী ইনফরমেন্টসদের সবাই স্বীকার করেছেন যে, বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সুবিধার কথা তাঁরা স্বীকার করেছেন। প্রধান সুবিধা: ছেলে মেয়েরা বেশী সময় ধরে লেখা পড়া করতে পারে (৮৭%), যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে (৮০%), স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৬৮%), কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৬২%), চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৮২%), হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে (৬৪%), চুরি ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ কমেছে (৬০%), রাতে কাজের সুযোগ

সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৬৯%), সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে (৬২%), হাঁস মুরগীর চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে (৫৮%), স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (৫৮%), মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে (৫১%), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসার লাভ হয়েছে (৪৩%), মহিলাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে (৩২%) ইত্যাদি (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৭৩)।

এক প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে এলাকার উন্নতি হয়েছে। কোন কোন খাতের উন্নতি হয়েছে, এমন প্রশ্নের উত্তরে ৯১% কী ইনফরমেন্টস মনে করেন, শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে। অন্যান্য খাতের মধ্যে চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে (৮৪%), মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে (৮০%), সেচ পাম্প প্রসার লাভ করেছে (৭৫%), হাট বাজার ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে (৫১%), ইত্যাদি (সংযুক্তি-১, সারণি-৭.৭৪)।

৭.৫.২ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ৮৭% কী ইনফরমেন্টস মনে করেন যে এলাকায় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী গড়ে উঠেছে রাইছ মিলস (৯২%), সর্মিল (৮৯%), ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন (৮৪%), লেদ মেশিন/ওয়ার্কশপ (৭৯%), আইসক্রিম কারখানা (৪৮%) ইত্যাদি। অধিকাংশের মতে বিদ্যুৎ আসার ফলে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রতি দশ জনের মধ্যে ৯ জনের ও বেশী মনে করেন, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বিদ্যুতের গুণগত মান ভাল। তারা মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে মাসিক কেরোসিন খরচ কমেছে। গড় মাসিক খরচ কমার পরিমাণ ১৮০ টাকা, সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা ও সর্বনিম্ন ৬০ টাকা। কী ইনফরমেন্টসদের সবাই মনে করেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পরীক্ষার ফলাফল এলাকায় বসেই জানা যায় (৯৩%), ভর্তি প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে (৮২%), ইন্টারনেটের মাধ্যমে চাকুরির ও ভর্তির আবেদন করা যায় (৬৯%), অনলাইনে পত্রিকা পড়া যায় (৬৪%), ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ সেবার মান খারাপ হলে ৯৫% উত্তরদাতা জানান যে তাঁরা পি.বি.এস অফিসে অভিযোগ করেন, বাকী ৫% কোন অভিযোগ করেন না। অভিযোগকারীদের ৯১% উল্লেখ করেছেন যে, তারা অভিযোগের সমাধান পেয়েছেন (সংযুক্তি-১, সারণি ৭.৭৫)।

বিদ্যুৎ এর অবৈধ সংযোগ ও অপচয় কিভাবে কমানো যায় সে বিষয়ে কী ইনফরমেন্টগণ নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছেন: অপচয় রোধ করার জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে (৯১%), মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে (৮৪%), বিদ্যুৎ চুরি কমানোর জন্য অবৈধ সংযোগ বন্ধ করতে হবে (৮০%), বিদ্যুৎ এর অবৈধ সংযোগ প্রদানকারী ও ব্যবহারকারীদের জন্য কঠোর আইন তৈরি করে জরিমানা করতে হবে (৬২%), তাৎক্ষণিক শাস্তি ও জরিমানার জন্য ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করতে হবে (৬৪%), ডিজিটাল মিটার ও প্রি-পেইড পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করতে হবে (৩৮%) (সারণি ৭.৭৬)

সারণি ৭.৭৬ বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় কমানোর উপায়

কমানোর উপায়	সংখ্যা	%
অবৈধ সংযোগ রোধ করতে হবে	৩৬	৮০.০
মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে	৩৮	৮৪.৪
কঠোর আইন তৈরী করে জরিমানা করতে হবে	২৮	৬২.২
জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে	৪১	৯১.১
ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করতে হবে	২৯	৬৪.৪
ডিজিটাল মিটার এবং প্রি-পেইড ব্যবস্থা করতে হবে	১৭	৩৭.৮
n	৪৫	

৭.৬ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)

প্রতিটি পিবিএস থেকে একটি করে মোট ৯ টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়। মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৪ জন অর্থাৎ প্রতিটি এফজিডি-তে গড়ে প্রায় ১০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

৭.৬.১ অংশগ্রহণকারীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা

অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স প্রায় ৪১ বছর। বয়সের বন্টন থেকে দেখা যায় যে, সংখাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৩০-৪৯ বছর, ২৮% এর বয়স ৫০ বা তার বেশি, আর মাত্র ২০% অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৩০ বছরের নিচে। অর্ধেকের বেশী অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাশ বা তার বেশি। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতঃ কৃষি কাজে ৩৪%, ব্যবসায় ২২%, চাকুরী ২৬%, গৃহিনী ১৮% ইত্যাদি।

৭.৬.২ বিদ্যুৎ সংযোগে এলাকার উন্নতি

অংশগ্রহণকারীগণ ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন। কোন কোন এলাকায় এর আগে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হলেও অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ আর্থিক অস্বচ্ছলতা, উচ্চ মূল্যের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে পারেননি।

অংশগ্রহণকারীদের সবাই স্বীকার করেছেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেনঃ সেচের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি, শিল্প-কারখানার প্রসার, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার লাভ, বিদ্যুৎ চালিত ইজিবাইক প্রচলন, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ বৃদ্ধি, বিদ্যুতায়িত সেলাই মেশিনের প্রচলন, পূর্বের তুলনায় ঘরে বাইরে কর্মঘন্টা বৃদ্ধি ও হাট বাজারের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। ফলে মানুষের আয় বেড়েছে ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। সব কিছুর সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেড়েছে, ফলে চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ কমেছে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার লাভ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এ গুলোর মধ্যে রাইস মিল, স' মিল, বৈদ্যুতিক ওয়াকশপ, টিভি ও ফ্রিজ মেরামতের কারখানা ও এই সমস্ত কাজের দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়েছে।

৭.৬.৩ বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগত মান

পূর্বের তুলনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগত মান ভাল, কারণ লোড শেডিং কমে গেছে। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ও ভোল্টেজ ওঠানামা কমে গেছে। এতদসত্ত্বেও অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দৈনিক গড়ে ৩-৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকেনা। অনেক সময় গ্রীডে সরবরাহ বন্ধ থাকলে, যন্ত্রপাতির ত্রুটির কারণে, আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, সরবরাহ লাইনে উন্নয়নমূলক কাজ হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকতে পারে।

৭.৬.৪ বিদ্যুৎ সংযোগে উপকারিতা

বিদ্যুৎ থাকার ফলে খানা পর্যায়ে ছেলে মেয়েদের ইন্টারনেট ব্যবহার ও প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ভর্তি ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে যার জন্য শহরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়না, পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়, চাকুরীর আবেদন করা যায়, অন লাইনে পত্রিকা পড়া যায়, স্কুলে বই সংগ্রহের তারিখ সম্পর্কে জানা যায়। স্বাস্থ্য সেবা বিশেষ করে ডাক্তার খানা ও ফার্মেসিগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ফ্রিজে রাখতে পারছে, আগে দূরদুরান্ত থেকে এ সকল ঔষধ সংগ্রহ করতে হতো।

সেবার মান বৃদ্ধি : বিদ্যুৎ সেবার মান বাড়ানোর জন্য অংশগ্রহণকারীদের মতে লোড শেডিং কমানো, নিরাপত্তার জন্য ইসুলেটেড তার ব্যবহার করা ও পিবিএস-এর তারের দাম কমানো, গ্রাহকদের সাথে সেবা প্রদানকারীদের নিয়মিত যোগাযোগ, সেবা প্রদানের দীর্ঘ সূত্রিতা পরিহার, গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় রোধের জন্য অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ : ১) নিয়মিত লাইন পরিদর্শন ২) অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্নকরণ ৩) বিদ্যুৎ চুরির জন্য কঠোর আইন তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং অধিক পরিমাণ জরিমানা করা ৪) জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ৫) স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নেওয়া ইত্যাদি।



ঠাকুরগাঁ পিবিএস এ এফজিডি আলোচনা করা হচ্ছে



দিনাজপুর পিবিএস এ এফজিডি আলোচনা করা হচ্ছে



বগুড়া পিবিএস এ এফজিডি আলোচনা করা হচ্ছে



সিরাজগঞ্জ পিবিএস এ এফজিডি আলোচনা করা হচ্ছে

৭.৭ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

“পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্প” শীর্ষক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের সহিত মতবিনিময় কর্মশালা

মতবিনিময় সভার স্থান : জেনারেল ম্যানেজার, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-
১ এর সভা কক্ষ, রংপুর।

সভার তারিখ : ২৫ এপ্রিল, ২০১৭
সময় : দুপুর ৩টা

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারিগণের পরিচিতি-

- ১। জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, উপ-পরিচালক, (আইএমইডি),
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ২। জনাব মোঃ রমজান আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর জোন, (বাপবিবোর্ড)।
- ৩। জনাব মোহাম্মাদ আবুল কালাম, উপ-পরিচালক, কারিগরি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ৪। জনাব মোঃ নুরুর রহমান, জেনারেল ম্যানেজার, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
- ৫। জনাব প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রিয়াজুল হামিদ, টিমলিডার, আইআরজি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ, ঢাকা।
- ৬। জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ, ম্যানেজার, আইআরজি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ, ঢাকা।
- ৭। স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ।



কর্মশালার কার্যক্রম পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। প্রথমেই কর্মশালার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

- | | |
|--|----------------|
| (১) জনাব মোঃ নুরুর রহমান, জেনারেল ম্যানেজার, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ | -সভাপতি, |
| (২) জনাব মোঃ রমজান আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর জোন, (বাপবিবোর্ড) | -প্রধান অতিথি, |
| (৩) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, উপ-পরিচালক, (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, | -বিশেষ অতিথি ও |
| (৪) জনাব মোহাম্মাদ আবুল কালাম, উপ-পরিচালক, কারিগরি, (বাপবিবোর্ড) | -বিশেষ অতিথি |

নির্বাচন করতঃ সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে টিমলিডার জনাব রিয়াজুল হামিদ, উপস্থিত সম্মানিত সুধীগণকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার পটভূমি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতঃ কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে উপস্থিত সুধী বক্তা-শ্রোতা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, উপ-পরিচালক, (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, সরকার কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ বাস্তবায়ন এবং গৃহীত প্রকল্পের উপর আয়োজিত কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও আপামর জনসাধারণের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেয়া, গ্রামীণ জনপদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১০-২০১৪ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলিতে গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে গ্রামীণ জনপদের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন, কৃষি, সেচ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান অর্থনীতি ও সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রভাব মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর, মেসার্স আইআরজি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সেবামূলক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব নিরূপনের

জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে উপস্থিত সুধীজনকে নির্ভয়ে সকল প্রকার ও প্রকৃত সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করার জন্য গ্রাহক ওয়ারী ও উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বিনীত আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালার বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মাদ আবুল কালাম, উপ-পরিচালক, কারিগরি, (বাপবিবোর্ড) কর্মশালার উদ্দেশ্য ও প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দকে বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কিত যত প্রকার সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যা আছে তা কোন প্রকার দ্বিধা না করে কর্মশালায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন এ কর্মশালায় আপনাদের উত্থাপিত সমস্যাগুলো প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তুলে ধরা হবে।



কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হচ্ছে

কর্মশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পর্বের শুরুতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মোস্তাক আহমেদ উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে নিজ নিজ এলাকায় কত সালে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছিল, জনগণ সংযোগ পেয়েছিলেন কিনা প্রশ্ন করলে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় ২০১০-২০১৪ সাল এবং এলাকার ৬৫-৭০% মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন মর্মে জানা যায়। এরপর উন্মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানানো হয়।

১। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক গ্রাহকঃ

আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহক তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানান-

- গ্রামীণ পরিবেশ আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে।
- হাঁস-মুরগী, মৎস্য চাষের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
- স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক ও সুবিধামত সময়ে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রামে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে।
- গ্রামের লোক ফ্রিজ, টেলিভিশন, ক্যাসেট প্লেয়ার, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে।
- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রামীণ জনপদে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে।
- ইন্টারনেট, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্বল্প সময়ে ও ব্যয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফরম পূরণ, পরীক্ষার ফলাফল জানা এবং দেশ-বিদেশে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রামীণ জনপদে ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় ও সুযোগ বেড়েছে।
- গ্রামীণ জনপদে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ধানকল, সেচ পাম্প, হাঁস-মুরগী, মৎস্য খামার স্থাপনের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগণঃ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহক তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানান-

- অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখা সম্ভব হচ্ছে।
- বিক্রির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে তাই আয় বেড়েছে।

- দোকানে বিদ্যুৎ থাকার জন্য মালামাল সহজে তৈরী করতে পারছি।
- দোকানে ফ্রিজ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর ফলে খাবার পচন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।
- ফার্মেসী ও সরকারী এবং বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সহজে প্রয়োজনীয় ঔষধ, টীকা ও ইনজেকশন সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গড়ে ৩০% এর বেশী আয় বেড়েছে।

৩। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্রাহকঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক তার প্রতিক্রিয়ায় জানান-

- বর্তমানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার পর প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছে না। তবে গরমের সময় লোডশেডিং কম হলে ভাল হবে। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ অফিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
- জানতে চাইলে তিনি বলেন এখন দৈনিক প্রায় ৪-৫ঘন্টা লোড শেডিং থাকে।



কর্মশালায় শিল্প মালিক তার সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে বলেন

৪। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী কৃষিজীবী সেচ পাম্প গ্রাহকঃ

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন ও সুবিধা সাধন হয়। যেমন-

- ধান উৎপাদন তুলনামূলকভাবে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যেখানে বিঘা প্রতি ১০মন ধান উৎপাদন হতো এখন সেচ সুবিধার কারণে ৩০-৪০ মন ধান উৎপাদন হয়।
- বিদ্যুতায়িত পাম্প দিয়ে প্রতি শতক জমিতে সেচ দিতে খরচ হয় ৩০-৩৫ টাকা অথচ ডিজেল দিয়ে খরচ হয় ৭০-৮০টাকা।
- জমিতে কৃষি ও সেচ কাজের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে।
- জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের সুবিধা হয়েছে।
- সেচ যন্ত্রে ডিজেল তেল ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৬০-৭০% ভাগ সাশ্রয় হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে কোন 'নিরাপত্তা জামানত' প্রদান করা লাগে নেই।
- গড়ে ৪০ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছিল।
- গ্রামের শতভাগ লোক লাভবান হয়েছে।

উন্মুক্ত আলোচনা

(ক) সুবিধা

- প্রকল্প বাস্তবায়নের পর গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করায় পবিস এর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সকল স্তরের অনগ্রসর গ্রামের মানুষ উপকৃত হয়েছে।
- কৃষি ক্ষেত্রে সেচ পাম্প বৃদ্ধির ফলে শস্য উৎপাদন অনেক গুণ বেড়েছে।
- প্রকল্প এলাকা বিদ্যুতায়িত হওয়ার ফলে ছোট বড় অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।
- যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।
- এলাকার জনগণের বিদেশে চাকুরীর আবেদন, যোগাযোগ, জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র সহ বিভিন্ন তথ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- ইন্টারনেট ও মোবাইল সেবার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ছাত্র/ছাত্রীরা পরীক্ষার ফলাফল, সময়সূচি সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনসহ বিভিন্ন তথ্য পাচ্ছে।
- এলাকায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) অসুবিধা (দূর্বলতা)

- আবাসিক গ্রাহকেরা জানান তাদের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিকমত থাকে না অনেক লোড শেডিং হয় এমন কি সন্কার সময় বেশীরভাগ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না।
- সাম্প্রতিক সময়ে আগের তুলনায় লোড শেডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিল্প কারখানায় উৎপাদন কাজ ব্যাহত হয়।
- কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার ও অপচয় হচ্ছে। যেমন, অবৈধভাবে ব্যাটারীচালিত যানবাহনের ব্যাটারী চার্জ করা হয়।
- বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করলে সময় ও চাহিদামত বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যায় না। অনেক দেরী হয় সংযোগ পেতে ৪-৫ মাস লেগে যায়।
- বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার নষ্ট হলে বা লাইনের বিআটের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে পুনরায় চালু করতে অনেক দেরী হয়।
- আবেদন করেও বিদ্যুতের মিটার পেতে অনেক দেরী হয়। অনেক সময় টাকা পয়সা খরচ হয়।

পরামর্শ

- যেসব এলাকায় এখনও বিদ্যুতায়িত হয়নি, সে সব এলাকায় দ্রুত সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে
- বিদ্যুতের ডিজিটাল প্রি-পেইড মিটার চালু করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে
- আরও অধিক পরিমাণ ট্রান্সফরমার বসাতে হবে
- বিদ্যুতের সরবরাহ ও সংরক্ষণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে
- অবৈধ সংযোগ ও ব্যবহার পেলে জরিমানা আদায় করতে হবে
- ৩৩ কেভি লাইনসমূহ নির্মাণের সময় জনগণ কর্তৃক বাধা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে।
- নতুন সংযোগের বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করলে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে
- বিদ্যুতের লোড শেডিং বন্ধ করতে হবে
- ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জী সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে হবে

কর্মশালায় সম্মানিত সূধী গ্রাহক জনতার আলোচনার পর প্রধান অতিথি জনাব মোঃ রমজান আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর জোন, (বাপবিবোর্ড) এবং সভাপতি জনাব মোঃ নুরুর রহমান, জেনারেল ম্যানেজার, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর উপর আলোকপাত করেন।

১। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ রমজান আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর জোন, (বাপবিবোর্ড)

- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে সময় লাগার বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন- আপনারা কোন অসাধু দালাল চক্রের শরণাপন্ন হবেন না। আপনারা সরাসরি আবেদন করলেও সংযোগ পাবেন হয়ত-বা, দাপ্তরিক কার্যক্রমের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব হয়ে থাকে।
- নতুন সংযোগের বিদ্যুৎ সংযোগের টাকার ব্যাপারে বলেন নির্ধারিত ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোন টাকা লাগে।
- অন্যান্য যে সকল অসুবিধার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সে সকল বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে এবং পরবর্তীতে এগুলি পরিহারের চেষ্টা করা হবে।
- ব্যাটারীচালিত অটো পরিবহনগুলির ব্যাটারী চার্জের জন্য অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিষয়ে তিনি জানান- এ ধরনের কার্যকলাপ সনাক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে এবং ধরা পড়লে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত সরকার ঘোষিত নীতিমালা অনুসরণ করত: অবৈধ সংযোগ প্রদানকারী গ্রাহককে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বাণিজ্যিক হারে বিদ্যুৎ

বিল প্রদান করে বৈধতা দেয়া হচ্ছে। আর আমাদের অভিযোগ বন্ধ আছে আপনারা অভিযোগ করেন আপনাদের নাম বলা হবে না।

পরিশেষে সভাপতি কর্মশালায় উপস্থিত সকল শ্রেণীর সম্মানিত বিদ্যুৎ গ্রাহক ও সুধীমন্ডলী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও আয়োজনকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সকলকে কর্মশালায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে কর্মশালাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রকল্পের বিশেষ সফলতা সম্পর্কে আলোকপাত (Success Stories)

কেস স্টাডি: বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির ফলে পোল্ট্রী ও গরুর খামার ব্যবসা এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে সুফল প্রাপ্তি

মোঃ রাজু আহাম্মেদ, পিতা: আব্দুল কাদের, গ্রাম: মহিষমারী, ইউনিয়ন: চামারী, থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর। তিনি কৃষক পরিবারের ছেলে। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন, এর মধ্যে ৩ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা। তারা ২ ভাই ও এক বোন লেখাপড়া করেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র। বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির পূর্বে তাদের সংসার খুব অভাব অনটনের মধ্যেই কাটছিল। মহিষমারী গ্রামের রাজু আহাম্মেদ খুব চিন্তায় ছিলেন লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু একটা করতে হবে। সংসারে সাহায্য করার জন্য লেখা পড়ার পাশাপাশি রাজু আহাম্মেদ একটি ঔষধ কোম্পানির চাকুরি নিয়েছিলেন। এমন সময় জানতে পারলেন যে RRDP-1 প্রকল্পের আওতায় পল্লীবিদ্যুত সমিতি তাদের এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিচ্ছে। এই সংবাদ জানতে পেরে তিনি সংযোগ নেওয়ার জন্য আবেদন করলেন এবং খুব সহজেই সংযোগ পেয়ে গেলেন। মুরগির ফার্ম পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিক বাতি ও বৈদ্যুতিক পাখা চালাতে হয়। ২০১৫ সালে ঔষধ কোম্পানির চাকুরি ছেড়ে একটি মুরগীর ফার্ম দিলেন ও পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে গেলেন। বর্তমানে তার দুটি মুরগির ফার্ম আছে। তার একটি ফার্মে প্রায় ১০০০ হাজার ও অন্যটিতে প্রায় ৪০০ মুরগি আছে। এর পাশাপাশি তার ৮টি গরু আছে। তিনি জানাচ্ছেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগের কারনেই তার এই ব্যবসা করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে তার আয় হচ্ছে প্রায় ৫০,০০০ টাকা। পাশাপাশি তার লেখাপড়াও চলছে। বর্তমানে তার ফার্মে ২ জন লোক কাজ করছে। তিনি বলেছেন যে, আমি বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ায় আমি মুরগির খামার করতে পেরেছি। তিনি বলেছেন “পূর্বে আমাদের সংসারে অভাব ছিল, তবে বর্তমানে আমাদের পরিবার স্বাবলম্বী। আগামীতে ব্যবসার আরো পরিধি বৃদ্ধি করবো”।

তিনি তার মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেয়ে থাকেন। এমনকি মুরগির ফার্মের রোগবালাই সংক্রান্ত তথ্যও তিনি সেখান থেকে পেয়ে যান। পরিশেষে তিনি বলেন যে, আমাদের পরিবার বর্তমানে বেশ সচ্ছল এবং একমাত্র বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তিনি মহিষমারী গ্রামের একজন মডেল উদ্যোক্তা। তার দেখাদেখি অনেকে এখন মুরগির ফার্মের ব্যবসা শুরু করেছেন।



অষ্টম অধ্যায়

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ

সুপারিশসমূহ

৮. বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে যেন মানসম্মত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় সে জন্য বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি পল্লীবিদ্যুত সমিতিগুলির জনবল ও মেরামত কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও সরঞ্জামাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
৯. বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি জ্বালানী হিসেবে প্রধানত দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানী তেল ব্যবহার করে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত কমতে থাকায় ভবিষ্যৎ জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জ্বালানীর বহুমুখীকরণ প্রয়োজন। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জ্বালানী হিসাবে কয়লা ও আমদানীকৃত তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন।
১০. বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে লোক জন যাতে আহত না হন সেজন্য পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ডের গাইড লাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বিদ্যুতের খুটিগুলি আর্থিং করা হয় এবং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রগুলিতে প্রোটেকশন যন্ত্রাদি স্থাপন করা আছে। এসকল ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করছে কি না তার নিয়মিত পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা।
১১. পুরাতন গ্রীড লাইন, ট্রান্সফরমার ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, আধুনিকায়ন ও প্রতিস্থাপন করা।
১২. ক্রমবর্ধমান লোড বৃদ্ধির কারণে এবং এর ফলে উদ্ধৃত সিস্টেম লস কমানোর জন্য ওভারলোডেড/আন্ডার লোডেড ১১/০.৪ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং বিতরণ লাইনকে আপগ্রেডেশন করা প্রয়োজন।
১৩. বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমানো লক্ষ্যে আরো অধিক পরিমাণ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন ও ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন বসানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং চলমান সাব স্টেশন গুলোর অবকাঠামো মেরামত, নির্মাণের ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
১৪. বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নিয়মিত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ এর ব্যবস্থা করা ও যথাযথ মনিটরিং করা।
১৫. ডিজিটাল মিটার ও প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা করা।
১৬. বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার জন্য প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ কর্তন ও নিরোধের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করা।
১৭. আবেদন করার পর যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা।
১৮. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল দীর্ঘ চার বছর হওয়ায় এবং বিভিন্ন ধাপে পর্যায় ক্রমে লাইন নির্মাণ হওয়ায় একই সময়ে সকল গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া যায় না। এ কারণে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে গ্রাহকগণ বিদ্যুতের সংযোগ পান। এর ফলে শেষ পর্যায়ের নির্মিত বিতরণ লাইনগুলির গ্রাহকগণ অনিশ্চয়তায় ভোগেন এবং অন্যদের তুলনায় বিলম্বে সংযোগ পান। গ্রাহকদের মাঝে অনিশ্চয়তা দূরীকরণের জন্য তাদের এলাকাভুক্ত লাইন নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের তথ্যাদি যথাপূর্বে জানানো উচিত।
১৯. সংযোগ প্রদানে স্থানীয় অসাধুক্রম যেন গ্রাহকদের প্রতারণিত না করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। সংযোগ প্রদানে গ্রাহকদের নিকট থেকে যাতে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া। এ লক্ষ্যে

- পল্লীবিদ্যুত সমিতি কর্তৃক পর্যাপ্ত বিলবোর্ড, মাইকিং ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২০. অবৈধ সংযোগ চিহ্নিত করার জন্য রাত্রিকালীন মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং তাৎক্ষণিক শাস্তি ও জরিমানার জন্য ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করা।
 ২১. ভোজ্য পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জী সেভিং বাল্ব ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা। এ লক্ষ্যে পল্লীবিদ্যুত সমিতি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
 ২২. ৩৩ কেভি লাইনসমূহ নির্মাণের সময় জনগণ কর্তৃক বাধা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে।
 ২৩. বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছগুলির ডালপালা কর্তনের মাধ্যমে পথসত্ৰু ঠিক রাখা এবং এ ব্যাপারে জনগনকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করা
 ২৪. প্রকল্প শেষ হওয়ার ১ বৎসরের মধ্যে মূল্যায়ন সমীক্ষা করা হলে তথ্যাদি পেতে সুবিধা হয় এবং মূল্যায়ন অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

উপসংহার

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে পল্লী এলাকার জনসাধারণ বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা রাতে অধিক সময় পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারে, টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখা ও দেশ বিদেশের সংবাদ দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, মোবাইল ফোনেচার্জ দেয়ার সুযোগ হয়েছে, অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ড কমেছে, রাতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, ফ্রিজ ব্যবহারের ফলে খাবার ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ফার্মেসিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংরক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, হাটবাজারের উন্নতি হয়েছে, মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের প্রসার ঘটেছে, মহিলাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের আয় বেড়েছে ও জীবনধারণের মান উন্নত হয়েছে। পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অতএব বর্তমান সরকার দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ২০২০ সালের মধ্যে সারা দেশে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এই ধরনের প্রকল্প অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

সংযুক্তি-১

পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

মোট ৯ জন জেনারেল ম্যানেজারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গুলির ফলাফলের বিবরণী নিম্নের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি-৫.৩ প্রকল্পের আওতায় মোট সংযোগ

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৮৯০২	১৯০৬৪	২৯০২

সারণি-৫.৪ এই প্রকল্পের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা

উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা
হ্যাঁ	৯
না	-
মোট	৯

সারণি-৫.৫ ৯টি নির্বাচিত (নমুনা) পিবিএস এ প্রকল্পটি শুরু বহর

প্রকল্প শুরুর বছর	পিবিএস এর সংখ্যা
২০১০	৬
২০১১	২
২০১২	১
মোট	৯

সারণি-৫.৬ ৯টি নির্বাচিত (নমুনা) পিবিএস এ প্রকল্পটি শেষ হওয়ার বছর

বছর	পিবিএস এর সংখ্যা
২০১৩	১
২০১৪	৮
মোট	৯

সারণি-৫.৭ সিস্টেম লস বেশী হওয়ার কারণ

কারণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার শতকরা হার
পিবিএস এলাকায় ৩টি ৩৩ কেভি ফিডার (যার দৈর্ঘ্য-১৬২ কি: মি:) এর জন্য সিস্টেম লস বেশী	১	২০.০
সমিতিতে আবাসিক সংযোগ ও লাইন সংখ্যা বেশী বিধায় সিস্টেম লস বেশী	২	৪০.০
সোর্স গ্রীড লোড সেন্টারে না হওয়ায় ৩৩ কেভি লস বেশী	১	২০.০
সাবস্টেশনের সংখ্যা বাড়ানো হলে সিস্টেম লস কম হবে	১	২০.০
মোট	৫	১০০.০

সারণি-৫.৯ পিবিএস এ সিস্টেম লস

সিস্টেম লস	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার শতকরা হার
বাড়ছে	১	১১.১
কমছে	৮	৮৮.৯
মোট	৯	১০০.০

সারণি-৫.১০ বিদ্যুৎ বিল সময়ে মত পরিশোধ করা হয় কিনা

উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা
হ্যাঁ	৯
না	-
মোট	৯

সারণি-৫.১১ বিদ্যুতের বিল আদায়ের অবস্থা

উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা
ভালো	৯
ভালো নয়	-
মোট	৯

সারণি-৫.১২ বিল পরিশোধের জন্য প্রদত্ত সময় (দিন)

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২১	৩০	১৫

সারণি-৫.১৩ সংযোগ স্থাপনে সমস্যা

সমস্যা সমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার শতকরা হার
কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই	৬	৬৬.৭
স্থানীয় বাধা ও পরস্পর বিরোধ (বাড়ির উপর দিয়ে তার যাওয়া এবং গাছ পালা কাটা ইত্যাদি)	৩	৩৩.৩
মোট	৯	১০০.০

সারণি-৪.১৪ প্রকল্পের ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়

উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা
হ্যাঁ	৯
না	-
মোট	৯

সারণি-৫.১৫ Load Management এর জন্য কার্যকরী দরকার

ব্যবস্থা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার শতকরা হার
পিক আওয়ারে সেচ পাম্প ও শিল্প গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যবহার হতে বিরত রাখা	৭	৭৭.৮
গ্রাহক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোটিভেশন, সম্প্রচার, জোরদার অব্যাহত রাখা	৫	৫৫.৬
ট্রান্সফরমার আপহেডিং করা	৩	৩৩.৩
মোট	৯	১০০.০

সারণি নং ৭.১: পিবিএস এবং উপজেলা অনুসারে নমুনা বিন্যাস

বিভাগ	পিবিএস		উপজেলা		পরিমাণগত পদ্ধতি					গুণগত পদ্ধতি	
	ক্রমিক নং	নাম	ক্রমিক নং	নাম	আবাসিক গ্রাহক	ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক গ্রাহক	শিল্প গ্রাহক	সেচপাম্প গ্রাহক	বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন (Control)	এফজিডি	কেআইআই
রাজশাহী	১	নাটোর-১	১	১. নাটোর সদর	৪২	৪	১	১	২১	১	৩
			২	২. সিংড়া	৪১	৪	১	১	২১	০	২
	২	পাবনা-১	৩	৩. আটঘরিয়া	৫৩	৬	১	১	২৭	০	২
			৪	৪. ভানুড়া	৫৪	৫	১	১	২৬	১	৩
	৩	রাজশাহী	৫	৫. বোয়ালিয়া	৪৮	৫	১	১	২৪	১	৩
			৬	৬. পবা	৪৭	৫	১	১	২৪	০	২
	৪	সিরাজগঞ্জ	৭	৭. উল্লাপাড়া	৭৬	৮	২	২	৩৮	০	২
			৮	৮. সিরাজগঞ্জ সদর	৭৭	৭	১	১	৩৮	১	৩
	৫	বগুড়া	৯	৯. শেরপুর	৭১	৭	১	১	৩৫	১	৩
			১০	১০. গাবতলী	৭০	৭	২	২	৩৫	০	২
রংপুর	৬	দিনাজপুর -২	১১	১১. বিরামপুর	৫৪	৫	১	১	২৭	০	২
			১২	১২. নবাবগঞ্জ	৫৩	৫	১	১	২৭	১	৩
	৭	কুড়িগ্রাম	১৩	১৩. ভূরঙ্গামারী	৬৬	৭	২	২	৩৩	১	৩
			১৪	১৪. হাতিবান্দা	৬৬	৬	১	১	৩৩	০	২
	৮	রংপুর	১৫	১৫. মিঠাপুকুর	৫৯	৬	১	১	৩০	১	৩
			১৬	১৬. পীরগঞ্জ	৫৯	৬	২	২	২৯	০	২
	৯	ঠাকুরগাঁও	১৭	১৭. ঠাকুরগাঁও সদর	৫৫	৬	২	২	২৭	১	২
			১৮	১৮. হরিপুর	৫৫	৬	১	১	২৮	০	৩
মোট					১০৪৬	১০৫	২৩	২৩	৫২৩	৯	৪৫

আবাসিক গ্রাহকদের ফলাফলের সারণি

সারণি -৭.২: উত্তরদাতাদের জেলা ওয়ারি লিঙ্গ ভিত্তিক বন্টন (শতকরা)

পুরুষ/মহিলা	উপকারভোগী (শতকরা হার) আবাসিক গ্রাহক										কম্বো বা উপকারভোগী নয় (শতকরা হার)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
পুরুষ	৮৮.০	৯৪.৪	৮৫.৩	৮৭.৪	৯০.১	৯২.৫	৮৪.৮	৮৬.৩	৯১.৮	৮৮.৯	৮২.৪
মহিলা	১২.০	৫.৬	১৪.৭	১২.৬	৯.৯	৭.৫	১৫.২	১৩.৭	৮.২	১১.১	১৭.৬
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
n	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৫৪৬

সারণি -৭.৩: উত্তরদাতাদের জেলা ওয়ারি বয়স শতকরা বন্টন

বয়স	উপকারভোগী () আবাসিক গ্রাহক										কম্বোয়াল (শতকরা হার)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
২৯ বা তার কম	৩.৬	.৯	৪.২	১৩.১	৫.৭	৮.৪	১১.৪	৪.২	১৩.৬	৭.৬	১৫.৫
৩০-৪৯	৪৭.০	৫১.৪	৬৮.৪	৪১.৮	৬১.৭	৫২.৩	৫১.৫	৫৩.৪	৬১.৮	৫৪.০	৫৭.৯
৫০ বা তদুর্ধ্ব	৪৯.৪	৪৭.৭	২৭.৪	৪৫.১	৩২.৬	৩৯.৩	৩৭.১	৪২.৪	২৪.৫	৩৮.৩	২৬.৬
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৫২৩
গড় বয়স	৪৭.৭	৪৯.৩	৪৩.৯	৪৬.৪	৪৪.৫	৪৬.৪	৪৩.৯	৪৫.৫	৪১.৬	৪৫.৪	৩৮.৪

সারণি -৭.৪: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার জেলা ওয়ারি শতকরা বন্টন

শিক্ষাগত যোগ্যতা	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কম্বোয়াল (শতকরা হার)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
স্কুলে যায় নাই	-	-	-	-	১২.৬	-	-	৪.১		১.৯	৬.৩
১-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	৫০.০	৫৪.২	৩৭.১	৫৭.৮	৫১.৭	৪১.৪	৫৯.০	৫০.০	৫৬.১	৫১.০	৫৮.৫
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি	২২.২	১৬.৭	৩৭.১	৮.৯	১৯.৫	২৮.৭	৮.৬	৮.১	৩০.৮	২০.৩	১৬.৩
৯ম-১০ শ্রেণি	২২.২	২০.৮	১৬.৯	২৪.৪	১১.৫	২০.৭	১৬.২	১৬.২	৬.৫	১৬.৫	১১.৫
এসএসসি ও তার উর্দে	৫.৬	৮.৩	৯.০	৮.৯	৪.৬	৯.২	১৬.২	২১.৬	৬.৫	১০.২	৮.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৫২৩

সারণি - ৭.৫: উত্তরদাভাদের পেশার জেলা ওয়ারি তথ্য শতকরা বন্টন

পেশা	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কম্বোয়াল (শতকরা হার)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
কৃষক	৬২.৭	৫৩.৩	৫১.৬	২৭.৫	২৪.৮	৫১.৪	৪৭.৭	৭৪.৬	৬৭.৩	৪৯.২	৫৩.২
গৃহস্থলী	১২.০	০.৯	২.১	৫.২	৫.৭	৯.৩	২.৩	৯.৩	৭.৩	৫.৮	৯.৭
সরকারী চাকুরী			২.১	০.৭	২.১	১.৯	৪.৫		১.৮	১.৫	৩.১
বেসরকারী চাকুরী	৩.৬	০.৯	৪.২	৭.৮	১.৪	১১.২	৯.১	০.৮	৪.৫	৫.০	৪.৬
ব্যবসা		৫.৬	২২.১	১২.৪	৬.৪	৬.৫	৯.১	৫.৯	৭.৩	৮.৫	১০.১
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১২.০	২.৮	৮.৪	১৭.৬	১১.৩	২.৮	০.৮	১.৭	১.৮	৬.৯	৩.৮
শিক্ষক		১.৯	১.১		০.৭		২.৩		২.৭	১.০	০.৭
পেশাজীবী (ডাক্তার/ কৃষিবিদ /ইঞ্জিনিয়ার)	১.২		১.১	১.৩			০.৮		০.৯	০.৬	০.৬
ক্ষুদ্র পেশাজীবী (কামার/কুমার/জে লে ইত্যাদি)		১.৯	১.১	২.০	১৮.৪		২.৩		০.৯	৩.৪	১.৯
দিনমজুর (কৃষি)	৩.৬	৮.৪	২.১	৬.৫	৮.৫	৩.৭	২.৩	১.৭	১.৮	৪.৫	৩.০
দিনমজুর (অ- কৃষি)	৪.৮	২.৮		৯.২	৬.৪	৭.৫	১২.১	৩.৪	১.৮	৫.৭	৩.৫
রিভ্রা/ভ্যান চালক		৫.৬	৪.২	৩.৩	৫.৭	১.৯	২.৩		০.৯	২.৮	১.৪
অন্যান্য (প্রবাসী)	-	১৫.৯	-	৬.৫	৮.৫	৩.৭	৪.৫	২.৫	০.৯	৫.১	৪.৪
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৫২৩

সারণি - ৭.৭: স্কুলে যায় এমন ছেলে মেয়ের জেলা ওয়ারি খানার তথ্য (%)

স্কুলে যায় এমন ছেলে/মেয়ে	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কম্বোয়াল (%)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
১ জন	৪৭.৭	২৯.৭	৫২.৪	৩৪.৪	৬৬.০	৪৮.৯	৩৭.৩	৩৯.৬	৪০.২	৪৩.৫	৪৯.৭
২ জন	৩৬.৯	৪০.৭	৩৯.০	৪৩.৪	৩২.০	৩১.৮	৪২.৭	৪৪.০	২৮.৩	৩৭.৯	৩৬.৮
৩ বা তার বেশী	১৫.৪	২৯.৭	৮.৫	২২.১	২.০	১৯.৩	২০.০	১৬.৫	৩১.৫	১৮.৫	১৩.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৬৫	৯১	৮২	১২২	১০০	৮৮	১১০	৯১	৯২	৮৪১	৫৫৩
গড় সংখ্যা	১.৭	২.১	১.৬	১.৯	১.৪	১.৮	১.৯	১.৮	২.০	১.৮	১.৬

সারণি -৭.৮: খানার বর্তমানে আয়ের উৎস জেলা ওয়ারি শতকরা

পেশা	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কন্ট্রোল (শতকরা হার)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
কৃষি	৭৩.৫	৬৮.২	৬৩.২	৩৯.৯	৪০.৪	৭০.১	৫৩.৮	৯৭.৫	৯০.৯	৬৪.৩	৬০.৩
ব্যবসা	১.২	১২.১	৩৪.৭	৪০.৫	১৩.৫	১৯.৬	১২.৯	২৬.৩	১৪.৫	২০.৩	১২.৫
কুটির শিল্প	০.০	০.০	৬.৩	২.৬	.৭	০.০	০.০	০.০	০.০	১.০৫	১.০৫
হাঁস মুরগীর খামার	০.০	.৯	৬.৩	.৭	০.০	.৯	২.৩	০.০	০.০	১.১	২.০
মাছের চাষ	০.০	০.০	৯.৫	০.০	০.০	১.৯	১.৫	০.০	০.০	১.২	১.১
সেলাইর কাজ	০.০	০.০	৭.৪	০.০	০.০	০.০	০.০	.৮	০.০	০.৭	২.২
সেচ সেবা বিক্রি	০.০	০.০	৬.৩	১.৩	০.০	১.৯	২.৩	০.০	০.০	১.২	০.৬
চাকুরি	২.৪	১১.২	৮.৪	১৭.৬	৫.৭	২১.৫	১৯.৭	১১.০	১৩.৬	১২.৮	৮.২
অন্যান্য (প্রবাসী মাছের ব্যবসা, দিন মজুর, রাজ মিস্ত্রি, মাঝি, জেলে, বাইক চালক ইত্যাদি)	২২.৯	২৪.৩	৭.৪	৩৮.৬	৭৪.৫	৮.৪	২৫.৮	১১.০	২২.৭	২৮.৪	১৬.৩
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৬২৩

সারণি -৭.৯: খানার বাৎসরিক মোট আয়ের জেলাওয়ারি শতকরা বন্টন

বাৎসরিক আয় (টাকা)	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কন্ট্রোল (শতকরা হার)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
৩৬০০০ টাকা পর্যন্ত	-	-	-	-	-	০.৯	-	১.৩	-	০.৭	০.৭
৩৬০০১-৬০০০০	৩.৬	২.৮	১৭.৯	৩.৯	০.৭	৫.৬	৭.৬	৭.১	১৪.৫	৬.৩	৮.৫
৬০০০১-৯০০০০	৪৯.৪	১৮.৭	২৬.৩	১৫.৭	১৪.৯	৩৩.৬	৩৫.৬	৩৫.৬	২৯.১	২৭.৫	২৫.৪
৯০০০১-১২০০০০	৩১.৩	২৬.২	২০.০	২৬.৮	৪৪.০	২৯.৯	২৫.৮	৩২.২	৩৩.৬	৩০.৩	৩৩.৭
১২০০০০ এর উপরে	১৫.৭	৫২.৩	৩৫.৮	৫৩.৬	৪০.৪	২৯.৯	৩১.১	২৩.৭	২২.৭	৩৫.২	৩১.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৬২৩
গড় আয়	৯৯,৯৮৮	১৬৮,৫৭০	১২৬,০২১	১৮৩,৪৫৬	১৩৪,৮৯৪	১৩১,৮৬০	১১৯,০১৫	১১৯,৮৬৪	১০৯,৪৫৫	১৩৫,১৮১	১১৭,২৯৪

সারণি -৭.১০: খানার বাৎসরিক মোট ব্যয়ের জেলাওয়ারি শতকরা বন্টন

বাৎসরিক আয় (টাকা)	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কন্ট্রোল (শতকরা হার)
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
৩৬০০০ টাকা পর্যন্ত	০	০	০	০	.৭	.৯	০	১.৬	.৯	.৫	১.৩
৩৬০০১-৬০০০০	৭.২	৬.৫	২৫.৩	৫.৯	৩.৫	১২.১	২২.৭	৯.৩	১৫.৫	১১.৭	১৩.৬
৬০০০১-৯০০০০	৪৮.২	২৩.৪	৪৮.৪	২৭.৫	৩৩.৩	৩২.৭	৩৬.৪	৫০.০	২৯.১	৩৫.৮	৪১.৫
৯০০০১-১২০০০০	৪১.০	৩২.৭	১১.৬	২৭.৫	৩৮.৩	৩৫.৫	৩০.৩	২১.২	৩৫.৫	৩০.৪	২৬.২
১২০০০০ এর উপরে	৩.৬	৩৭.৪	১৪.৭	৩৯.২	২৪.১	১৮.৭	১০.৬	১৭.৮	১৯.১	২১.৭	১৭.৪
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬	৬২৩
গড় খরচ	৯২৬৭৫	১৪২১১২	৯০৬৮৪	১৩৭৫২৮	১১৫৯২৯	১১৪৬৭৩	৮৯১৩৬	১০৪৯০৭	১০২২২৭	১১১৪৩৫	১০১৩৭৪

সারণি -৭.১১: খানার বাৎসরিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় (টাকায়)

বাৎসরিক আয় ও ব্যয় (টাকা)	উপকারভোগী আবাসিক গ্রাহক										কন্ট্রোল
	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট	
খানা ওয়ারী গড় আয়	৯৯,৯৮৮	১৬৮,৫৭০	১২৬,০২১	১৮৩,৪৫৬	১৩৪,৮৯৪	১৩১,৮৬০	১১৯,০১৫	১১৯,৮৬৪	১০৯,৪৫৫	১৩৫,১৮১	১১৭২৯৪
খানা ওয়ারী গড় ব্যয়	৯২,৬৭৫	১৪২,১১২	৯০,৬৮৪	১৩৭,৫২৮	১১৫,৯২৯	১১৪,৬৭৩	৮৯,১৩৬	১০৪,৯০৭	১০২,২২৭	১১১,৪৩৫	১০১৩৭৪
খানা ওয়ারী গড় সঞ্চয়	৭,৩১৩	২৬,৪৫৮	৩৫,৩৩৭	৪৫,৯২৮	১৮,৯৬৫	১৭,১৮৭	২৯,৮৭৯	১৪,৯৫৮	৭,২২৭	২৩,৭৪৭	১৫,৯২০
খানা ওয়ারী গড় পরিবার সদস্য সংখ্যা	৫.০	৫.৪	৪.৩	৫.০	৪.৫	৫.১	৫.৩	৪.২	৫.৬	৪.৯	৫.১
মাথা পিছু আয়	১৯৯৯৮	৩১২১৭	২৯৩০৭	৩৬৬৯১	২৯৯৭৬	২৫৮৫৫	২২৪৫৬	২৮৫৩৯	১৯৫৪৬	২৭৫৮৮	২২৯৯৯
মাথা পিছু ব্যয়	১৮৫৩৫	২৬৩১৭	২১০৮৯	২৭৫০৬	২৫৭৬২	২২৪৮৫	১৬৮১৮	২৪৯৭৮	১৮২৫৫	২২৭৪২	১৯৮৭৭
মাথা পিছু সঞ্চয়	১৪৬৬৩	৪৯০০	৮২১৮	৯১৮৬	৪২১৪	৩৩৭০	৫৬৩৮	৩৫৬১	১২৯১	৪৮৪৬	৩১২২

সারণি -৭.১২: বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা

উত্তর	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা হয়েছিল কি না										
হ্যাঁ	১.২	৫৭.০	৭৬.৮	৪৯.০	১০০.০	৫৪.৭	৩০.৩	৩৬.৪	৫.৫	৪৭.৭
না	৯৮.৮	৪৩.০	২৩.২	৫১.০	০	৪৫.৩	৬৯.৭	৬৩.৬	৯৪.৫	৫২.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (N)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
অসুবিধা সমূহ										
অপেক্ষা করতে হয়েছিল	১০০.০	১০০.০	৮৬.৩	৮৭.৭	১০০.০	৫৬.৯	৩১.৭	৮৮.৪	১০০.০	৪২১
টাকা পরিসা লেগেছিল	০.০	০.০	৪৩.৮	১২.৩	০.০	৪৩.১	৪১.৫	১১.৬	০.০	৮৮
অন্যান্য	০.০	০.০	০.০	০.০	.৭	০.০	৪১.৫	২.৩	০.০	১৯
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০
n	১	৬২	৭৩	৭৩	১৪১	৫৮	৪১	৪৩	৬	৪৯৮

সারণি -৭.১৩: বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার সময় (মাস)

মাস	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
১-২ মাস	৬১.৪		৪৭.৪	৩২.৫	৫০.৪	২৮.০	২২.৭	২৫.৪	১.৮	২৯.৪
৩-৫ মাস	৯.৬	৯.৩		৩৩.৩		.৯	১২.১	১৮.৬	৬০.৯	১৬.২
৬ মাস-১ বছর	২৮.৯	৯০.৭	৫২.৬	৩৪.২	৪৯.৬	৭১.০	৬৫.২	৫৫.৯	৩৭.৩	৫৪.৪
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
গড় (মাস)	৫.০	২.৪	৬.০	৭.০	১২.৪	৩.৪	৪.১	৮.২	৭.২	৬.৮

সারণি -৭.১৪: বিদ্যুৎ চালিত জিনিস ব্যবহারকারী খানার জেলা ওয়ারি বন্টন (%)

জিনিস	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
টাঁভ	৯৬.৩	৭২.৪	৯৩.৭	৬৮.২	৬৬.৭	৭৯.৪	৩৫.১	৫৯.১	৮০.৯	৭২.৫
স্ক্রিজ	১৫.৯	২৮.৬	৬০.০	২৯.৮	১২.৮	১৪.৭	৯.৯	৪.৩	৫.৫	২০.২
কম্পিউটার	০.০	৪.৮	২১.১	৬.৬	.৭	১.০	৩.১	১.৭	১.৮	৪.৫
ভিসিডি	০.০	০.০	১৪.৭	০.০	০.০	৪.৯	১.৫	০.০	২.৭	২.৪
বৈদ্যুতিক পাখা	৯৮.৮	৯৮.১	৯৫.৮	১০০.০	৯৯.৩	৯৬.১	৯৯.২	৯৬.৫	৯৯.১	১০১.৪
মাড়াই কল	০.০	০.০	৬.৩	২.০	০.০	০.০	০.০	.৯	.৯	১.১
অন্যান্য (মোবাইল চার্জ)	০.০	১২.৪	৪৫.৩	৫৩.৬	১০০.০	২.০	০.০	৩.৫	১০০.০	৩৯.৪
একাধিক উত্তর	৮২	১০৫	৯৫	১৫১	১৪১	১০২	১৩১	১১৫	১১০	১০৩২

সারণি -৭.১৫: বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী খানার মাসিক বিদ্যুৎ বিলের জেলাওয়ারি বন্টন (%)

মাসিক বিল (টাকা)	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
১১০ টাকা পর্যন্ত	-	৩.৭	-	২.০	৪.৩	৫.৬	১২.৯	৭.৬	৯.১	৫.৩
১১১-২০০	৪৮.২	১৭.৮	২২.১	২৮.৮	৪১.৮	৪৪.৯	৫৬.১	৭৪.৬	৫৬.৪	৪৩.৫
২০১-৩০০	৩৪.৯	২৮.০	৩১.৬	৩০.১	৩৭.৬	৩২.৭	১২.১	১৫.৩	২৩.৬	২৭.১
৩০১-৪০০	১৩.৩	২০.৬	২৭.৪	১৬.৩	১২.১	৮.৪	১১.৪		৭.৩	১২.৭
৪০১-৫০০	১.২	৭.৫	৪.২	৯.২	১.৪	২.৮	৪.৫	১.৭	১.৮	৪.০
৫০০ টাকার বেশী	২.৪	২২.৪	১৪.৭	১৩.৭	২.৮	৫.৬	৩.০	.৮	১.৮	৭.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
গড় (মাসে)										
গড়	২৪০	৩৭২	৩৫২	৩৩১	২৪৫	২৫৬	২২০	১৮১	২১৭	২৬৮
সর্বোচ্চ	৮০০	৯০০	৮০০	১২০০	৯০০	৯০০	১০০০	৯০০	৮০০	১২০০
সর্বনিম্ন	১২০	১০৫	১৫০	১০৫	১০৫	১০৫	১০০	১০০	৯০	৯০

সারণি -৭.১৬: বিদ্যুৎ বিল সময়মত প্রাপ্তি ও পরিশোধ

উত্তর	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
বিদ্যুৎ বিল সময়মত পায় কি না										
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৯.১	৯৭.৭	১০০.০	১০০.০	৯৯.৬
না						.৯	২.৩			.৪
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (N)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ										
হ্যাঁ	১০০.০	৬৭.৯	৮৩.২	৬৩.২	১০০.০	৮৬.০	৮২.৬	৯১.৫	৯৮.২	৮৫.১
না	-	.৯	-	-	-	-	১.৫	২.৫	.৯	.৭
মাঝে মাঝে দেবী হয়	-	৩১.১	১৬.৮	৩৬.৮		১৪.০	১৫.৯	৫.৯	.৯	১৪.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬

সারণি -৭.১৭: এলাকায় দৈনিক বিদ্যুৎ না থাকার পরিমাণ (ঘন্টায়) জেলা ওয়ারি (শতকরা)

ঘন্টা	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
০-১ ঘন্টা পর্যন্ত		২৭.১	৪৭.৪	২.৬		২৮.৪	-	.৮	২১.৮	১২.৭
১-২		২০.৬	৩২.৬	২১.৬	৬.৪	২৯.৪	-	২০.৩	৮.২	১৫.২
৩-৪	৬৮.৭	৩০.৮	১৮.৯	৭৫.২	৩৯.০	৩২.৪	৭.৬	৬৬.১	৬৯.১	৪৫.৬
৫ ঘন্টার বেশী	৩১.৩	২১.৫	১.১	.৭	৫৪.৬	৯.৮	৯২.৪	১২.৭	০.৯	২৬.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (n)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
গড় (মাসে)										
গড়	৪.৫	৩.১	১.৭	৩.০	৪.৪	২.৭	৫.৮	৩.৩	২.৭	৩.৫
সর্বোচ্চ	৬.০	১০.০	৬.০	৫.০	৬.০	১০.০	১০.০	৯.০	৫.০	১০.০
সর্বনিম্ন	৩.০	১.০	১.০	১.০	২.০	১.০	৪.০	১.০	১.০	১.০

সারণি -৭.১৮: বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুবিধাসমূহ

উত্তর	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে সুবিধা পেয়েছেন কি না										
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
না	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (N)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
সুবিধা সমূহ										
ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে	১০০.০	৯৯.১	১০০.০	৯৮.৭	১০০.০	৬২.৬	৯৮.৫	৯৪.১	১০০.০	৯৯৪
চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৮.৬	২৩.৪	৯৭.৯	২৫.৫	১৯.১	৭০.১	১৮.৯	১৭.৮	১০.৯	৩৪৯
এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে	৩.৬	১৪.০	৫৭.৯	১৪.৪	০.০	৬৯.২	৪.৫	২৯.৭	০.০	২১০
স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	২.৪	২৮.০	১১.৬	২২.৯	১.৪	৬৭.৩	৩.৮	৩১.৪	০.০	১৯৪
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে	১৪.৫	৪৭.৭	৩৬.৮	৩৯.২	২৭.০	৭৬.৬	৩৮.৬	৫৭.৬	৯২.৭	৪৯৯
কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৭২.৩	১৫.৯	৯২.৬	৩৮.৬	১৮.৪	৫৮.৯	৯.৮	৪৮.৩	৯৯.১	৪৯২
স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৫.৪	৩৪.৬	৪৮.৪	৭১.৯	৭৯.৪	৬০.৭	১০.৬	২৫.৪	৯৬.৪	৫৬৬
হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে	১৩.৩	৫৩.৩	৬৯.৫	৪১.২	৯৭.২	৮২.২	৩৭.৯	৩৪.৭	১০০.০	৬২৩
হাস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৮.৬	৩২.৭	৭১.৬	৫৮.২	২৫.৫	৭৪.৮	২০.৫	২৯.৭	২৪.৫	৪২৯
মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	১.২	১২.১	৬১.১	২২.৯	১৪.৯	৫৩.৩	৩৩.৩	১৬.১	০.০	২৪৮
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে	২৫.৩	২৫.২	৮১.১	৬৯.৯	৪৭.৫	৩৭.৪	১৫.২	৪৫.৮	১.৮	৪১৫
চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে	৪১.০	৩২.৭	৯৬.৮	৩০.১	৮০.১	৭৬.৬	৫৭.৬	২৭.১	১০০.০	৬২০
রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৫.৮	৫৭.০	৯৩.৭	৬০.১	৯৫.০	৬৬.৪	২৭.৩	১৫.৩	৯৯.১	৬৪৮
সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	২৭.৭	৫৭.৯	৯৫.৮	৩৪.৬	৮৭.২	৫৩.৩	৫৭.৬	৪.২	১.৮	৪৯২
মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৩.৪	৪২.১	৭২.৬	৫২.৩	৭৯.৪	২২.৪	৩.৮	৩.৪	৯২.৭	৪৭৭
n	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬

সারণি -৭.১৯: বিদ্যুৎ ব্যবহারে খানার সুবিধা সমূহ

উত্তর	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে সুবিধা পেয়েছেন কি না										
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
না	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট সংখ্যা (N)	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
সুবিধা সমূহ										
রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা আগের থেকে বেশী সময় ধরে করতে পারে	৯৮.৮	৮৯.৭	১০০.০	৮৩.৬	৭৪.৫	৬০.৪	৯৬.২	৬৭.৮	৮৬.৪	৮৩.৫
টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছে,	৮৪.৩	৬৩.৬	৯৫.৮	৬৬.৪	৬৬.৭	৯১.৫	৫৭.৬	৩১.৩	৮০.০	৬৯.৩
ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে,	০.০	.৯	৩২.৬	১.৩	০.০	৩৪.৯	৫.৩	২.৬	.৯	৭.৯

ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে,	৪.৮	২০.৬	৬২.১	৩০.৩	১০.৬	৫১.৯	৯.৮	১.৭	১.৮	২০.৯
খানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে,	৪২.২	৫৪.২	৯২.৬	৬১.২	৭৪.৫	৮৮.৭	৩৬.৪	৪৮.৭	১০০.০	৬৬.০
সেচ পাম্প ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে,	৭.২	২৫.২	৯২.৬	৭.২	৩৪.৮	৭৭.৪	৫৬.১	২.৬	২.৭	৩২.৯
মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার সুযোগ হয়েছে,	৮৩.১	৯০.৭	৮৯.৫	৯৮.৭	৯৯.৩	৯৩.৪	৯২.৪	৮০.০	১০০.০	৯২.৬
সার্বিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে,	৬২.৭	৩৪.৬	৭৭.৯	৪১.৪	৭৮.৭	১১.৩	৪.৫	৩২.২	৯৯.১	৪৮.১
অন্যান্য	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	.৯	.৮	০.০	০.০	০.২
n	৮৩	১০৭	৯৫	১৫২	১৪১	১০৬	১৩২	১১৫	১১০	১০৪১

বি: দ্র: ৪ একাধিক উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি -৭.২০: সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার

উত্তর	নাটোর	পাবনা	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	দিনাজপুর	কুড়িগ্রাম	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	মোট
সেচের আওতায় কোন জমি আছে কি না										
হ্যাঁ	১০০.০	৫৯.৮	৯৪.৭	৪৫.৮	৫৫.৩	৮১.৩	৫৩.৮	৯৫.৮	৯৭.৩	৭২.৯
না	০.০	৪০.২	৫.৩	৫৪.২	৪৪.৭	১৮.৭	৪৬.২	৪.২	২.৭	২৭.১
মোট	৮৩	১০৭	৯৫	১৫৩	১৪১	১০৭	১৩২	১১৮	১১০	১০৪৬
সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়িত কি না										
হ্যাঁ	৩১.৩	৬৫.৬	১০০.০	৭৮.৬	৮৪.৬	৯৭.৭	৬২.৯	৮৮.৫	.৯	৬৬.৮
না	৬৮.৭	৩৪.৪	০.০	২১.৪	১৫.৪	২.৩	৩৭.১	১১.৫	৯৯.১	৩৩.২
মোট	৮৩	৬৪	৯০	৭০	৭৮	৮৬	৭০	১১৩	১০৭	৭৬১
বিদ্যুতায়িত প্রতি শতকে সেচ খরচ (গড়ে)										
গড়	৪০	৭৩	৫৩	৬৪	৪৯	৪০	৬০	৫১	৮০	৫৩
সর্বোচ্চ	৪৫	১২০	৯০	৭০	৬৫	৭৫	৭০	৯০	৮০	১২০
সর্বনিম্ন	৪০	৩০	৪৫	৬০	৪০	৩০	৩০	৪০	৮০	৩০
বিদ্যুতায়িত না হলে প্রতি শতকে সেচ খরচ (গড়ে)										
গড়	৭৩	৮৭	৮০	৭৪	৭৬	৬৪	১২৪	৭৮	৮৫	৮২
সর্বোচ্চ	৮০	১৪০	১২০	৮০	১০০	৭৬	১৫০	৯০	৯০	১৫০
সর্বনিম্ন	৪০	৩০	৩৫	৪০	৬০	৫০	৫০	৪০	৪০	৩০

সারণি-৭.২২ বিদ্যুৎ সংযোগে এলাকার উন্নয়ন হবে কি না (কম্বোল)

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৫২৩	১০০.০
না	-	-
মোট	৫২৩	১০০.০

সারণি-৭.২৩ বিদ্যুৎ সংযোগে এলাকার উন্নয়ন (কম্বোয়াল)

	সংখ্যা	%
ছেলে মেয়েরা বেশী সময় ধরে পড়াশুনা করতে পারে	৪৯৮	৯৫.২
চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়	৩৪১	৬৫.২
এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হতে পারে	৩০৭	৫৮.৭
স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে	২৯৭	৫৬.৮
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়	৩১০	৫৯.৩
কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়	২৭৫	৫২.৬
স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়	২৯৪	৫৬.২
হাট বাজারের উন্নতি হয়	৩৯১	৭৪.৮
হাস-মুরাগির চাষ বৃদ্ধি করা যায়	৩৮২	৭৩.০
মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা যায়	২৯০	৫৫.৪
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি করা যায়	২৮৭	৫৪.৯
চুরি ডাকাত অন্যান্য অপরাধ কম হত	৩৫৭	৬৮.৩
রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেত	৩৬৭	৭০.২
সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেত	৩৯১	৭৪.৮
মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেত	২৫৫	৪৮.৮
অন্যান্য	২৫	৪.১

বি: দ্র: ৪ একাধিক উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি-৭.২৪ বিদ্যুৎ সংযোগে খানার উপকার

উপকার সমূহ	সংখ্যা	%
১. রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় ধরে করতে পারতো	৪৩৭	৮৩.৬
২. টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখা যেত	৪৭২	৯০.২
৩. ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করা যেত	২৮৪	৫৪.৩
৪. ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করা যেত	২৯১	৫৫.৬
৫. গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইত	৩৮৫	৭৩.৬
৬. সেচ পাম্প ব্যবহার করা যেত	৩০৭	৫৮.৭
৭. মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়া যেত	৪৯৫	৯৪.৬
৮. সার্বিক আয় বৃদ্ধি পায়	১২০	২২.৯
৯. অন্যান্য	৫১	৯.৮
n	৫২৩	

বি: দ্র: ৪ একাধিক উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি-৭.২৫ সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়িত কি না

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২১৩	৫৪.৮
না	১৭৬	৪৫.২
মোট	৩৮৯	১০০.০

সারণি-৭.২৬ প্রতি শতক জমিতে গড় সেচ খরচ

গড় খরচ বিদ্যুতায়িত পাম্প	৫৭.০
সর্বোচ্চ	১১০.০
সর্বনিম্ন	৪৫.০
গড় সেচ খরচ ডিজেল চালিত পাম্প	
গড়	৮৭.০
সর্বোচ্চ	১৫০
সর্বনিম্ন	৫৮.০

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

সারণি-৭.২৮ উত্তরদাতার পদবী

পদবী	সংখ্যা	%
মালিক	৯৭	৯২.৪
ম্যানেজার	৮	৭.৬
কর্মচারী	-	-
মোট	১০৫	১০০.০

সারণি-৭.২৯: উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ও শিক্ষাগত তথ্য

লিঙ্গ	সংখ্যা	%
পুরুষ	১০১	৯৬.২
মহিলা	৪	৩.৮
মোট	১০৫	১০০.০

উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা		
শিক্ষা	সংখ্যা	%
১-৫ম শ্রেণি	৪৯	৪৬.৬
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি	২৭	২৫.৭
৯ম-১০ শ্রেণি	৯	৮.৫
এস এস সি তার উর্দে	২০	১৯.০
মোট	১০৫	১০০.০

সারণি ৭.৩১ দোকানের জনবল

কতজন	সংখ্যা	%
১ জন	৪৪	৪১.৯
২-৩ জন	৫১	৪৮.৬
৪-৫ জন	৪	৩.৮
৫ জনের বেশী	৬	৫.৭
মোট	১০৫	১০০.০
গড়	২.২	

সারণি ৭.৩২ ব্যবসায় বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

বাৎসরিক আয় (টাকা)	সংখ্যা	%
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৩১	২৯.৫
১০০০০১ - ২০০০০০	৩৬	৩৪.৩
২০০০০১ - ৩০০০০০	১৪	১৩.৪
৩০০০০১ - ৪০০০০০	১০	৯.৫
৪০০০০১ - ৫০০০০০	৬	৫.৭
৫০০০০০ টাকার বেশী	৮	৭.৬
মোট	১০৫	১০০.০
গড় আয়	২২৮,৯১৪	

ব্যবসায় বাৎসরিক ব্যয়		
বাৎসরিক আয় (টাকা)	সংখ্যা	%
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৫৮	৫৫.৩
১০০০০১ - ২০০০০০	২২	২১.০
২০০০০১ - ৩০০০০০	১১	১০.৫
৩০০০০১ - ৪০০০০০	৯	৮.৬
৪০০০০১ - ৫০০০০০	-	-

৫০০০০০ টাকার বেশী	৫	৪.৬
মোট	১০৫	১০০.০
গড় আয়	১৫১,৪৭৭	

সারণি ৭.৩৩ বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা হয়েছিল কিনা

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪৪	৪১.৯
না	৬১	৫৮.১
মোট	১০৫	১০০.০
যদি হ্যাঁ হয় তাহলে, কি কি অসুবিধা হয়েছিল		
অপেক্ষা করতে হয়েছিল	৩৯	৮৮.৬
আতিরক্ত টাকা পরিসা লেগেছিল	১২	২৭.৩
n	৪৪	

একাধিক উত্তর

সারণি-৭.৩৪ বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ব্যবসার সুবিধাসমূহ

সুবিধা সমূহ	সংখ্যা	%
বিক্রির পরিমাণ বাড়ছে	৬৯	৬৫.৭
অধিক সময় ধরে কাজ করা যায়	৮১	৭৭.১
অনেক রাত দোকান খোলা রাখা যায়	৯২	৮৭.৬
তাড়াতাড়ি মাল তৈরী করা যায়	৬৭	৬৩.৮
দোকানে ফ্রিজ ব্যবহার করতে পারছি	৩১	২৯.৫
দোকানে টিভি চালানো যায়	৭৩	৬৯.৫
সেলাই মেশিনে বিদ্যুৎ দিয়ে কাজ করা যায়	৪৬	৪৩.৮
n	১০৫	

সারণি-৭.৩৫ বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ করার ফলে ব্যবসার আয় বেড়েছে কিনা

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১০৫	১০০.০
না	-	-
মোট	১০৫	১০০.০
বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে (%)		
	সংখ্যা	%
১০	১১	১০.৫
১১-২০	২২	২১.০
২১-৩০	২৬	২৪.৮
৩১-৪০	২০	১৯.০
৪১-৫০	১৮	১৭.১
৫০ এর বেশী	৮	৭.৬
মোট	১০৫	১০০.০

সারণি-৭.৩৬ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৪	৮০	২

সারণি-৭.৩৮ বিদ্যুৎ বিল সময়মত পাওয়া যায় কিনা

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১০৫	১০০.০
না	-	-
মোট	১২০	১০০.০
বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করা হয় কিনা		
উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৯৭	৯২.৪
না	৮	৭.৬
মোট	১০৫	১০০.০
এই বিল পরিশোধ করতে অসুবিধায় হয় কিনা		
উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১০	৯.৫
না	৯৫	৯০.৫
মোট	১০৫	১০০.০

সারণি -৭.৩৯ দৈনিক মোটামুটিভাবে গড়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার (ঘন্টায়)

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
১২.৭	২২.০	৬.০

সারণি-৭.৪০ পেন্ড্রোল/ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের খরচ

উত্তর	সংখ্যা	%
কম	১০০	৯৫.২
বেশী	২	১.৯
একই রকম	৩	২.৯
মোট	১০৫	১০০.০
কত শতাংশ কম হয়		
কত %	সংখ্যা	%
২০	৩৮	৩৮.০
২১-৪০	৪২	৪২.০
৪১-৬০	৬	৬.০
৬০ এর বেশী	১৪	১৪.০
মোট	১০০	১০০.০

সারণি-৭.৪১ লোডশেডিং এর কারণে ব্যবসার ক্ষতি

ক্ষতি	সংখ্যা	%
বিক্রয় কম হয়	৬৮	৬৬.০
সময় মত বিক্রয় করা যায় না	৩০	২৯.১
বিদ্যুৎ না থাকলে মালামাল নষ্ট হয়	৩৮	৩৬.৯
ডিজেসেল ব্যবহার করলে খরচ বেশী হয়	১৬	১৫.৫
<i>n</i>	১০৫	

সারণি-৭.৪২ এলাকায় গড় লোড শেডিংয়ের পরিমাণ (ঘন্টায়)

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৪.০	৮	১

শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

সারণি- ৭.৪৪: উত্তরদাতাদের পদবী, লিঙ্গ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার হার

পদবী	সংখ্যা	%
উত্তরদাতার পদবী		
মালিক	১৯	৮৩.৬
ম্যানেজার	৪	১৬.৪
মোট	২৩	১০০.০
উত্তরদাতার লিঙ্গ		
লিঙ্গ	সংখ্যা	%
পুরুষ	২৩	১০০.০
মহিলা	-	-
মোট	২৩	১০০.০
উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা		
শিক্ষা	সংখ্যা	%
৫-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত	৯	৩৯.১
এস এস সি পাশ	৭	৩০.৪
এইচ এসসি পাশ	৪	১৭.৪
বিএ পাশ	৩	১৩.১
মোট	২৩	১০০.০

সারণি-৭.৪৬ কারখানায় কর্মচারীর সংখ্যা

কতজন	সংখ্যা	%
১-২	৫	২১.৭
৩-৪	৯	৩৯.১
৫-৬	৪	১৭.৪
৬ এর বেশী	৫	২১.৭
মোট	২৩	১০০.০
গড়	৫.৭	

সারণি-৭.৪৭ কারখানার বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

বাৎসরিক আয় টাকা	সংখ্যা	%
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	১	৪.৩
১০০০০১ - ২০০০০০	৫	২১.৭
২০০০০১ - ৩০০০০০	৪	১৭.৪
৩০০০০১ - ৪০০০০০	৫	২১.৭

৪০০০০১ - ৫০০০০০	-	-
৫০০০০০ টাকার বেশী	৮	৩৪.৮
মোট	২৩	১০০.০
গড় আয়	৬,৪২,৩৪৭	
কারখানার বাৎসরিক ব্যয় (টাকায়)		
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৪	১৭.৪
১০০০০১ - ২০০০০০	৯	৩৯.১
২০০০০১ - ৩০০০০০	৩	১৩.০
৩০০০০১ - ৪০০০০০	-	-
৪০০০০১ - ৫০০০০০	-	-
৫০০০০০ টাকার বেশী	৭	৩০.৪
মোট	২৩	১০০.০
গড় আয়	৪,৯৩,৭৩৯	

সারণি-৭.৪৮ বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা হয়েছিল কিনা

অসুবিধা	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩	১৩.০
না	২০	৮৭.০
মোট	২৩	১০০.০
অসুবিধা সমূহ		
অপেক্ষা করতে হয়েছিল	৩	১০০.০
অতিরিক্ত টাকা পরিসা লেগেছিল	১	৩৩.৩
<i>n</i>	৩	
আবেদন করার পর সংযোগ পাওয়া গড় (দিনে)		
গড়	৫৬	
সর্বোচ্চ	১৮০	
সর্বনিম্ন	২৫	
বিদ্যুৎ ব্যবহার (ঘন্টায়)		
গড়	১২	
সর্বোচ্চ	১৬	
সর্বনিম্ন	৭	

সারণি-৭.৪৯ মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিল

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৫৭৩৯	৩২০০০	৭০০

সারণি-৭.৫০ বিদ্যুৎ বিল সময়মত প্রাপ্তদের সংখ্যা ও হার

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৩	১০০.০
হাঁ	-	-
মোট	২৩	১০০.০

সারণি-৭.৫১ পেট্রোল ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে খরচ

উত্তর	সংখ্যা	%
কম	২৩	১০০.০
বেশী	-	-

একই রকম	-	-
মোট	২৩	১০০.০
কত শতাংশ কম হয়		
২০% পর্যন্ত	৮	৩৪.৮
২১-৪০	৬	২৬.১
৪১-৬০	৫	২১.৭
৬০ এর বেশী	৪	১৭.৪
মোট	২৩	১০০.০

সারণি-৭.৫২ এলাকায় গড়ে ২৪ ঘন্টায় লোড শেডিংয়ের পরিমাণ

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৪	৮	২

সারণি-৭.৫৩ লোডশেডিং এর কারণে ব্যবসার ক্ষতি

মতামত	সংখ্যা	%
উৎপাদন কম হয়	১৭	৭৩.৯
বিক্রয় কম হয়	৯	৩৯.১
সময় মত উৎপাদন করা যায় না	১৩	৫৬.৫
ডিজেসেল ব্যবহার করলে খরচ বেশী হয়	৭	৩০.৪
n	২৩	

সেচ পাম্প মালিকদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

সারণি -৭.৫৫ উত্তরদাতাদের পদবী

পদবী	সংখ্যা	%
মালিক	২১	৯১.৩
ম্যানেজার	২	৮.৭
মোট	২৩	১০০.০

সারণি -৭.৫৬ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা	সংখ্যা	%
স্কুলে যায় নাই	-	-
১-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	৭	৩০.৪
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি	৫	২১.৭
৯ম-১০ শ্রেণি	৪	১৭.৪
এস এস সি তার উর্দে	৭	৩০.৪
মোট	২৩	১০০.০
প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ		
অগভীর নলকূপ	৮	৩৪.৮
গভীর নলকূপ	১৫	৬৫.২
মোট	২৩	১০০.০

সারণি-৭.৫৭ বিদ্যুৎ ব্যবহার গড় মাস

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৮	৭২	১২

সারণি-৭.৫৮ বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা হয়েছে কিনা

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১২	৫২.২
না	১১	৪৭.৮
মোট	২৩	১০০.০
অসুবিধা সমূহ		
অপেক্ষা করতে হয়েছিল	১০	৮৩.৩
অতিরিক্ত টাকা পরিসা লেগেছিল	৪	১৬.৭
n	১২	

সারণি-৭.৫৯ আবেদন করা থেকে সংযোগ পাওয়া (দিনে)

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
১৫৮	৩৬৫	৩০

সারণি-৭.৬০ সংযোগ পাওয়ার পূর্বে সেচ পাম্প ব্যবহার হয়েছে কিনা

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১৩	৫৬.৫
না	১০	৪৩.৫
মোট	২৩	১০০.০

সারণি-৭.৬১ মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ (টাকায়)

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৬৬২৯	১৮০০০	১০০০

সারণি-৭.৬২ বিদ্যুৎ বিল সময়মত পাওয়া যায় কিনা

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৩	১০০.০
না	-	-
মোট	২৩	১০০.০

সারণি-৭.৬৩ বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করা হয় কিনা

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২১	৯১.৩
না	২	৮.৭
মোট	২৩	১০০.০

সারণি -৭.৬৪ পাম্প থেকে বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

বাৎসরিক আয় টাকা	সংখ্যা	%
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৮	৩৪.৮
১০০০০১ - ২০০০০০	১৩	৫৬.৫
২০০০০১ - ৩০০০০০	১	৪.৩
৩০০০০১ - ৪০০০০০	১	৪.৩
৪০০০০১ - ৫০০০০০	০	০.০
৫০০০০০ টাকার বেশী	০	০.০
মোট	২৩	১০০.০

গড় আয়	১,৩৬,৩৬৭	
পাম্প থেকে বাৎসরিক ব্যয়		
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	১৭	৭৩.৯
১০০০০১ - ২০০০০০	৫	২১.৭
২০০০০১ - ৩০০০০০	১	৪.৩
৩০০০০১ - ৪০০০০০	০	০.০
৪০০০০১ - ৫০০০০০	০	০.০
৫০০০০০ টাকার বেশী	০	০.০
মোট	২৩	১০০.০
গড় আয়	৭৭,৩৪৭	

সারণি-৭.৬৬ সেচ যন্ত্রে মাসিক গড় ডিজেল ও কেরোসিন ব্যয়

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৩,২৩৯	৮০,০০০	১৫০০

সারণি-৭.৬৭ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত পাম্প এবং ডিজেল ও কেরোসিন দিয়ে প্রতিশতকে ব্যয়

	বিদ্যুৎ সংযোগ	ডিজেল ও কেরোসিন
গড়	৫১	৮৩
সর্বোচ্চ	৩০	৬০
সর্বনিম্ন	৮০	১৪০

সারণি-৭.৬৮ বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বাড়ছে

কত %	সংখ্যা	%
২০	৩	১৩.৬
২১-৪০	৯	৪০.৯
৪১-৬০	৬	২৭.৩
৬০ এর বেশী	৪	১৮.২
মোট	২৩	১০০.০

সারণি-৭.৬৯ এলাকায় কি পরিমাণ সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে হয়েছে

কত টা	সংখ্যা	%
২ টি	২	৯.১
৩ টি	৬	২৭.৩
৪ টি	২	৯.১
৫ টি	৪	১৮.২
৬ এর বেশী	৮	৩৬.৪
মোট	২৩	১০০.০

সারণি-৭.৭০ লোডশেডিং এর কারণে ব্যবসার ধরনের ক্ষতি

ক্ষতি	সংখ্যা	%
তেমন লোড শেডিং হয় না	৮	৩৬.৪
মিটার নষ্ট হয়	১১	৫০.০
গ্রাহক কমে যায়	৯	৪০.৯
ফসল নষ্ট হয়	১৩	৫৬.১
n	২৩	

সারণি-৭.৭১ এলাকায় গড়ে ২৪ ঘন্টায় কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না

	গ্রীষ্ম		বর্ষাকাল		শীতকাল	
	দিন	রাত	দিন	রাত	দিন	রাত
গড়	৪	৪	৩	২	৩	২
সর্বোচ্চ	১০	১০	১০	১০	৮	৭
সর্বনিম্ন	১	১	১	১	-	-

কী ইনফরমেন্টসদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফল টেবিল

সারণি-৭.৭২ উত্তরদাতাদের লিঙ্গ, শিক্ষা এবং পেশা ভিত্তিক তথ্য

পুরুষ/মহিলা	সংখ্যা	%
পুরুষ	৪০	৮৮.৯
মহিলা	৫	১১.১
মোট	৪৫	১০০.০
শিক্ষা	সংখ্যা	%
১-৫ম শ্রেণি	৩	৬.৭
৬-১০ শ্রেণি	৪	৮.৯
এস এস সি পাশ	১৩	২৮.৯
এইচ এস সি	১০	২২.২
বি এ এসসি (ইঞ্জিনিয়ার)	১০	২২.২
এম এ পাশ	৫	১১.১
মোট	৪৫	১০০.০
পেশার বন্টন	সংখ্যা	%
কৃষক	৭	১৫.৬
গৃহস্থলী	২	৪.৪
সরকারী চাকুরী	১০	২২.২
বেসরকারী চাকুরী	৬	১৩.৩
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৮	১৭.৮
শিক্ষক	২	৪.৪
পেশাজীবী(ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মীয় নেতা/ ইমাম ইত্যাদি)	১০	২২.২
মোট	৪৫	১০০.০

সারণি -৭.৭৩: বিদ্যুত ব্যবহারে সুবিধা সমূহ

উত্তর	সংখ্যা	%
বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুবিধা		
হ্যাঁ	৪৫	১০০.০
না	-	-
মোট	৪৫	১০০.০
উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে	সংখ্যা	%
সুবিধা সমূহ		
১. ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে	৩৯	৮৬.৭
২. চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৭	৮২.২
৩. এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে	২৩	৫০.০
৪. স্কুল কলেজ প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে	২৬	৫৭.৭
৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে	৩৬	৮০.০
৬. কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	২৮	৬২.২
৭. স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৩১	৬৭.৮
৮. হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে	২৯	৬৪.৪
৯. হাস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	২৬	৫৭.৮
১০. মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	২৩	৫১.১
১১. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে	২০	৪৩.৩
১২. চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে	২৭	৬০.০

১৩. রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৩১	৬৮.৮
১৪. সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	২৮	৬২.২
১৫. মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	১৯	৪২.২
১৬. অন্যান্য	১	২.২
একাধিক উত্তর	৪৫	

সারণি-৭.৭৪ বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকার উন্নতি

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪৫	১০০.০
না	-	-
মোট	৪৫	১০০.০
কোন কোন খাতের উন্নতি		
কোন কোন খাত	সংখ্যা	%
হাট বাজার উন্নতি হয়েছে	২৩	৫১.১
চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৮	৮৪.৪
সেচ পাম্প বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৪	৭৫.৫
মুরগির খামার গড়ে উঠেছে	৩৬	৮০.০
শিক্ষা খাতে উন্নতি হয়েছে	৪১	৯১.১
এলাকায় রাইচ মিল গড়ে উঠেছে	২৯	৬৪.৪
একাধিক উত্তর	৪৫	
কোন খাতটি সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে		
কোন খাতটি	সংখ্যা	%
কলকারখানার সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে	৪২	৯৩.৩
কৃষি খাতে উন্নতি হয়েছে	৩৩	৭৩.৩
চিকিৎসা সেবার সুযোগ বেড়েছে	৪০	৮৮.৮
ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ঘটেছে	৪৪	৯৭.৮
একাধিক উত্তর	৪৫	

সারণি- ৭.৭৫ বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকায় বেশী করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে

উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩৯	৮৬.৬
না	৬	১৩.৪
মোট	৪৫	১০০.০
গড়ে উঠা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরণ		
রাইস মিল গড়ে উঠেছে	৩৬	৯২.৩
স' মিল গড়ে উঠেছে	৩৫	৮৯.৭
ইলেকট্রিক মেশিনে সেলাই কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৩	৮৪.৬
লেদ মেশিন /ওয়ার্কশপ গড়ে উঠেছে	৩১	৭৯.৪
আইস ক্রিম মিল গড়ে উঠেছে	১৯	৪৮.৭
কোল্ড স্টোরেজ গড়ে উঠেছে	১৭	৪৩.৫
n	৩৯	
ইন্টারনেটের ব্যবহারে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত উপকার		
কিভাবে	সংখ্যা	%
ভর্তি প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে	৩৭	৮২.২
অন লাইনে পত্রিকা পড়া যায়	৩১	৬৮.৮
পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়	৪২	৯৩.৩
ইন্টারনেটে আবেদন সহজ হয়েছে	২৯	৬৪.৪
একাধিক উত্তর	৪৫	
অভিযোগ করা হয় কিনা		
উত্তর	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪৩	৯৫.৫
না	২	৪.৫
মোট	৪৫	১০০.০

বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানার জন্য প্রশ্নমালা

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

ভূমিকা

পল্লী অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির শুরু হতে মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রক্রিয়া, স্থাপন, সার্ভিস ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ ও এর সঠিক ব্যবহার হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য উপকারভোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাদি, বিদ্যুৎ ব্যবহার, ব্যক্তিগত ও এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, কৃষি, তথ্য, মহিলাদের কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে প্রকৃত ও বাস্তব তথ্য জানার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নমালা তৈরী করেছে। প্রশ্নমালার নমুনা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো :

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

- ১। উত্তর দাতার নামঃ _____ ২। বয়সঃ _____ বছরে
- ৩। পুরুষ/মহিলাঃ _____ ১=পুরুষ ২=মহিলা
- ৪। জেলাঃ _____ ৫। উপজেলাঃ _____
- ৬। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৭ক। ইউনিয়নঃ _____ ৭খ। গ্রামঃ _____
- ৭গ। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বার-----
- ৮। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ]
- ৯। পেশাঃ (১) কৃষক, (২) গৃহস্থালী, (৩) সরকারী চাকুরী, (৪) বেসরকারী চাকুরী, (৫) ব্যবসা, (৬) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (৭) শিক্ষক, (৮) পেশাজীবী (ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি), (৯) ক্ষুদ্র পেশাজীবী (কামার/কুমার/জেলে ইত্যাদি), (১০) দিনমজুর (কৃষি), (১১) দিনমজুর (অ-কৃষি), (১২) রিক্সা/ভ্যান চালক, (১৩) অন্যান্য-----
- ১০। ক) আপনার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা কত জন? পুরুষ _____ মহিলা _____
- খ) স্কুলে যায়, এমন ছেলের সংখ্যা _____ মেয়ের সংখ্যা _____

অর্থনৈতিক তথ্য

- ১১। আপনার পরিবারের আয়ের উৎস সম্পর্কে দয়া করে বলুন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন)

বিদ্যুৎ নেয়ার পূর্বে	বিদ্যুৎ নেয়ার পরে
১=কৃষি	১=কৃষি
২= ব্যবসা	২= ব্যবসা
৩= কুটির শিল্প	৩= কুটির শিল্প
৪= হাঁস মুরগীর খামার	৪= হাঁস মুরগীর খামার
৫= মাছের চাষ	৫= মাছের চাষ
৬=সেলাইর কাজ	৬=সেলাইর কাজ
৭=সেচ সেবা বিক্রি	৭=সেচ সেবা বিক্রি
৮= চাকুরি	৮= চাকুরি
৯=অন্যান্য-----	৯= অন্যান্য-----

- ১২। বিভিন্ন উৎস থেকে আপনার পরিবারের বাৎসরিক আয় কত টাকা?

১৩। আপনার পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় কত টাকা?

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি

১৪। আপনার এলাকায় কত সালে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে?

১৫। আপনি কত মাস ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন?

১৬। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আপনার কি কোন অসুবিধা হয়েছিল? (১=হ্যাঁ, ২=না)

১৭। যদি হ্যাঁ হয় তাহলে, কি কি অসুবিধা হয়েছিল?

১= অপেক্ষা করতে হয়েছিল, ২=টাকা পয়সা লেগেছিল, ৩= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

১৮। আবেদন করার কতদিন পর আপনি সংযোগ পেয়েছেন? (মাসে লিখুন)

১৯। আপনাদের এলাকায় গড়ে দৈনিক কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?

১৯ক। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে কত টাকা অতিরিক্ত মাসে খরচ হয়?

২০। আপনার পরিবারে বিদ্যুত চালিত কি কি জিনিস আছে?

১=টিভি, ২=জিজ, ৩= কম্পিউটার, ৪=ভিসিডি, ৫=পাখা, ৬=মাড়াই কল ৭=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

২১। আপনার মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিল কত টাকা?-----

২২। আপনি বিদ্যুৎ বিল সময় মত পান কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)

২৩। আপনি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না ৩=মারো মারো দেবী হয়)

বিদ্যুতের উপকারিতা

২৪। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুতের কারণে আপনার এলাকার মানুষ লাভবান হয়েছে? (১=হ্যাঁ, ২=না)

২৫। উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে (উত্তর একধিক হতে পারে)

১৭. ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে

১৮. চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

১৯. এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে

২০. স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

২১. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে

২২. কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে

২৩. স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

২৪. হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে

২৫. হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে

২৬. মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে

২৭. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে

২৮. চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে

২৯. রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

৩০. সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে

৩১. মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে

৩২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

- ২৬। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আপনার খানা উপকৃত হয়েছে কি? (১= হ্যাঁ, ২=না)
- ২৭। উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে? (উত্তর একাধিক হতে পারে)
- | | | |
|----|--|---|
| ১. | রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা আগের থেকে বেশী সময় ধরে করতে পারে, | ১ |
| ২. | টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছে, | ২ |
| ৩. | ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে, | ৩ |
| ৪. | ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে, | ৪ |
| ৫. | খানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে, | ৫ |
| ৬. | সেচ পাম্প ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে, | ৬ |
| ৭. | মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার সুযোগ হয়েছে, | ৭ |
| ৮. | সার্বিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, | ৮ |
| ৯. | অন্যান্য (উল্লেখ করুন)----- | |
- ২৮। আপনার কি সেচের আওতায় কোন জমি আছে? (১= হ্যাঁ, ২=না)
- ২৯। উত্তর হ্যাঁ হলে, সেচ যন্ত্র কি বিদ্যুতায়িত? (১= হ্যাঁ, ২=না)
- ৩০। উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রতি শতক জমিতে একটি মৌসুমে সেচ দিতে কত টাকা লাগে?
- ৩১। সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়িত না হলে, প্রতি শতক জমিতে একটি মৌসুমে সেচ দিতে কত টাকা লাগে?
- ৩২। আপনি কি মনে করেন, আপনার এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার পর আয় বেড়েছে?
(১= হ্যাঁ, ২=না ৩=আগের মত, ৪=জানিনা)
- ৩৩। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগের গুণগত মান কেমন? (১=ভালো, ২=ভালো না)
- ৩৪। আপনার বাড়িতে কম্পিউটার আছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ৩৫। বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে দেশব্যাপী আপনার এলাকায় ইন্টারনেট যোগাযোগ সহজ হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ৩৬। কি কি কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার হয়?

- ৩৭। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুতের ফলে কম্পিউটার ব্যবহার সহজ হয়েছে? (১= হ্যাঁ, ২=না)
- ৩৮। আপনার আশেপাশে বিদ্যুতায়নের কাজে নির্মাণ ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন কি? (১= হ্যাঁ, ২=না)
- ৩৯। উত্তর হ্যাঁ হলে, কয়টি বিদ্যুৎ পোলে ফটল ধরেছে?
- ৪০। কয়টি বিদ্যুৎ পোল হেলে পড়েছে?
(তথ্যসংগ্রহকারী লক্ষ্য রাখবেন যেন একই পোলের বর্ণনা পুনরাবৃত্তি না হয়)
- ৪১। বিদ্যুৎ সংযোগটির সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ সঠিকভাবে হয় কি না? (১= হ্যাঁ, ২=না)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বর:		

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সংযোগ নেই (কন্ট্রোল গ্রুপ) এমন খানার জন্য প্রশ্নমালা

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

- ১। উত্তর দাতার নামঃ _____ ২। বয়সঃ _____ বছরে
- ৩। পুরুষ/মহিলাঃ _____ (১=পুরুষ ২=মহিলা)
- ৪। জেলাঃ _____ ৫। উপজেলাঃ _____
- ৬। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৭ক। ইউনিয়ন _____ ৭খ। গ্রামঃ _____
- ৭গ। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বার-----
- ৮। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ]
- ৯। পেশাঃ (১) কৃষক, (২) গৃহস্থালী, (৩) সরকারী চাকুরি, (৪) বেসরকারী চাকুরি, (৫) ব্যবসা, (৬) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (৭) শিক্ষক, (৮) পেশাজীবী (ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি), (৯) ক্ষুদ্র পেশাজীবী (কামার/কুমার/জেলে ইত্যাদি), (১০) দিনমজুর (কৃষি), (১১) দিনমজুর (অ-কৃষি), (১২) রিক্সা/ভ্যান চালক, (১৩) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----
- ১০। ক) আপনার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা কত জন? পুরুষ _____ মহিলা _____
- খ) স্কুলে যায় এমন ছেলের সংখ্যা _____ মেয়ের সংখ্যা _____

অর্থনৈতিক তথ্য

- ১১। আপনার পরিবারের আয়ের উৎস সম্পর্কে দয়া করে বলুন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন)
- ১=কৃষি
২= ব্যবসা
৩= কুটির শিল্প
৪= হাঁস মুরগির খামার
৫= মাছের চাষ
৬=সেলাইর কাজ
৭=সেচ সেবা বিক্রি
৮= চাকুরি
৯=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----
- ১২। আপনার পরিবারের বাৎসরিক আয় কত টাকা?
- ১৩। আপনার পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় কত টাকা?
- ১৪। আপনার মাসিক গড় কেরোসিন খরচ কত টাকা?-----
- ১৫। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে কেরোসিন খরচ কম হবে? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ১৬। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুতের কারণে মানুষ লাভবান হতে পারে? (১=হ্যাঁ, ২=না)

১৭। উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে (উত্তর একাধিক হতে পারে)

১. ছেলে মেয়েরা বেশী সময় ধরে পড়াশুনা করতে পারে
২. চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
৩. এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হতে পারে
৪. স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে
৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়
৬. কম্পিউটার এবং ইন্টানেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়
৭. স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়
৮. হাট বাজারের উন্নতি হয়
৯. হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি করা যায়
১০. মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা যায়
১১. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি করা যায়
১২. চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কম হত
১৩. রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেত
১৪. সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেত
১৫. মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেত
১৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

১৮। বিদ্যুৎ সংযোগ পেলেন আপনি কি উপকৃত হতেন? (১= হ্যাঁ, ২=না)

--

১৯। উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

১. রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় ধরে করতে পারতো
২. টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখা যেত
৩. ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করা যেত
৪. ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করা যেত
৫. গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেত
৬. সেচ পাম্প ব্যবহার করা যেত
৭. মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়া যেত
৮. সার্বিক আয় বৃদ্ধি পেত;
৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

১
২
৩
৪
৫
৬
৭

২০। আপনার কি সেচের আওতায় কোন জমি আছে? (১= হ্যাঁ, ২=না)

--

২১।

	গত মৌসুমে প্রতি শতকে খরচ
সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়িত	
সেচ যন্ত্র ডিজেল চালিত	

--

২২। আপনি কি মনে করেন, বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে আপনারদের এলাকায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতো?
(১= হ্যাঁ, ২=না ৩=জানিনা)

--

২৩। যদি হ্যাঁ হয়, কিভাবে বলুন?

- ২৪। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে আপনাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হত? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ২৫। যদি হ্যাঁ হয়, কিভাবে বলুন?

- ২৬। বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হত কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ২৭। যদি হ্যাঁ হয়, কিভাবে বলুন?

- ২৮। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়? (১= হ্যাঁ, ২=না)
- ২৯। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে আপনার আয় বৃদ্ধি পেত? (১= হ্যাঁ, ২=না)
- ৩০। আপনাদের এলকায় বিদ্যুৎ এলে, আপনি কি সংযোগ নিবেন? (১= হ্যাঁ, ২=না)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বর:		

বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের জন্য প্রশ্নমালা

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিসএস

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

- ১। উত্তর দাতার নামঃ _____ ২। বয়সঃ _____ বছরে
- ৩। উত্তরদাতার পদবীঃ ১=মালিক ২=ম্যানেজার ৩=কর্মচারী
- ৪। পুরুষ/মহিলাঃ ১=পুরুষ ২=মহিলা
- ৫। জেলাঃ _____ ৫। উপজেলাঃ _____
- ৬। পিবিসএস এলাকাঃ _____ ৭ক। ইউনিয়নঃ _____ ৭খ। গ্রামঃ _____
- ৭গ। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বারঃ _____
- ৮। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ]
- ৯। প্রতিষ্ঠানের ধরনঃ ১=মুদী দোকান, ২=চায়ের দোকান, ৩ রেস্টুরেন্ট/হোটেল, ৪=কাপড়ের দোকান, ৫=কাপড় সেলাই, ৬=ডাক্তার খানা/ঔষধের দোকান, ৭=সারের/কীটনাশক/পশুপাখির খাবারের দোকান, ৮=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

অর্থনৈতিক তথ্য

- ১০। আপনার দোকানে কত জন লোক কাজ করে?
- ১১। আপনার দোকানে বাৎসরিক আয় কত টাকা?
- ১২। আপনার দোকানে বাৎসরিক ব্যয় কত টাকা?

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি

- ১৩। আপনার এলাকায় কত সালে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে?
- ১৪। আপনি কত মাস ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন? (মাসে লিখুন)
- ১৫। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আপনার কি কোন অসুবিধা হয়েছিল? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ১৬। যদি হ্যাঁ হয় তাহলে, কি কি অসুবিধা হয়েছিল?
১= অপেক্ষা করতে হয়েছিল, ২=অতিরিক্ত টাকা পয়সা লেগেছিল, ৩= অন্যান্য-----
- ১৭। আবেদন করার কতদিন পর আপনি সংযোগ পেয়েছেন?
- ১৮। আপনার দোকানে কয়টি বাল্ব ও পাখা চলেঃ বাল্বঃ _____ টি, পাখাঃ _____ টি
- ১৯। এছাড়া আর কি কি বিদ্যুতে চলে? [১=টিভি, ২=ফ্রিজ, ৩= কম্পিউটার/ ভিসিডি, ৪=ইন্টারনেট, ৫=অন্যান্য উল্লেখ করুন-----
- ২০। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আপনার ব্যবসার কি কি সুবিধা হয়েছে।
(১) _____
(২) _____

- ২১। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ করার ফলে আপনার ব্যবসার আয় বেড়েছে? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ২২। বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আপনার আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বেড়েছে? ()
- ২৩। আপনার এলাকায় কি পরিমাণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে হয়েছে?
- ২৪। আপনার মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিল কত টাকা?-----
- ২৫। আপনি কি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পান? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ২৬। আপনি কি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করে থাকেন? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ২৭। এই বিল পরিশোধ করতে কি আপনাকে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়েছে? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ২৮। উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কি অসুবিধা

- ২৯। উত্তর হ্যাঁ হলে এ অসুবিধা দূর করতে কি কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
(১) _____
(২) _____
- ৩০। আপনি দৈনিক মোটামুটিভাবে গড়ে কত ঘন্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন?
- ৩১। পেন্ডোল ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে আপনার খরচ কেমন হয়? (১=কম, ২=বেশী, ৩=একই রকম)
- ৩২। যদি কম হয়, তবে মোটামুটিভাবে কত শতাংশ কম হয়?
- ৩৩। আপনার লভ্যাংশের কত অংশ বিদ্যুৎ থাকার কারণে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
- ৩৪। লোডশেডিং এর কারণে আপনার ব্যবসার কি কি ধরনের ক্ষতি হয় (১=বিক্রয় কম হয়, ২=সময় মত বিক্রয় করা যায় না ৩=বিদ্যুৎ না থাকলে মালামাল নষ্ট হয় ৪=ডিজেল ব্যবহার করলে খরচ বেশী হয়)
- ৩৫। আপনার এলাকায় গড়ে ২৪ ঘন্টায় কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?
- ৩৬। বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ কিভাবে কমানো যায় বলে মনে করেন

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বার:		

বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকের জন্য প্রশ্নমালা

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

- ১। উত্তর দাতার নামঃ _____ ২। বয়সঃ _____ বছরে
- ৩। উত্তরদাতার পদবীঃ ১=মালিক, ২=ম্যানেজার, ৩=কর্মচারী
- ৪। পুরুষ/মহিলাঃ ১=পুরুষ ২=মহিলা
- ৫। জেলাঃ _____ ৬। উপজেলাঃ _____
- ৭। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৮। ইউনিয়নঃ _____ ৯। গ্রামঃ _____
- ৯খ। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বারঃ _____
- ১০। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ]
- ১১। প্রতিষ্ঠানের ধরনঃ ১=ধান, গম এবং মসলা ইত্যাদি ভাঙ্গানো মেশিন, ২=স-মিল, ৩=ক্ষুদ্র পোষাক তৈরীর কারখানা, ৪=লব্ধি, ৫=রিম্মা/টেল্লির মেরামত, ৬=লেদ মেশিন ও ওয়ার্কশপ ৭= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----
- ১২। প্রতিষ্ঠার বছরঃ-----

অর্থনৈতিক তথ্য

- ১৩। আপনার কারখানায় কতলোক কাজ করেন?
- ১৪। আপনার কারখানায় বাৎসরিক আয় কত টাকা?
- ১৫। আপনার কারখানায় বাৎসরিক ব্যয় কত টাকা?
- ১৬। আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় কিনা? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ১৭। উত্তর হ্যাঁ হলে, রপ্তানি করে বৎসরে কত টাকা আয় হয়?
- ১৮। যদি বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকত তাহলে কি রপ্তানি করা সম্ভব হত? (১=হ্যাঁ, ২=না)

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি

- ১৯। আপনার এলাকায় কত সালে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে?
- ২০। আপনি কত মাস ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন? (মাসে লিখুন)
- ২১। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আপনার কি কোন অসুবিধা হয়েছিল? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ২২। যদি হ্যাঁ হয় তাহলে, কি কি অসুবিধা হয়েছিল?
১= অপেক্ষা করতে হয়েছিল, ২=অতিরিক্ত টাকা পয়সা লেগেছিল, ৩= অন্যান্য-----
- ২৩। আবেদন করার কতদিন পর আপনি সংযোগ পেয়েছেন?

২৪। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আপনার প্রতিষ্ঠানে কি কি সুবিধা হয়েছে।

- (১) _____
(২) _____
(৩) _____

২৫। আপনার মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিল কত টাকা-----

২৬। আপনি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পেয়ে থাকেন? (১=হ্যাঁ, ২=না)

২৭। আপনি কি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করে থাকেন? (১= হ্যাঁ, ২=না)

২৮। পেট্রোল ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে আপনার উৎপাদন খরচ কম না বেশী হয়?
(১=কম, ২=বেশী, ৩=একই রকম)

২৯। যদি কম হয়, তবে মোটামোটিভাবে কত শতাংশ কম লাগে?

৩০। বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আপনার আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বেড়েছে? ()

৩১। আপনার লভ্যাংশের কত অংশ বিদ্যুৎ থাকার কারণে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৩২। আপনি দৈনিক মোটামুটিভাবে গড়ে কত ঘন্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন?

৩৩। আপনার এলাকায় কি পরিমাণ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে হয়েছে?

৩৪। লোডশেডিং এর কারণে আপনার ব্যবসার কি কি ধরনের ক্ষতি হয়
(১=উৎপাদন কম হয়, ২=সময় মত উৎপাদন করা যায় না ৩=ডিজেল ব্যবহার করলে খরচ বেশী হয়)

৩৫। আপনার এলাকায় গড়ে ২৪ ঘন্টায় কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?

৩৬। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের ভোল্টেজ সর্বোচ্চ কত পাওয়া যায়?

৩৭। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের ভোল্টেজ সর্বনিম্ন কত পাওয়া যায়?

৩৮। বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ কিভাবে কমানো যায় বলে মনে করেন

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বার:		

বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিকের জন্য প্রশ্নমালা

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

- ১। উত্তর দাতার নামঃ _____ ২। বয়সঃ _____ বছরে
- ৩। উত্তরদাতার পদবীঃ ১=মালিক ২=ম্যানেজার ৩=কর্মচারী
- ৪। আপনার পাম্প কোন সাল থেকে বিদ্যুৎ নিয়েছেন? -----
- ৫। জেলাঃ _____ ৬। উপজেলাঃ _____
- ৭। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৮। ইউনিয়নঃ _____ ৯ক। গ্রামঃ _____
- ৯খ। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বারঃ _____
- ১০। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ]
- ১১। প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ ১= অগভীর নলকূপ, ২=গভীর নলকূপ, ৩= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

অর্থনৈতিক তথ্য

- ১২। পাম্প দিয়ে কত একর জমিতে সেচ দিয়ে থাকেন? ----- একর
- ১৩। আপনার পাম্প থেকে বাৎসরিক কত টাকা আয় হয়?
- ১৪। আপনার পাম্প থেকে বাৎসরিক কত টাকা ব্যয় হয়?
- ১৫। ডিজেল চালিত পাম্প দিয়ে এই সমপরিমান জমিতে সেচ দিতে কত টাকা খরচ হত?

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি

- ১৬। আপনার এলাকায় কত সালে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে?
- ১৭। আপনি কত মাস ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন? (মাসে লিখুন)
- ১৮। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আপনার কি কোন অসুবিধা হয়েছিল? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ১৯। যদি হ্যাঁ হয় তাহলে, কি কি অসুবিধা হয়েছিল?
১= অপেক্ষা করতে হয়েছিল, ২=অতিরিক্ত টাকা পয়সা লেগেছিল, ৩= অন্যান্য-----
- ২০। আবেদন করার কতদিন পর আপনি সংযোগ পেয়েছেন?

২১। বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার আগে আপনি সেচ পাম্প পরিচালনা করতেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)

২২। আপনার মটরের ধারন ক্ষমতা কতঃ _____ হর্স, বাঃ _____ কিলোওয়াট

২৩। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আপনার কি কি সুবিধা হয়েছে।

(১) _____

(২) _____

(৩) _____

২৪। আপনার মাসিক গড় (সেচ বাবদ) বিদ্যুৎ বিল কত টাকা-----

২৫। আপনি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পেয়ে থাকেন? (১=হ্যাঁ, ২=না)

২৬। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মিটার রিডার আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রিডিং নেন কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না)

২৭। আপনি কি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করে থাকেন? (১= হ্যাঁ, ২=না)

২৮। আপনি কি বলতে পারেন বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার আগে অনুরূপ একটি সেচ যন্ত্রে মাসিক গড় (সেচ বাবদ) ডিজেল ও কেরোসিন ব্যয় কত টাকা হত?

২৯। বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত পাম্প দিয়ে প্রতি শতক জমিতে কত টাকা খরচ হয়

৩০। বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন পাম্প দিয়ে প্রতি শতক জমিতে কত টাকা খরচ হয়

৩১। বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আপনার আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বেড়েছে? ()

৩২। আপনি দৈনিক মোটামুটিভাবে গড়ে কত ঘন্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন?

৩৩। আপনার এলাকায় কি পরিমাণ সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে হয়েছে?

৩৪। লোডশেডিং এর কারণে আপনার ব্যবসার কি কি ধরনের ক্ষতি হয়

(১) _____

(২) _____

৩৫। আপনাদের এলাকায় বিভিন্ন মৌসুমে দিনে ও রাতে (২৪ ঘন্টায়) কতঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?

মৌসুম / ঋতুতে	দিনে (ঘন্টা)	রাতে (ঘন্টা)
গ্রীষ্মকালে		
বর্ষাকালে		
শীতকালে		

৩৬। বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ কিভাবে কমানো যায় বলে মনে করেন

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বার:		

FGD সভা পরিচালনার জন্য চেক লিষ্ট

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার স্থানঃ

১। জেলাঃ _____ ২। উপজেলাঃ _____

৩। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৪। গ্রামঃ _____

৫। তারিখঃ _____

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীদের নাম	লিঙ্গ	বয়স	পেশা	শিক্ষা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১							
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							
১০							
১১							
১২							

৬. আপনারদের এলাকায় কোন সালে বিদ্যুৎ এসেছে?
৭. বিদ্যুৎ সংযোগ সাব-স্টেশন স্থপনের সময় কি ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল?
৮. হ্যাঁ হলে আপনারা কি তার মূল্য পেয়েছেন? প্রতি শতকের মূল্য কত টাকা দেওয়া হয়েছিল?
৯. আপনারদের গ্রামের শতকরা কতভাগ লোক বিদ্যুৎ ব্যবহার করেনা ?
কেন করে না?-----
১০. আপনারা কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকার উন্নতি হয়েছে?
১১. কোন কোন খাত উন্নতি হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

১২. কোন খাতটি সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

কিভাবে উন্নতি হয়েছে?

১৩. আপনারা কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে?
হ্যাঁ হলে, কোন ধরনের শিল্প কারখানা? -----
১৪. কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে কি?

১৫. বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগের গুণগত মান কেমন ?
১৬. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে (কেরোসিন) জ্বালানি খরচ কমেছে কি না?
১৭. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে (কেরোসিন) জ্বালানি খরচ পূর্বের তুলনায় কত কমেছে বলে মনে করেন?
১৮. আপনারা ঘামে দৈনিক কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?-----ঘন্টা
১৯. আপনারা এলাকায় এমন কত লোক আছে যারা পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির তালিকাভুক্ত না হয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে?
২০. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হয়েছে কি?
কিভাবে উন্নতি হয়েছে?

২১. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি?
২২. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে সেচ খরচ কত কমেছে?
২৩. বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত পাম্প দিয়ে প্রতি শতক জমিতে কত টাকা খরচ হয়
২৪. বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন পাম্প দিয়ে প্রতি শতক জমিতে কত টাকা খরচ হয়
২৫. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি?
২৬. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ করা যায় কি?
২৭. ইন্টারনেটের ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা কিভাবে উপকৃত হয়েছে?

২৮. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে আপনারা এলাকার ব্যবসার উন্নতি হয়েছে কি?
কিভাবে উন্নতি হয়েছে?

২৯. সেবার মান বাড়ানোর জন্য এ বিদ্যুৎ সংযোগের আর কি ধরনের উন্নতি করা দরকার বলে মনে করেন?

৩০. বিদ্যুৎ লাইনের জন্য খরচাদি ও সমস্যাাদি সম্পর্কে বলুন?

৩১. বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ কিভাবে কমানো যায় বলে মনে করেন?

৩২. আপনারা এলাকায় ব্যাটারী চালিত গাড়ির (ইজিবাইক) চার্জ দেওয়া হয় কি না? হ্যাঁ ---- না-----
৩৩. হলে কয়টি ইজিবাইক চার্জ দেওয়া হয় -----

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

কী ইনফরমেন্টদের সাক্ষাৎকার

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

- ১। উত্তর দাতার নাম : -----
 ২। পেশা/পদবী : -----
 ৩। মোবাইল নাম্বার-----

৪। জেলাঃ _____ ৫। উপজেলাঃ _____

৬। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৭ক। ইউনিয়নঃ _____ ৭খ। গ্রামঃ _____

৮। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ]

৯। পেশাঃ (১) কৃষক, (২) গৃহস্থালী, (৩) সরকারী চাকুরি, (৪) বেসরকারী চাকুরি, (৫) ব্যবসা, (৬) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (৭) শিক্ষক,
(৮) পেশাজীবী (ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মীয় নেতা/ ইমাম ইত্যাদি)

১০। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুতের কারণে এ এলাকার মানুষ অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছে?
(১=হ্যাঁ, ২=না)

২৫। উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে (উত্তর একধিক হতে পারে)

১. ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে

১

২. চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

২

৩. এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে

৩

৪. স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

৪

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে

৫

৬. কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে

৬

৭. স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

৭

৮. হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে

৮

৯. হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে

৯

১০. মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে

১০

১১. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে

১১

১২. চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে

১২

১৩. রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

১৩

১৪. সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে

১৪

১৫. মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে

১৫

১৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

১৬

১৬

১৬

১২. আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকার উন্নতি হয়েছে? (১=হ্যাঁ, ২=না)

১৩. কোন কোন খাতে উন্নতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১৪. আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকায় বেশী করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে?
(১=হ্যাঁ, ২=না)

১৫. উত্তর হ্যাঁ হলে, কোন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে?

১৬. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না)
১৭. কোন খাতটি সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১৮. বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগের গুণগত মান কেমন? (১=ভালো, ২=ভালো না)
১৯. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে মাসিক কেরোসিন খরচ কমেছে কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না)
২০. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে কেরোসিন খরচ মাসিক কত টাকা কমেছে বলে মনে করেন?
২১. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ করা যায় কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)
২২. ইন্টারনেটের ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা কিভাবে উপকৃত হয়েছে

২৩. সেবার মান খারাপ হলে আপনারা কি অভিযোগ করেন? (১=হ্যাঁ, ২=না)
২৪. অভিযোগের কোন সুরাহা হয় কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)
২৫. ইন্টারনেটের ফলে এলাকার সাধারণ জনগণ কিভাবে উপকৃত হয়েছে?

২৬. সেবার মান বাড়ানোর জন্য এ বিদ্যুৎ সংযোগের আর কি ধরনের উন্নতি করা দরকার বলে মনে করেন?

২৭. বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় রোধ কিভাবে কমানো যায় বলে মনে করেন

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বার:		

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রধান অফিস (প্রকল্প কার্যালয়) থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেকলিষ্ট-১
 “পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্প”

১। অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি সম্পর্কীয় তথ্য :

অর্থবৎসর	বরাদ্দ চাহিদা	চাহিদা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ	চাহিদা অনুযায়ী অবমুক্তি	অবমুক্তি বিলম্বিত হয়ে থাকলে তার কারণ
২০১০-১১				
২০১১-১২				
২০১২-১৩				
২০১৩-১৪				

২। ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?

না হলে কেন করা সম্ভব হয়নি

(১) _____

(২) _____

(৩) _____

৩। প্রকল্পাধীন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কি?

(১=হ্যাঁ, ২=না)

৪। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকলে কারণ কি?

(১) _____

(২) _____

(৩) _____

৫। এই প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় দুর্বল ও সফলতার বিষয়গুলি (যদি থাকে) উল্লেখ করুন

(১) _____

(২) _____

(৩) _____

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকের ডিজাইন অনুসরণ করা হয়েছে কি? হ্যাঁ, না

৭। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ডিজাইন অনুসরণ করা সম্ভব না হয়ে থাকলে যুক্তিসহ তার কারণসমূহ উল্লেখ করে বিস্তারিত বিবরণ দিন

(১) _____

(২) _____

(৩) _____

তথ্য প্রদানকারীর নাম:

স্বাক্ষরসহ সীল ও তারিখ:

ফোন:

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রধান অফিস (প্রকল্প কার্যালয়) থেকে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার চেকলিষ্ট-২

“পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্প”

দরপত্র সম্পর্কীয় তথ্য :

দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের/কাজের নামঃ

১।	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক/ই-টেন্ডার) পত্রিকার নাম এবং কপি প্রদান করণ	
২।	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	
৩।	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	
৪।	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	
৫।	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	
৬।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	
৭।	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	
৮।	নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	
৯।	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির গঠন (সরকারি আদেশ)	
১০।	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	
১১।	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ	
১২।	(Notification of award) প্রদানের তারিখ	
১৩।	মোট চুক্তি মূল্য	
১৪।	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
১৫।	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১৬।	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
১৭।	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি এবং কারণ	

১৮।	ভ্যারিয়েশন অর্ডার হয়েছিল কিনা	
১৯।	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	
২০।	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	
২১।	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	
২২।	দরপত্রে বর্ণিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা?	
২৩।	হয়ে থাকলে কেন?	
২৪।	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে কি না	
২৫।	কোন মালামাল/যন্ত্রাদি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ করা না হয়ে থাকলে তা গ্রহণ করার কারণ/যুক্তি তুলে ধরুন	
২৬।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ করা	
২৭।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা	

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

তারিখ:

ফোন:

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আঞ্চলিক/প্রধান অফিস থেকে সাব-স্টেশন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার চেকলিষ্ট-৩

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

- ১। জেলাঃ _____ ২। উপজেলাঃ _____
 ৩। পিবিএস : _____ ৪। উপকেন্দ্রের নামঃ _____
 ৫। গ্রামঃ _____ ৬। উত্তর দাতার নামঃ _____
 ৭। উত্তর দাতার মোবাইল নাম্বারঃ _____
 ৮। উত্তরদাতার পদবীঃ _____

- ৯। (ক) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে স্থাপিত ট্রান্সফরমারের সংখ্যা? _____ টি
 (খ) প্রতিটি ট্রান্সফরমারের ক্ষমতাঃ (১) _____ এমভিএ, (২) _____ এমভিএ, (৩) _____ এমভিএ
 (গ) উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা _____ এমভিএ

- ১০। স্থাপিত ট্রান্সফরমার সমূহের বাহ্যিক অবস্থা কেমন?

ট্রান্সফরমার-১	(১= ভাল, ২= মোটামুটি, ৩= আশঙ্কাজনক)
ট্রান্সফরমার-২	(১= ভাল, ২= মোটামুটি, ৩= আশঙ্কাজনক)
ট্রান্সফরমার-৩	(১= ভাল, ২= মোটামুটি, ৩= আশঙ্কাজনক)

- ১১। (ক) স্থাপিত ট্রান্সফরমার গুলো থেকে তেল পড়ে কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না)
 (খ) উত্তর হ্যাঁ হলে কত নম্বর ট্রান্সফরমার হতে?
 ১২। (ক) স্থাপিত ট্রান্সফরমারে অস্বাভাবিক শব্দ হয় কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না)
 (খ) উত্তর হ্যাঁ হলে কত নম্বর ট্রান্সফরমার হতে?
 ১৩। আপনার সাব-স্টেশনে লো-ভোল্টেজ লাইনে সর্বোচ্চ কত ভোল্টেজ পাওয়া যায়?
 ১৪। আপনার সাব-স্টেশনে লো-ভোল্টেজ লাইনে সর্বনিম্ন কত ভোল্টেজ পাওয়া যায়?
 ১৫। আপনার সাব-স্টেশনে ফ্রিকোয়েন্সি মাপার যন্ত্র আছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)
 থাকলে ফ্রিকোয়েন্সি variation এর রেঞ্জ কত? -----থেকে-----Hz
 ১৬। উপকেন্দ্রের যাতায়ত ব্যবস্থা কেমন? (১= ভাল, ২= মোটামুটি, ৩=আশঙ্কাজনক)
 ১৭। উপকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন? (১= ভাল, ২= মোটামুটি, ৩=আশঙ্কাজনক)
 ১৮। আপনার মতে, বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় কিভাবে রোধ করা যায় বলে মনে করেন?
 (১) _____
 (২) _____

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বার:		

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য চেকলিষ্ট-৪

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলাঃ _____

উপজেলাঃ _____

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

পিবিএস এলাকাঃ _____

১। উত্তর দাতার নামঃ _____

২। পদবী ----- উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বার:-----

৩। এই পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন কতটি উপজেলা আছে?

৪। এই পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় মোট কতটি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে? ----- টি

এবং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণিতে কতটি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে?

মোট

- (১) আবাসিক _____ টি
- (২) সেচ পাম্প _____ টি
- (৩) বাণিজ্যিক _____ টি
- (৪) কুটির শিল্প _____ টি
- (৫) ক্ষুদ্র শিল্প _____ টি
- (৬) মাঝারি শিল্প _____ টি
- (৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান _____ টি
- (৮) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান _____ টি
- (৯) সেবামূলক প্রতিষ্ঠান _____ টি
- (১০) অন্যান্য উল্লেখ করুন _____

৫। এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)

(খ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকলে কারণ কি?

(১) _____

(২) _____

৬। প্রকল্পটি আপনার পিবিএস এ কোন বছর শুরু হয়েছিল? -----সন

৭। প্রকল্পটি কোন বছর শেষ হয়েছিল? -----সন

৮। কেন বেশী সময় লাগল?

৯। আপনার পিবিএস এ বিদ্যুতের সিস্টেম লস শতকরা কতভাগ? -----

১০। সিস্টেম লস বর্তমানে শতকরা ১০ এর বেশী হলে কেন এত বেশী?

১১। কিভাবে সিস্টেম লস কমানো যায়?

- ১২। আপনার পিবিএস এ সিস্টেম লস বাড়ছে না কমছে? (১=বাড়ছে, ২=কমছে)
- ১৩। গ্রাহকরা বিদ্যুৎ বিল যথা সময়ে পরিশোধ করে কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ১৪। বিদ্যুতের বিল আদায়ের অবস্থা কেমন? (১= ভালো, ২= ভালো নয়)
- ১৫। ভাল না হলে কেন?
(১) _____
(২) _____
- ১৬। কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গ্রাহকরা সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করবেন?
(১) _____
(২) _____
- ১৭। বিল পরিশোধের জন্য কতদিন সময় দিয়ে থাকেন?-----দিন
- ১৮। সময় মত বিল পরিশোধ না করলে কি জরিমানা করা হয়? (১=হ্যাঁ, ২=না)
- ১৯। সংযোগ স্থাপনে কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছিল?
(১) _____
(২) _____
- ২০। আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে? (১=হ্যাঁ ২=না)
- ২১। আপনার মতে Load Management এর জন্য কি কি কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যায়?
(১) _____
(২) _____
- ২২। আপনার পিবিএস এ কি অভিযোগ বন্ধ আছে? (১=হ্যাঁ ২=না)
- ২৩। প্রতিমাসে সাধারণত কতটি অভিযোগ পেয়ে থাকেন?
- ২৪। অভিযোগ কিভাবে মিটিয়ে থাকেন?
-
- ২৫। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়?
(১) _____
(২) _____
- ২৬। আপনার মতে, বিদ্যুতের চুরি এবং অপচয় কিভাবে রোধ করা যায় বলে মনে করেন?
(১) _____
(২) _____
- ২৭। আপনাদের এলাকায় ব্যাটারীচালিত ইঞ্জিবাইক, চার্জ দেওয়া হয় কি? (১=হ্যাঁ ২=না)
- হলে কয়টি চার্জ দেওয়া হয়-----

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

তারিখ:

ফোন:

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বার:		

এই প্রকল্পের অধীনে আরইবি এর নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিম লীডারের জন্য চেকলিস্ট-৫
“পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্প”

পিবিএস এর নামঃ

১। উত্তরদাতার নামঃ _____ ২। পদবীঃ _____

৩। প্রতিষ্ঠানের নামঃ _____ ৪। মোবাইল নাম্বারঃ _____

৫। সরবরাহকারী ঠিকাদার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল যন্ত্রাদি সরবরাহ করেছে কি না?

৬। কোন মালামাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ না হয়ে থাকলে তার কারন কি?

৭। কোন কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না হয়ে থাকলে তার কারন কি?

৮। আপনার প্রতিষ্ঠানের কাজের বিল সময়মত পেয়েছেন কি না? বিলম্ব হয়ে থাকলে তার কারন কি?

৯। আপনি কি প্রকল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পে নিযুক্ত ছিলেন?

উত্তর না হলে এই প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কতজন আপনার এই পদে কাজ করেছেন?

১০। এই প্রকল্পের কাজে কোন উল্লেখ যোগ্য ত্রুটি লক্ষ করেছেন কি?

১১। ত্রুটি লক্ষ করলে তার বিস্তারিত জানান?

উত্তরদাতার স্বাক্ষর:

এই প্রকল্পের অধীনে আরইবি এর নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের রিটেইনার প্রকৌশলীর জন্য চেকলিস্ট-৬
“পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১ প্রকল্প”

পিবিএস এর নামঃ

- ১। উত্তরদাতার নামঃ _____ ২। পদবীঃ _____
- ৩। প্রতিষ্ঠানের নামঃ _____ ৪। মোবাইল নাম্বারঃ _____
- ৫। সরবরাহকারী ঠিকাদার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল যন্ত্রাদি সরবরাহ করেছে কি না?
- ৬। কোন মালামাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

- ৭। কোন কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

- ৮। আপনি কি প্রকল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পে নিযুক্ত ছিলেন?
উত্তর না হলে এই প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কতজন আপনার এই পদে কাজ করেছেন?
- ৯। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরামর্শকের ডিজাইন অনুসরণ করা হয়েছে কি? হ্যাঁ, না
- ১০। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ডিজাইন অনুসরণ করা সম্ভব না হয়ে থাকলে যুক্তিসহ তার কারণসমূহ উল্লেখ করে বিস্তারিত বিবরণ দিন
(১) _____
(২) _____
(৩) _____
- ১১। এই প্রকল্পের কাজে কোন উল্লেখযোগ্য ত্রুটি লক্ষ করেছেন কি?
- ১২। ত্রুটি লক্ষ করলে তার বিস্তারিত জানান?

উত্তরদাতার নাম:

স্বাক্ষর: